বাংলাবুক.অর্গ

ভৌতিক উপন্যাস

পুনঃশায়াতিন

রুমানা বৈশাখী

নিজের অমরত্বের বিনিময়ে ভালোবাসার পুরুষটিকে জীবনদান দিয়েছিল সে। আকাশলীনা... জগতের প্রাচীনতম পিশাচী, কিংবা শায়াতিন স্বয়ং। গহীন জঙ্গলের আদিম এক গোত্রে কথিত এটাই আছে সে-ই মাটির পৃথিবীতে শায়াতিনের প্রতিরূপ।

তবে কি এবার সফল হলো থিও ও লীমার জন্মান্তরের যাত্রা? সহস্র সহস্র বছর পূর্বে ভালোবাসার যে ওয়াদা তারা করেছিল, সন্তান বুকে নিয়ে যে জীবনের স্বপ্ন তারা বুনেছিল... অবশেষে কি মিলল সেই জীবন? আয়ান ও আকাশলীনার রূপে একটা ছোট্ট, শান্তির জীবন কি তাদের আপন হতে পারলো? প্রকৃতি, নিয়তি আর মহাকাল কি তবে পরাজিত হলো এবার তাদের জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসার সামনে?

না...

আড়ালে তাই মুচকি হেসেছিল প্রকৃতি, কুটিল চাল চেলেছিল নিয়তি আর নিজের সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল মহাকাল। ঘটে গেলো সেই ভয়ংকরতম ঘটনা যা নিজেদের দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করেনি আয়ান ও আকাশ-লীনা। জীবন আরও একবার তাদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল নিষ্ঠুর এক পরীক্ষার সামনে...

এবারো কি হেরে যাবে তাদের জন্মান্তরের ভালবাসা? অন্ধকারের সম্রাজ্ঞী আর এক সাধারণ মানব সন্তানের ভালবাসা কি কখনো সফল হতে পারে?

জবাব মিলবে এবারের কাহিনিতে। "শায়াতিনের" কাহিনীর সূত্র ধরে জন্ম জন্ম জন্মান্তরের আরও এক ভালোবাসার গল্প "পুনঃশায়াতিন"...

অনেকে রসিকতা করে বলেন, বয়সকে অতিক্রম করেছেন তিনি– তার লেখায়। তিনি রুমানা বৈশাখী। জন্ম ঢাকায়, ১২ মে ১৯৮৫।

ঢাকায়ই বেড়ে ওঠা, পড়ালেখাও। স্নাতক করেছেন রসায়ন বিজ্ঞানে, ইডেন কলেজ থেকে। লেখালিখির সঙ্গে জড়িত দীর্ঘদিন। নেশার বশে শুরু করলেও এই সৃজনশীল পেশাটিকেই অবলম্বন করে বেঁচে আছেন, আর সেভাবেই বাঁচতে চান সারাটা জীবন।

কাজ করেছেন মাসিক সাহিত্যপত্রিকা আলো ও ছায়া-র সহকারী সম্পাদক হিসেবে।

সাবলীলতা রুমানা বৈশাখীর লেখার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রহস্য, রোমাঞ্চ, রম্য, হরর, সায়েন্স ফিকশন– সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই লিখছেন সমান তালে, স্বাচ্ছন্দ্যে।

নাটকের বৈচিত্র্যময় জগতেও চিহ্ন রেখেছেন সম্প্রতি। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথম প্রচারিত নাটকের নাম "ইস্টিশন"।

রুমানা বৈশাখীর জীবনে কেবল আর কেবলমাত্র দুটো লক্ষ্য- প্রথমত লেখক হওয়া আর দ্বিতীয়ত ভালো লেখক হওয়া।

বর্তমানে কর্মরত আছেন প্রিয় ডট কম-এ লাইফ-সায়েন্স এডিটর পদ-এ।

www.BanglaBook.org

পুনঃশায়াতিন

রুমানা বৈশাখী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জাগৃতি প্রকাশনী

পুনঃশায়াতিন
রুমানা বৈশাখী

প্রথম প্রকাশ	:	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭
প্রকাশক	:	রাজিয়া রহমান জাগৃতি প্রকাশনী ৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ e-mail : jagritibook@gmail.com Facebook: Jagriti Prokashony
স্বত্ব		লেখক
প্রচ্ছদ		ফয়সল আরেফিন দীপন
মুদ্রণ		পিনাকল মিডিয়া দোকান # ২৪৫, তল # ২, মাল্টিপ্লান সেন্টার নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মূল্য	:	একশত আশি টাকা
Onlince Distributor	:	www.rokomari.com/jagritiprokashony
Price	:	Tk 180 / $ 8 Only
ISBN	:	978-984-92301-8-2

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

উৎসর্গ

রায়হান মাহমুদ চৌধুরী কমল।

(২ মার্চ,১৯৮০- ১৮ আগস্ট,২০১৬)

আমার প্রথম হরর বইটি যাকে উৎসর্গ করেছিলাম, সবচাইতে বিশেষ হরর উপন্যাসটিও তাঁর জন্য। মানুষ রুমানা বৈশাখীর জন্য তাঁর ভালবাসা না থাকলেও, লেখক রুমানা বৈশাখী এই মানুষটির খুব প্রিয় ছিল। নিজের একটা কল্পনার দুনিয়ায় মানুষটি নিজেই ছিল নায়ক, আবার নিজেই ভিলেন! হয়তো ক্ষণিকের জীবন বলেই জগতের চুলচেরা বাস্তবতা কখনো তাঁকে স্পর্শও করতো না। হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে বেঁচে থাকা মানুষটি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে গভীর এক কষ্ট বুকে নিয়ে। ভালোবাসার কষ্ট!

ভালোবাসার জন্য মানুষ জীবন দিয়ে দেয় শুনেছিলাম। এই মানুষটি প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে আসলেই ভালোবাসার জন্য মানুষ জীবন দিয়ে দেয়... আসলেই!

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

তাদের জন্ম হয়েছিল সহস্র সহস্র সহস্র বছর পূর্বে। যখন ছিল না এই যান্ত্রিক সভ্যতা আর প্রকৃতির জঠরে সযত্নে ছিল আদিম মানুষেরা। প্রাচীনতম এক গোত্রে শিকারী পুরুষ থিও আর বন্দী পূজারিণী লিমার রূপে জন্মান্তরের এই যাত্রা শুরু করেছিল তারা। ভালবেসেছিল গভীর, স্বপ্ন ছিল অসীম, ছোট্ট একটা সংসারই কেবল চেয়েছিল তারা পরস্পরের হাত ধরে।

কিন্তু যা সবসময়েই হয় এই পৃথিবীতে, হয়েছিল সেই সৃষ্টির শুরুতেও!

মানুষের নিকৃষ্ট আদিমতা কেড়ে নিয়েছিল তাদের প্রাণ... প্রকৃতি অট্টহাসি হেসেছিল তাদের ভালোবাসাকে কটাক্ষ করে... নির্মম মৃত্যু পৃথক করে দিয়েছিল তাদের ভালোবাসার বন্ধন। কিন্তু না, হার মানেনি প্রাচীন মানব-মানবী থিও আর লীমা। অন্য কারো হাতে প্রাণ দেয়ার আগেই তাঁরা কেড়ে নিয়েছিল পরস্পরের জীবন আর প্রতিজ্ঞা করেছিল... প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রাচীন এক গুহায় লীমার উপাস্য প্রভুকে সাক্ষী রেখে... প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা আবারও ফিরবে, জন্মগ্রহণ করবে আবারও এই পৃথিবীর বুকে আর তখন হবে তাদের পরম আকাঙ্খিত মিলন। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যতদিন তাদের দুটি জীবন এক না হয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির সকল নিয়ম উপেক্ষা করেই তাঁরা জন্মগ্রহণ করবে বারবার আর তাদেরকে পথ দেখাবেন সেই উপাস্য প্রভু!

তারা কথা রেখেছিল!

না, তাদের ভালোবাসা কখনোই দেখেনি পরিণতির মুখ। কিন্তু তারা জন্মগ্রহণ করেছে বারবার, হাজার হাজার বছরের জন্মান্তরের পথ তারা বারবার অতিক্রম করেছে কেবলই পরস্পরকে ভালোবেসে। প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করে ফিরে এসেছে বারবার ধরণীর বুকে, খুঁজে নিয়েছে পরস্পরকে, অনুসরণ করেছে প্রভুর দেখানো পথ কেবলই পরস্পরের ভালোবাসার খাতিরে।

কিন্তু না, শেষ রক্ষা হয়নি। প্রতিবারই তাঁদের মানবজীবন পরাজিত হয়েছে প্রকৃতির প্রতাপের সামনে। প্রতিটি বারই নির্মম আর নৃশংস মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে তাদের, মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। কখনো একটি বারেও তাদের জীবন কাটেনি পরস্পরের হাত ধরে, একটি বারও তাদের জীবন আলো করে আসেনি পরম আকাঙ্খিত সন্তান। সেই সন্তান... যে অতিক্রম করে

BanglaBook.org

আসবে পৃথিবীর সকল বাঁধা! যে বদলে দেবে স্বর্গ, মর্ত্য আর নরকের ভাগ্য! যে বদলে দেবে প্রকৃতি আর মহাকালের তৈরি সকল নিয়ম!

কখনো থিও, কখনো আক্সিওকাস, কখনো জিনান, কখনো মানেথো... এমনই আরও শত শত নামে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই পুরুষ, কেবল আর কেবলমাত্র একটি ভালোবাসার নারীর জন্য। জন্মগ্রহণ করেছে বুকের বামদিকে নিয়ে এক গভীর ক্ষতচিহ্ন, সর্বপ্রথম জীবনে যে চিহ্ন ছিল ভালোবাসার নারীর দেয়া উপহার। কখনও লীমা, কখনো সেফ্রেন, কখনো ইউমেলিয়া, কখনো আইদা... শত শত নামে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই রাজকীয় নারীও, জন্মগ্রহণ করেছিল ভালোবাসার ওয়াদা রক্ষায়। অতি সাধারণ দুজন মানব-মানবী তাঁরা, যারা ভালোবাসার খাতিরে পাড়ি দিয়েছিল জন্মান্তরের পথ। প্রতিবারই তাঁদের মানব জীবন পরাজিত হয়েছে ভাগ্যের সামনে, পরাজিত হয়েছে কঠোর নিষ্ঠুরতায়। আর তাই বুঝি তাঁদের এবারের জন্ম ছিল বিশেষ, এবারের ভালোবাসা ছিল বিশেষ...

সর্বশেষ জীবনে তাঁরা ছিল একজন মানব ও একজন পিশাচীনি। একজন মানব আয়ান ও একজন পিশাচীনি আকাশলীনা!

কিন্তু এবার কি পূর্ণতা পেয়েছিল তাদের ভালোবাসার গল্প? নাকি ভাগ্যের ক্রুর খেলায় আর প্রকৃতির কুটিল ষড়যন্ত্রে আরও একবার বিচ্ছিন্নতাই হয়েছে তাদের নিয়তি? সহস্র সহস্র সহস্র বছরের যে ভালোবাসার গল্প চলেছে জন্মের পর জন্মে, পাড়ি দিয়েছে শত শত শতাব্দী... সেই ভালবাসাতেও কি পড়েছিল প্রতারণা আর ধোঁকার ছায়া? যে ভালোবাসা এত তীর্ব যে মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারে চোখের ইশারায়, কেমন হবে সেই ভালোবাসার কষ্ট?

জন্মান্তরের ভালোবাসার গল্পের আরও কিছু কাহিনী বয়ান করবে "পুনঃশায়াতিন"।

যেভাবে শেষ হয়েছিল শায়াতিনের গল্প:

হ্যাঁ, অবশেষে সে এসেছে!

কী করবে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না পুরুষ। এই তো, তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আকাশলীনা। লক্ষ বছর পূর্বের প্রথম জীবনে যার নাম ছিল লীমা আর দেবতাকে সাক্ষী রেখে যাকে নিজের হাতে খুন করেছিল থিও আর থিওকে খুন করেছিল সে। সেই থিও আজ আয়ান, সেই লীমা আজ আকাশলীনা। জন্ম

BanglaBook.org

জন্মান্তরের পথ পাড়ি দিয়ে আজ তারা আবার মুখোমুখি। আজ তারা আবার পরস্পরের সামনে। আবারও!

আকাশলীনার নখগুলো লম্বা, তীক্ষ্ণ আর বাঁকানো। ঠিক যেমন কোন শ্বাপদের হিংস্র থাবা। রক্তে মাখামাখি তার দুটি হাত, ঠোঁটের কোণ বেয়েও গড়িয়ে নামছে রক্তের সুক্ষ্ম ধারা। নিজের নয়, অন্যের! মাত্রই কোন মানব সন্তানকে দিয়ে নিজের উদরপূর্তি করে এসেছে সে।

হীরার বিন্দুর মত দু ফোঁটা অশ্রু গড়ায় তার আয়ত চোখজোড়া বেয়ে।

'প্রকৃতি আমাকে কী করেছে দেখো... আমি আর মানুষ নই, প্রিয়তম। আমি আর তোমার যোগ্য নই। আমি এখন অন্য কেউ... অন্য কিছু। একটা রক্ত পিপাসু পিশাচী।'

জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসার মেয়েটিকে গভীর ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরে আয়ান, ' এটা তো আমারই জন্য, লীনা। এইসব আমাদের জন্য। আমাদের মানব জন্ম বারবার পরাজিত হয়েছে প্রকৃতির সামনে। আর এই যে আবার আমরা পরস্পরের মুখোমুখি, এইসবই তোমার জন্য। তুমি এই জীবনে মানবী রূপে জন্ম নাওনি, আর এটাই আমাদের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে। একজন মানবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রকৃতির কাছে, তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তুমি প্রকৃতির সেই বিরুদ্ধে শক্তি, যে আজীবন জিতেছে আর জিতবে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই, প্রিয়া। তোমার মনে আছে, সেই পবিত্র বইতে প্রভুর নির্দেশিকায় কী লেখা ছিল? প্রভু বলেছিলেন, যদি তুমি নিজের প্রেমিককে ভক্ষণ করতে পারো সজ্ঞানে, তাহলে পরের জীবনে তোমার জন্ম হবে পিশাচী রূপে। এমন এক শক্তি রূপে, যার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য প্রকৃতি। প্রকৃতি ষড়যন্ত্র করতে পারবে, কিন্তু তোমার প্রাণ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'আমার প্রাণ নিতে পারবে না... কিন্তু তোমার?'

'পরোয়া করি না, প্রিয়া। তুমি বেঁচে থাকবে, আমাদের সন্তান বেঁচে থাকবে তোমার মাঝে। আমি আর কিছুর পরোয়া করি না। তারপর যদি জীবন নাও থাকে, কিচ্ছু যায় আসে না আমার।'

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে ছাড়া জীবন চাই না। না আগে কখনো চাইনি, না এখন চাই।'

গভীর মমতায় ভালোবাসার মেয়েটিকে চুম্বন করে আয়ান। চুম্বন করে তার রক্তভেজা ঠোঁটে। 'আমাদের যাত্রার সমাপ্তি এবার... এখানেই...আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার। আমার প্রিয়তমা, বধূ আমার...'

হেসে ওঠে পিশাচীর চোখগুলো। 'স্বামী...' গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করে সে। 'প্রিয়তম স্বামী, জন্ম জন্মান্তরের।'

'হ্যাঁ... জন্ম জন্মান্তরের!'

এবং তারা মিলিত হয়, মিলিত হয় তারা নিয়তিকে উপেক্ষা করে আর প্রকৃতির দৃষ্টির সামনেই। মিলিত হয় মহাকালকে সাক্ষী রেখে। প্রচন্ড ঝড়ে উথাল পাথাল শহর দিশেহারা হয়, আকাশ তার জল ভান্ডার উপুড় করে ঢালে। ভারী বর্ষণে যেন ধুয়ে মুছে যেতে থাকে অতীতের সব দুঃসহ স্মৃতি।

এবং তারা মিলিত হয় খোলা আকাশের নিচে। মিলিত হয় পরস্পরের মাঝে বিলীন হয়ে যেতে, নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে পেতে, সহস্র জীবনের ক্লান্তি শেষে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত হতে। জীবনকে পরোয়া না করে, প্রকৃতির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে, লক্ষ বছরের প্রতীক্ষার পর।

আর এসবের মাঝে কখন যেন ফুরিয়ে আসে আয়ানের জীবনের আলো! মাটির পৃথিবীর একজন পুরুষ আর অন্য ভুবনের পিশাচীর মিলনে পরাজিত হতে হয় মানব সত্ত্বাকেই। পিশাচীর অস্তিত্ব শুষে নেয় যেন পুরুষের জীবন সুধা...

এবং সকলের অলক্ষ্যে তখন মুচকি হাসে প্রকৃতি। ব্যঙ্গ, উপেক্ষা আর বিজয়ের হাসি!

মারা যাচ্ছে আয়ান? মারা যাচ্ছে? তাঁর অস্তিত্বের উত্তাপ শুষে নিয়েছে ভালোবাসার পুরুষটির জীবনের ঝর্ণাধারা? ... কাঁদতে শুরু করে পিশাচীনির শরীরে বন্দী জন্মান্তরর প্রেমিকা। লীমা কিংবা সেফ্রেন, ইউমেলিয়া কিংবা আইদা, পিশাচী কিংবা আকাশলীনা... কাঁদতে শুরু করে অতি সাধারণ এক নারীর মতই।

'তুমি জানতে... জানতে না! কীভাবে ... কীভাবে নিজের জীবনকে...তুমি জানতে আমার অস্তিত্বের উত্তাপ নিঃশেষ করে দেবে তোমাকে... তাহলে কেন প্রিয়? কেন?'

BanglaBook.org

'আমার এই মৃত্যু সুখের মৃত্যু, প্রিয়তমা। তোমার বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমার এই মৃত্যু সুখের মৃত্যু।'

'কিচ্ছু হবে না তোমার... আমি কিচ্ছু হতে দেব না...'

'এটাই নিয়তি, প্রিয়তমা। মেনে নাও। আমরা মিলতে পারবো না ঠিক, বধূ আর স্বামী রূপে আমরা একত্রে জীবন কাটাতে পারবো না ঠিক। কিন্তু এবার আমাদের ভালোবাসার নিদর্শন জন্ম নেবে। আমাদের সন্তান জন্ম নেবে। তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা। প্রকৃতি তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। তোমার গর্ভে বেঁচে থাকবে আমাদের সন্তান।'

'না... না... না... '

'কষ্ট পেয় না , প্রিয়তমা।' ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে আয়ানের চেহারা, হারিয়ে যাচ্ছে চেহারায় জীবনের চিহ্ন। নিঃশ্বাস হয়ে উঠছে ধীর থেকে ধীর। 'তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের সন্তানের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। প্রতিজ্ঞা করো, প্রিয়তমা। তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে!'

'তুমি কেন এমন করলে? কেন? কী প্রয়োজন ছিল আমাদের মিলিত হবার? কেন করলে এমন?'

'আমাদের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ক্রুর প্রকৃতি ছলে-বলে-কৌশলে আমার জীবন কেড়েই নিত। প্রকৃতিকে সেই সুযোগ দিতে চাইনি। আমি চেয়েছি আমার মৃত্যু হোক তোমার কারণে, মৃত্যু হোক সন্তানের জন্য...'

'কিচ্ছু হবে না তোমার... আমি হতে দেব না...'

'আমার যা হয় হোক, শুধু তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে...

'তোমার কিচ্ছু হবে না... কিচ্ছু না... আর আমি তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকবো না। কোনভাবেই না...'

শেষ হয় না ভালোবাসার বাক্য, তার আগেই এলিয়ে পরে আয়ানের মাথাটা। এলিয়ে পড়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর বুকের ওপর। পুরো পৃথিবী যাকে পিশাচী রূপে জানে, শুধু আয়ানের চোখে সে জন্ম জন্মান্তরের প্রেমিকা।

BanglaBook.org

এবং ভয়ংকর, ভয়াবহ, সুতীক্ষ্ণ এক চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যায় বৃষ্টিভেজা নগরীর অন্ধকার বুক। প্রবল বর্ষণ আর বাজ পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে প্রকৃতির বুকে হাহাকার করতে থাকে সেই আওয়াজ। একটি ভয়ংকর চিৎকার ...

কাঁদতে শুরু করেছে পিশাচী... কাঁদতে শুরু করেছে সেই অন্ধকারের কুহকিনী নিজের প্রিয়তম স্বামীর জন্য... আর সেই অপার্থিব কান্নায় থমকে যায় জীবনের বুক, মুখ থুবড়ে পড়ে প্রকৃতির ক্রুর চাল, ঘুরতে শুরু করে নিয়তির চাকা...

১).....'লাইট জ্বালো, আয়ান! প্লিজ, লাইট জ্বালো। প্লিজ!'

করুণ সুরে আর্তনাদ করছে লীনা। হ্যাঁ, লীনাই। মনে হচ্ছে খুব ভয়ংকর একটা কিছু যেন ঘটে গিয়েছে। লীনার কণ্ঠস্বরে একরাশ আতঙ্ক আর ভয়।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে আয়ান। আকাশলীনা ততক্ষণে কী যেন একটা জানালার বাইরে বের করার চেষ্টা করছে। খুব করে ঝাঁকাচ্ছে পর্দাগুলো যেন জিনিসটা বাইরে পড়ে যায়।

'কী যেন একটা ঘরে ঢুকেছে, আয়ান। কী যেন একটা ঘরে ঢুকেছে!'

'কী ঘরে ঢুকেছে?'

'জানিনা! কিন্তু আমি দেখলাম ঢুকেছে! এই একটুখানি ফাঁক ছিল জানালা, সেটা দিয়ে কালো সাপের মত কী যেন একটা ঢুকে দৌড়ে গেলো আমার গায়ের ওপর দিয়ে। আর আরেকটা এই যে পর্দা বেয়ে বেয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে...'

খুব ভালো করে দেখে আয়ান, খাটের আশেপাশে খুঁজে খুঁজে দেখে। সাপ দূরে থাক, ইঁদুর বা তেলাপোকার দেখাও নেই। এদিকে সাদা হয়ে গিয়েছে লীনার মুখটা। যাকে বলে আতঙ্কে ফ্যাকাশে। অন্য কোন বাড়িতে হলে এই ঘটনা মোটেও গুরুত্ব পেতো না। জানালা দিয়ে ইঁদুর এসেছে মনে করেই সবাই উড়িয়ে দিত।

কিন্তু তাদের বাড়ির ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের ফ্ল্যাট ১০ তলায়, এত ওপরে ইঁদুর আসে না। এবং এই একই মাসে ঘটনাটি পর পর তিনবার ঘটলো। ঘুম ভেঙে লাফিয়ে জেগে ওঠে লীনা আর অদৃশ্য কিছু একটাকে তাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। যদিও কোনবারেই ফ্ল্যাটের কোথাও খুঁজে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

যদিও লীনার ভয়টা আসলে ১০০ ভাগ খাঁটি। আতঙ্কে সাদা হয়ে যায় মুখ, ঠোঁট গুলো তিরতির করে কাঁপতে থাকে। সেই আতঙ্ক দেখেই আরও আতংকিত হয়ে পড়ে আয়ান। কারণ সে জানে, খুব ভালো করে জানে যে লীনা অযথা কথা বলার মানুষ নয়। অহেতুক কিছু নিয়ে এত বড় হাঙ্গামা করার মানুষও লীনা হয়।

'আমি পরিষ্কার দেখেছি জিনিসটা আমার জানালা দিয়ে ঢুকছে, ঠিক আমার চোখের সামনে দিয়ে... এবং আজকে আমি ঘুমিয়েও ছিলাম না...' বিড়বিড় করে লীনা। এখন আর সে আগের মানুষটি নেই, জানে আয়ান। এখন সে আবারও অতি সাধারণ এক নারী, প্রথম স্বামীকে হত্যা করার আগমুহূর্ত পর্যন্ত যেমন ছিল। এই সাধারণ নারী আয়ানের সাথে সংসার করে, খায়-দায়-ঘুমায়-সিনেমা দেখে। খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবেই, যেভাবে আর দশজন নারী করে।

তবুও মনের মাঝে কোথায় যেন আজকাল একটা খুঁতখুঁতানি থেকেই যায়। আজ এতবছর পর হঠাৎ আবার কী হচ্ছে জীবনে? কেন এমন কাল্পনিক জিনিস দেখতে পাচ্ছে লীনা যেগুলোর বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই? কিংবা হয়তো আছে! হয়তো লীনাই ঠিক দেখছে তাঁর অন্য ভুবনের সত্ত্বা দিয়ে। দেখতে পারছে, কারণ তাঁর ভেতরে কোথাও না কোথাও রয়ে গিয়েছে সেই আকাশলীনা। সেই পিশাচীনি, যাকে বহু বহু বছর বন্দী রাখা হয়েছিল পাগলা গারদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়। সারাক্ষণ যেখানে জ্বলতো হাজার হাজার ওয়াটের আলো। দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই, বছরে ৩৬৫ দিন। এক সেকেন্ডের বিরাম নেই, এক সেকেন্ডের জন্য অন্ধকার হবার উপায় নেই।

কারণ...

কারণ অন্ধকার হওয়া মাত্র জেগে উঠবে পিশাচীনি আর করবে সেই ভয়ংকরতম কর্মকান্ড যা কোন মানব সন্তান কল্পনাতেও আনতে পারে না। কেননা না অন্ধকার তাঁকে শক্তি যোগায়, সেই পিশাচীনীকে... যে নিজেই ভক্ষন করেছিল নিজের প্রথম স্বামীকে। আর সেটাই ছিল তাঁর এই জনমে সর্বপ্রথম মানব রক্তের স্বাদ পাওয়ার অভিজ্ঞতা!

সেসব দিন এখন অতীত, সেসব নিয়ে আর ভাবতে চায় না আয়ান। জন্ম জন্মান্তরের পথ পেরিয়ে আবারও তাদের মিলন হতে যে এই আত্মত্যাগ দিতেই হতো, জানে সে। পূর্বের কোন এক জন্মে যখন সে ছিল জিনান আর লীনা ছিল আইদা, ভালোবাসার অপরাধে যখন আইদাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল,

BanglaBook.org

তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এই নিয়তি। বহুবার জন্মের পর অবশেষে তাঁরা বুঝতে পেরেছিল যে এই মানব জীবন বারবার পরাজিত হবে প্রকৃতির সামনে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর ক্রূর চাল বারবার কেড়ে নেবে তাদের জীবন আর কখনোই মিলেমিশে একাকার হতে দেবে না দুটি সত্ত্বাকে।

তারা জেনেছিল, তারা বুঝেছিল... জন্মের পর জন্ম নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে করতে তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে তুচ্ছ মানুষ হয়ে জন্মে প্রকৃতির সাথে এই লড়াইতে কখনো জয়ী হবে না তারা, নিয়তিকে পরাজিত করে কখনো সফল হবে না তাদের সহস্র বছরের ভালোবাসা। আর তাই, উপায় অবশিষ্ট ছিল কেবল একটাই!

হ্যাঁ, একটাই পথ খোলা ছিল। লীনার প্রভুর দেখানো সেই পথ, যে প্রভুর সামনে পরস্পরকে হত্যা করে জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল থিও ও লীমা। সেই পথ অন্ধকারের, সেই পথ পৈশাচিকতার। মানুষের চর্মে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল সেই উপায়, লিপিবদ্ধ ছিল পরিষ্কার অক্ষরে যা খুঁজে পেয়েছিল জিনান ও আইদা। লেখ ছিল যে কোন প্রেমিকা স্বেচ্ছায় প্রেমিকের সতেজ উষ্ণ হৃদয় ভক্ষন করতে পারলে পরবর্তীতে তাঁর জন্ম হবে সাক্ষাৎ পিশাচ রূপে। না তাঁকে প্রকৃতি পরাজিত করতে পারবে, না মানুষ! না তাঁকে জীবন হারিয়ে দিতে পারবে, না মৃত্যু! তাঁর জীবন হবে অনন্ত আর অসীম, অন্ধকারের মত। তাঁর ক্ষমতা হবে ক্ষয়হীন, তাঁর সামনে মাথা নত করবে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সকল পৈশাচিকতা...

এবং জিনান তাই করেছিল, যা প্রভুর পবিত্র গ্রন্থ তাকে বলেছে!

নিজের উষ্ণ হৃৎপিন্ড সে উৎসর্গ করেছিল প্রেমিকার খোরাক হবার জন্য। উৎসর্গ করেছিল যেন পরবর্তী কোন না কোন জন্মে আইদার জন্ম হয় একজন পিশাচী রূপে। যেন সেই পিশাচী আর মানবের মিলনে আর বাঁধা দিতে না পারে প্রকৃতি, পিশাচীর সামনে যেন পরাভূত হয় প্রকৃতির সব ক্রূর চাল।

না, আইদা পারেনি। জিনানের সেই উষ্ণ হৃদয় সম্পূর্ণ আইদা সেবার সম্পূর্ণ ভক্ষন করতে পারেনি। কিন্তু পথ দেখিয়েছিল জিনানের ভালোবাসাই, সূচনা করে দিয়েছিল এক নতুন অধ্যায়ের। সেই আইদা আর জিনানের সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিল আজকের এই নিয়তি...

এরপরও অনেক অনেক জন্ম পর, যখন জিনান জন্মেছিল ব্রাহ্মণ পন্ডিত সত্যনারায়ণ রূপে আর আইদা ছিল জেনিফার নামক এক ব্রিটিশ তরুণী, সেই জন্মে

BanglaBook.org

হয়েছিল ঠিক তাই যা হবার কথা ছিল। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আসা জেনিফার সম্পূর্ণ ভক্ষন করে নিয়েছিল তার ব্রাহ্মণ প্রেমিকের হৃদয়...

এবং নির্মাণ হয়েছিল আকাশলীনার। এক পিশাচীনির!

হ্যাঁ, সেই জন্মের সূত্র ধরেই বর্তমান সময়ে আয়ান ও আকাশলীনার জন্ম। এমন শক্তি রূপে, যারা মাথানত করে না প্রকৃতির ক্রূর শক্তির সামনে। প্রকৃতি যাদের পরাজিত করতে পারেনি আর বাধ্য হয়েছে মেনে নিতে। প্রকৃতি যাদের পৃথক করতে পারেনি আর তাই মেনে নিচ্ছে তাদের সহাবস্থান।

কিন্তু এত সহজেই কি হার মানবে প্রকৃতি? এত সহজে মেনে নেবে পরাজয়?

এই উত্তর কেবলই হয়তো দিতে পারবে সময়!

২) ..... স্ত্রীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আয়ান, হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়।

'কিচ্ছু হয়নি, সোনা। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছো।'

'বিশ্বাস করো আমি জেগে ছিলাম... বিশ্বাস করো... আমার চোখের সামনে জিনিসটা ঢুকেছে ভেতরে...'

'নারে বোকা মেয়ে, তুমি স্বপ্ন দেখেছো। হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ লেগে এসেছিল, তখন দেখেছো দুঃস্বপ্ন। এমন স্বপ্ন বাস্তবই মনে হয়।'

মুখে কিছু বলে না লীনা, কিন্তু আয়ান অনুভব করে যে তার দুই বাহুর মাঝে তিরতির করে কাঁপছে মেয়েটা। এই মেয়েটি নিজের অতীত সম্পর্কে কিছুই বলে না, বলতে চায় না। আয়ান পরিষ্কার জানে না কেমন ছিল এই জনমে লীনার প্রথম দিকের জীবন। বিষয়টা নিয়ে লীনা কথাও বলতে চায় না। তবে হ্যাঁ, এটুকু জানে যে খুব কম বয়সেই লীনার বিয়ে হয়েছিল। পিশাচ রূপে জন্ম নেয়া মেয়েটির স্বরূপ বের হয়ে এসেছিল সেই বিয়ের পরেই। কোন এক ভরা পূর্ণিমার রাতে নিজের স্বামীকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলেছিল সে আর তারপর স্থান হয়েছিল পাগলা গারদে। সেখানে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছিল তাঁকে, এমন একটা ব্যবস্থায় যেন এক মুহূর্তের জন্যও অন্ধকার না হতে পারে আশেপাশের কোথাও।

BanglaBook.org

কারণ অন্ধকার ঘনালেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে পিশাচী। অন্ধকার হলেই সে ফিরে পাবে নিজের পূর্ণ রূপ আর নিজেকে মুক্ত করে নেবে! (বিস্তারিত "শায়াতিন" দ্রষ্টব্য)

এবং সেটাই হয়েছিল। নিজের অসীম পৈশাচিক ক্ষমতা ব্যবহার করে একদিন এক সেকেন্ডের সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল আকাশলীনা আর ছুটে এসেছিল জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী আয়ানের বাহুডোরে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে পরস্পরকে আবারও খুঁজে পেয়েছিল তারা, জন্মান্তরের তৃষ্ণা মিটিয়ে মিলিত হয়েছিল পরস্পরের সাথে, শরীরের সাথে শরীরের ভালোবাসায় উজার করে দিয়েছিল নিজেদের।

আর সেই ভালোবাসার আগুনে মৃত্যু হয়েছিল আয়ানের!

হ্যাঁ, আয়ান নিজেও জানে যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। আর এটাও ধ্রুব সত্য যে তাঁকে পুনরায় জীবন দান করেছে এই আকাশলীনাই। স্থানটি কোথায় ছিল, সেটা আজও জানা হয়নি। তবে মানুষটিকে মনে আছে। এক থুড়থুড়ে প্রাচীন বৃদ্ধা বাঁচিয়ে তুলেছিল তাঁকে। কিংবা বলা যায়... আকাশলীনার অমর জীবনের নির্যাস প্রবাহিত করেছিল তাঁর নশ্বর দেহে।

অমর পিশাচীনি আকাশলীনা আর মৃত মানব সন্তান আয়ান- দুজনের জীবনসুধাকে মিলিয়ে একাকার করে দিয়েছিল সেই প্রাচীন বৃদ্ধা। দুজনে মিলেমিশে পরিণত হয়েছিল দুজন নশ্বর মানব-মানবীতে। হ্যাঁ, আয়ানকে নতুন জীবন দিয়ে গিয়ে আকাশলীনা বিসর্জন দিয়েছিল নিজের অমরত্ব!

সেই প্রবল প্ররাক্রমশীল মেয়েটি এখন কাঁপে স্বামীর দুইবাহুর মাঝে। কাঁপে একজন সাধারণ নারীর মতন। হ্যাঁ, আয়ান জানে যে লীনা এখন অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাঁরই মতন নশ্বর একজন মানুষ কেবল। নশ্বর সাধারণ বলেই হয়তো ভয় হয়... হুট করে কী হলো ওর? কী এমন হলো যে এমনভাবে আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে?

সেইদিনের সেই রাতের পর পেরিয়ে গেছে চার বছরেরও কিছু বেশি সময়।

সেই রাত, যে রাতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল সে আকাশলীনার মাঝে আর বরণ করে নিয়েছিল ভালোবাসার আগুনে দহন হওয়া মৃত্যু। এরপর যখন চোখ খুলেছিল, মৃত্যুলোকের ওপার থেকে তাঁকে ছিনিয়ে এনেছিল আকাশলীন, ততদিনে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। পেরিয়ে গিয়েছে বেশ অনেকটা সময়, অনেকগুলো দিন আর

BanglaBook.org

কয়েকটা মাস। নিজের পরিবারের কাছে তারা দুজনেই মৃত কিংবা নিরুদ্দেশ। বরফে ছাওয়া একটা পাহাড়ের গুহায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল লীনা যেন শরীরটা থাকে অক্ষত। নিজেদের চিরচেনা শহর, দেশ থেকে অনেক অনেক দূরের কোন এক পৃথিবীতে। সম্ভবত নেপালে কিংবা তিব্বতে, কখনো পরিষ্কার করে কিছুই বলেনি মেয়েটা।

কীভাবে? জানে না আয়ান। তবে কেন, সেটা জানে। সেই গুহাতেই ছিলেন প্রাচীন সেই বৃদ্ধা, অন্য ভুবনের প্রাচীন কোন কবিরাজ। সেই বৃদ্ধা মানুষ ছিলেন না অন্যকিছু, আজও জানা হয়নি। তবে সেই বৃদ্ধাই লীনাকে সহায়তা করেছিলেন অনেক মাসের সাধনায়। সহায়তা করেছিলেন আয়ানকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে, সহায়তা করেছিলেন দুটি সত্ত্বার জীবন সুধা একত্রিত করে দুজনের মাঝে সমানভাবে প্রবাহিত করতে।

পরিষ্কার নয়, কিন্তু আবছা আবছা মনে আছে আয়ানের। মনে আছে দূর জন্মের কোন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে স্মৃতির মত...

বরফ শীতল হাওয়া হু হু করে বয়ে যাচ্ছিল সেই পাহাড়ি গুহায়, মাটি থেকে অনেক অনেক অনেক উপরে। বাতাসের শিষ কাটার শব্দে কান পাতা দায়, যখন প্রথমবারের মত চোখ মেলেছিল সে। কংক্রিট রঙের বিষন্ন দেয়ালে বাড়ি বাড়ছে বরফ ছুঁয়ে আসা শীতল বাতাস, তীক্ষ্ণ সূচের মত বিঁধছিল চোখে-মুখে। অথচ খুব অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে গুহার মাঝে প্রজ্বলিত মোমবাতিগুলো একটুও নিভে যাচ্ছিল না এতে। শত শত বিচিত্র মোমবাতির আলোয় আবছা আলোকিত ছিল সেই প্রাচীন গুহা, যে মোমবাতি নিভে যায় না তীব্র বাতাসেও।

তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল এক খন্ড সমতল পাথরে, ঠিক যেভাবে কোন মৃতদেহ রাখা হয়। নগ্ন, হিমশীতল বাতাসের সামনে উন্মুক্ত। বাতাসের সাথে তুষার কণা এসে আছড়ে পড়ছিল দেহে, বাতাস জমিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরের প্রতিটি বিন্দু। অপার্থিব কোন মন্ত্রের উচ্চারণে ভারী হয়েছিল পরিবেশ...

'উলাহা শিয়া আমুক ফাহেমিন... উলাহা শিয়া আমুক ফাহেমিন... নাআ আমুন ফাহেমিন... নাআ আমুন ফাহেমিন...' স্থির, অবিচল সেই প্রাচীন বৃদ্ধা কবিরাজের কণ্ঠ। '...হে পরম আরাধ্য প্রাচীন শক্তি, আপনি গ্রহণ করুন এই নিবেদন। গ্রহণ করুন আর প্রাণ দান করুন। প্রাণ দান করুন সেই মৃতদেহে যা আপনার প্রিয়তমর। হে পরম শক্তিশালী প্রাচীন শক্তি, আপনি গ্রহণ করুন আমার নিবেদন আর নিজের

BanglaBook.org

অমর প্রাণের সুধা প্রবাহিত করুন এই মৃতদেহের মাঝে যা আপনার প্রিয়তমর। হে পরম আরাধ্য প্রাচীন শক্তি, আপনি জেগে উঠুন শেষ একবার। জেগে উঠুন নিজের সকল সত্ত্বা একত্রিত করে...'

এরপর কানে ভেসে আসে আকাশলীনার কণ্ঠস্বর। ফিসফিসে, হিসহিসে শীতল কণ্ঠস্বর। খুব নিচু সুরে অপার্থিব কোন মন্ত্র আউরায় সে। একটানা, অবিরাম।

'... এবং আমি লীমা... জগতের প্রাচীনতম অন্ধকার শক্তি ত্যাগ করছি নিজের অমরত্ব। ত্যাগ করছি ভালোবাসা ও জন্মান্তরের নামে... ত্যাগ করছি নিজের প্রিয়তম থিওর কারণে... ত্যাগ করছি সাধারণ মানবীয় জীবনের প্রত্যাশায় যা হবে কেবলই আমাদের দুজনার। আমি লীমা, জগতের প্রথম শায়াতিন বেছে নিচ্ছি সেই নশ্বর জীবন, যে জীবনে হানা দেয় মৃত্যু। এবং নিজের অমর জীবনের সুধা উৎসর্গ করছি আমি প্রিয়তম থিওর নামে, যেন মৃত্যুকে পরাজয় করে ফিরে আসে যে আমার বাহুডোরে...

আয়ান শুনেছিল- আয়ান কিংবা থিও, প্রাচীন অন্ধকার শক্তির জন্মান্তরের আকাঙ্খিত প্রিয়তম। শুনতে শুনতে আরামদায়ক একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল তাঁর হিমশীতল মৃতদেহে। জমাট বাঁধা রক্তেরা আবারও তরল হয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল শিরা-উপশিরায়, ধমনী গুলো প্রসারিত হতে শুরু করেছিল উষ্ণ রক্তের আহবানে। আস্তে... খুব আস্তে পুনরায় স্পন্দিত হতে শুরু করেছিল জমাট হৃৎপিন্ড। জেগে উঠতে শুরু করেছিল শরীরের প্রতিটি কোষ।

এরপর আর আয়ানের কিছু মনে নেই। এরপরের স্মৃতি শুণ্য।

কেবল দেখতে পেয়েছিল চোখ বোজার আগে এক অপার্থিব দৃশ্য। দেখতে পেয়েছিল যে গভীর মমতায় তাঁর মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে একটি মুখ, যে মুখে মিলেমিশে রয়েছে লীমা-সেফ্রেন-ইউমেলিইয়া-আনাইদা-জেনিফার এবং এমন আর শত শত জন্মের প্রেমিকারা। মিলেমিশে তৈরি করেছে একটি চেহারা... আকাশলীনার চেহারা। আর সেই চেহারা পরম মমতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে তাকে।

'ঘুমাও আমার, প্রিয়তম। ঘুমাও। আজ থেকে অন্ধকার সরে গিয়ে প্রজ্বলিত হবে নতুন দিনের সূর্য। এরপর যে জীবন হবে, সে কেবলই তোমার আর আমার। প্রকৃতি আর নিয়তিকে পরাজিত করেছি আমরা। অবশেষে সৃষ্টির প্রাচীনতম পথ পাড়ি দিয়ে এখন আমরা দুজন দুজনার...'

BanglaBook.org

আয়ানের ভুলও হতে পারে, কিন্তু এখনো মনে হয় সেদিন সেই মুহূর্তে আকাশলীনার কোন শরীর দেখতে পায়নি সে। কেবল দেখেছিল একটি মুখ আর অনেক অনেকটা অন্ধকার ধোঁয়াশা। যে ধোঁয়াশা ক্রমশ রূপ নিচ্ছিল একটি অবয়বে... প্রভুর অবয়বে! যে প্রভুর সামনে জন্মান্তরের ওয়াদা করে আত্মহত্যা করেছিল তারা নিজেদের প্রথম জনমে, থিও ও লীমা রূপে।

আয়ানের ভুলও হতে পারে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল লীমাই প্রভু আর প্রভুই লীমা। প্রভুই আকাশলীনা আর আকাশলীনাই প্রভু।

আয়ানের ভুলও হতে পারে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল তাদের সেই আরাধ্য প্রভু মিলেমিশে গিয়েছেন আকাশলীনার অবয়বে! তারা দুজনে মিলে এখন এক... একক সত্ত্বা!

৩) ..... জেনিফার রিচার্ডের ডায়রি

১৮ জানুয়ারি, বুধবার

প্রায় দুশো বছর আগের কোন একটা সময়

অবশেষে হয়তো আমরা পৌঁছাতে চলেছি আমাদের লক্ষ্যে। আমি আর বাবা। এখন আর আমাদের শ্বেতাঙ্গ রুপে চেনার প্রায় কোন উপায়ই নেই। ৬ বছরের দীর্ঘ যাত্রায় দুজনেরই চামড়ার রঙ জ্বলে গিয়েছে। কেবল নীল চোখ আর পরনের বেশভূষা জানান দেয় যে এখনো আমরা রাণীর রাজত্বের নাগরিক।

কিন্তু পরিশ্রম সফল হয়েছে। আমার ধারণা আমরা পৌঁছাতে পেরেছি আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে। হ্যাঁ, আমরা খুঁজে পেয়েছি দেবদেবীদের সেই প্রাচীন মন্দির। যে মন্দিরের পুরোহিত তেরো জন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ পুরুষ এবং যেখানে প্রবেশাধিকার নেই কোন সাধারণ মানুষের। কথিত আছে যে এখানেই পরম গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষিত আছে সেই ভয়াল পুস্তক, যা শত শত বছর যাবত খুঁজে চলেছেন অভিযাত্রীরা। জীবন ও মৃত্যুর সকল রহস্য ধারণকারী সেই পুস্তক, যাতে লিপিবদ্ধ আছে সৃষ্টির প্রথম খলনায়কের কথা।

শায়াতিন... এক ও অনন্য!

এবং জীবন ও মৃত্যুর এই পুস্তক ধারণ করে আছে তাঁর সমস্ত ইতিহাস, তাঁর সমস্ত সত্য! আমার এখনো মনে আছে বাবা আমাকে কী বলেছিলেন পুস্তকটির ব্যাপারে সর্ব

BanglaBook.org

প্রথম। বাবা বলেছিলেন- "এই সেই পুস্তক, যার সত্যটা প্রকাশিত হলে মিথ্যে হয়ে যাবে পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ। আর তাই একে সংরক্ষিত করা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। যেন কখনোই জনসম্মুখে প্রকাশিত হতে না পারে এর ভয়াল স্বরূপ।"

'এতই ভয়াল যখন, একে ধ্বংস করে কেন দেয়া হয় না?'

'কারণ একে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারো নেই... কারোর না! জনশ্রুতি আছে যে মানুষের চর্মে লিখিত এই পুস্তক রচনা করেছেন শায়াতিন স্বয়ং, পৃথিবীর আদিতম খলনায়ক। সৃষ্টির শুরু থেকে ছিল এর অস্তিত্ব আর থাকবে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। একে ধ্বংস করা যায় না, এর বিনাশ নেই। আগুনে পোড়ে না, পানিতে ভেজে না, একে ছেঁড়া যায় না, কাটা যায় না... কিছুই করা যায় না।'

'... আর তাই যুগ থেকে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দি এটা ঘুরছে মানুষের হাতে হাতে... ঘুরছে পরম গোপনীয়তার সাথে...'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।' বলেছিল বাবা। 'সকলে একে পড়তে পারবে না, কাজে লাগাতে পারবে না এর অসীম ক্ষমতা... যদি আদৌ কোন ক্ষমতা থেকে থাকে। কিন্তু এটা নিয়ে ভীতি ও শঙ্কা চলে আসছে সহস্র সহস্র বছর যাবত। প্রায় প্রতিটি সভ্যতার হাতেই কখনো না কখনো ঘুরেছে এই পুস্তক, সংরক্ষিত হয়েছে পরম সতর্কতার সাথে, এরপর কালের পরিক্রমায় গিয়ে পড়েছে অন্য কোন সভ্যতায় অন্য কোন মানুষদের হাতে। এভাবেই নিজের পথ নিজে খুঁজে নিয়েছে সে...'

সেদিনের সেই রাতেই জীবন ও মৃত্যুর সকল রহস্য ধারণকারী এই পুস্তক হয়ে উঠেছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান। জীবন ও মৃত্যুর পুস্তক- আমি যাকে বলি "দ্যা বুক অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ"। যে পুস্তক মুমূর্ষুকে করতে পারে জীবনদান, মৃতকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে ধরাধামে। সকল রহস্য লিপিবদ্ধ আছে মানুষের চামড়ায় তৈরি সেই পুস্তকে, কথিত আছে যা রচনা করেছিলেন শায়াতিন স্বয়ং... রচনা করেছিলেন নিজ হাতে!

স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনের মূল্যবান তেইশটি বছর বাবা ব্যয় করেছেন এই পুস্তকের সন্ধানে এবং আমার মাঝেও সঞ্চারিত করেছেন তাঁর তৃষ্ণা। এবং অবশেষে পেয়েছি আমরা সেই পরাম আরাধ্য পুস্তকের খোঁজ। হ্যাঁ... আমরা পেয়েছি। ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় দীর্ঘ ছয় বছরের অনুসন্ধানের পর আমরা খুঁজে পেয়েছি পুস্তকের বর্তমান অবস্থান, যা সম্ভব হয়েছে কেবলই ওপর মহলে বাবার যোগাযোগ ও প্রতিপত্তির কারণে...

BanglaBook.org

দীর্ঘ ছয় বছরের অভিযানে আমাদের অর্থ-সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত, বাবা দুবার ম্যালেরিয়ার কবলে অনেকটাই দুর্বল স্বাস্থ্যের হয়ে গিয়েছেন। বছর খানেক হলো আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচারিকা নেই, শেষ নতুন পোশাক কিনতে পেরেছিলাম দুই বছর আগে কলকাতার ব্রিটিশ কলোনি থেকে। আমি জানি না এরপর কী হবে যদি পুস্তকটি আমরা সংগ্রহ করতে না পারি। আমি জানি না কী হবে যদি পুস্তকটি আদতেই এই মন্দিরের হেফাজতে থেকে না থাকে।

যদিও আমি নিশ্চিত আছে। বাবা ও আমি উভয়েই এই বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত যে ভয়াল সেই পুস্তকটি সংরক্ষিত আছে এই প্রাচীন মন্দিরেই আর একে প্রহরা দিচ্ছেন তেরো জন ব্রহ্মচারী পুরোহিত। তারা পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত। যুগ যুগ যাবত এই অমূল্য পুস্ড়কের রক্ষনাবেক্ষন তারা করে চলেছেন, করছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাবত। পুস্তকের নিরাপত্তা নিশ্ছদ্র করতেই তাঁদের কঠিন ব্রহ্মচারী ব্রত পালন...

এখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি মহারাজের শিকার মহলে। বাবার একজন বন্ধু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ জেনারেল হবার সুবাদে এই কালো চামড়ার মানুষের দেশে আমরা পেয়েছি অবাধ বিচরণ অধিকার। রাণীর নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত অঞ্চলেই আমরা পেয়েছি পর্যাপ্ত সম্মান ও সুবিধা। এখানেও এত ব্যত্যয় হয়নি। বাবার বন্ধু আমাদের সাথে দিয়েছেন স্বহস্তে রচিত নির্দেশ নামা, যাতে তার সিলমোহর অংকিত। দিয়েছেন নিজ সেনাবাহিনীর দুজন সৈন্যকেও, যেন নিশ্ছিদ্র হয় আমাদের নিরাপত্তা। মহলে পৌঁছাবার পর চাকর বাকরদের একটা বড় অংশকে বাবা বিদায় করে দিয়েছেন, প্রয়োজনীয় কয়েকজনকে রেখে। এখন আর এখানে ভিড় চাইনা আমরা। লম্বা যাত্রা পথের সমাপ্তি ঘটেছে। আর এত চাকর প্রয়োজন নেই।

... মহারাজের শিকার মহলটি অসাধারণ সুন্দর। আমরা এখানে পৌঁছেছি মাত্র দুদিন, ইতিমধ্যেই স্থানটির প্রেমে পড়ে গিয়েছি আমি। জঙ্গলের মাঝে সুনসান একটা মহল যার চারদিকে পরিখা কাটা যেন হিংস্র জানোয়ারেরা প্রবেশ করতে না পারে। দোতলা ছিমছাম একটা বাগানবাড়ি, খুব বড় নয় আবার খুব একটা ছোটও বলা চলবে না। বাঘ শিকারের জন্য মাচা বাঁধা আছে, যেখানে রাজকীয় প্রহরীরা পাহারায় নিযুক্ত। তাঁদের দাবী, কদিন যাবত এই অঞ্চলে হুট করে বাঘের উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে।

কথা হয়তো সত্য, কারণ গত দুটো রাতই বাঘের গর্জনে চোখের পাতা এক করতে পারিনি। যদিও আমাদের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে দোতলার সবচাইতে বিশেষ কামরাগুলোতে, ঘরের বাইরে নিযুক্ত আছে মহারাজের প্রহরীর দল। কিন্তু আমার

BanglaBook.org

কেবলই মনে হয়েছে শিকার মহলটি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে একদল হিংস্র শ্বাপদ। যেন তারা বুঝতে পেরেছে... কোনভাবে বুঝতে পেরেছে যে এখানে নতুন মানুষ এসেছে। এবং সেই নতুন মানুষেরা এই মাটির নয় মোটেও!

বাঘগুলো হয়তো আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছে, আমি চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত। মহারাজের ব্যাপারেও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তিনি যদি বুঝে ফেলেন আমাদের উৎসর্গ কী? তিনি যদি ঘুরনাক্ষরেও টের পান যে আমরা কী করতে এসেছি, তাহলে কী হবে? শুনেছি মন্দিরটি অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান। সেই পবিত্র স্থানে আমাদের গমন কি সহজভাবে মেনে নিতে পারবেন মহারাজ?

জানিনা... !

তবে এটুকু নিশ্চিত জানি যে মহারাজের লোকজনের সহায়তা ব্যতীত এই গহীন অরণ্য থেকে লোকালয়ে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ভাবেই নয়। এমনকি জেনারেলের নিযুক্ত দুই সৈন্যের পক্ষেও এটা নিতান্তই অসম্ভব! যদিও তারা এখনো জানেন না আমাদের মূল উদ্দেশ্য...

... আমি ঘুমাতে পারছি না। মহলের চারদিকে ক্ষুধার্ত ও ক্রোধান্বিত বাঘের হুংকার শুনতে পাচ্ছি... আমি ঘুমাতে পারছি না। ভয়ে, উত্তেজনায়। কারণ আগামীকাল হতে চলেছে একটি বিশেষ দিন। আগামীকাল পরম আকাঙ্খিত সেই পুস্তকের দিকে নিজেদের প্রথম হাত বাড়াব আমরা...

জানিনা কীভাবে আর কোন উপায়ে সম্ভব হবে। কিন্তু উক্ত পুস্তকটি আমাদের চাই-ই চাই। "দ্যা বুক অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ"-

জীবনে ও মৃত্যুর সেই পুস্তক, যা রচনা করেছিলেন শায়াতিন স্বয়ং!

৪) ..... সকাল হবার পরেও মিলিয়ে যায় না লীনার চেহারার মলিনতা। আর দশটা বাঙালি নারীর মতই সকাল সকাল কোমরে শাড়ির আচল গুজে পরোটা ভাজে সে। চিকন করে কেটে আলুভাজি করে, সাথে বেশি করে কাঁচামরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে ডিমের অমলেট। সকালের রোদ খেলা করে রান্নাঘরে, খেলা করে তাঁর চোখমুখে। সেই নরম আলোয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুখে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন এক ছোট্ট শহরে এখন তাদের নিবাস। রাজধানীর কোলাহল থেকে অনেক অনেক দূরে, পরিচিত মানুষদের নজরের সীমানা এড়িয়ে। আয়ান নিজেই পছন্দ করেছিল একদম ছোট্ট আর ছিমছাম এই শহরটিকে, পছন্দ

BanglaBook.org

করেছিল স্বপ্নের সংসার পাতার জন্য। এখানে জীবন শান্তির আর সহজ। আয়ান এখন শহর থেকে একটু দূরে একটা রিসোর্টে চাকরি করে, সাথে শৌখিন ফটোগ্রাফি। ব্যাস, এতেই চলে যায় সংসার। এইসব ছোট্ট শহরে জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দেয়ার জন্য আহামরি আয়োজনের প্রয়োজন নেই।

তাদের বাড়িটাও এখানে অন্যরকম সুন্দর। শহরের এক কোণে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি, ওপরে লাল টালির ছাদ। দুটি বড় বড় কামরা, একটা ছিমছাম বসার ঘর কাম ডাইনিং রুম, রান্নাঘর আর বাড়ির চারদিকে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা। দুই একটা মেহগনি গাছ আছে, আর বাকি জায়গাটা জুড়ে লীনা শখের বাগান করেছে। ফুলগাছ দিয়ে ভরে রাখা, ফাঁকে ফাঁকে শাক সবজির চাষ। দিন শেষে বাড়ি ফিরে নিত্যদিনই দেখে যে পরম মমতায় বাগানের যত্ন করছে মেয়েটা।

গল্প-উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা ছবির মত সাজানো একটা জীবন। প্রযুক্তির ঝনঝনানি নেই, বিত্তের রমরমা নেই, শহুরে জীবনের আকর্ষণীয় চাকচিক্যের কিছুই নেই। এমন এক জীবন, যে জীবনের কল্পনা আয়ান কখনোই করেনি। কখনো ভেবেও দেখেনি এমন একটা পৃথিবীতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে কেমন লাগবে...

মাঝে মাঝে নিজেরও মনে হয়- আচ্ছা, সে কি শহুরে জীবনকে মিস করে? রাজধানীতে নিজের বিলাসী আর চাকচিক্য ভরা জীবনকে মিস করে? কে জানে, করে হয়তো! কিন্তু এতটা পথ পাড়ি দেয়ার পর এখন অনেক কিছু অস্পষ্ট আর হাস্যকর লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে নিজের জন্মান্তরের স্মৃতিকেও অস্পষ্ট লাগে। মনে হয় একটা সিনেমা দেখেছিল বুঝি, তাঁরই কিছু টুকরো টুকরো দৃশ্য রয়ে গিয়েছে মস্তিষ্কের মাঝে। এগুলোকে নিজের ভাবতে কষ্ট হয়, নিজের জীবনের ভাবতে কষ্ট হয়। দিনের আলোতে নিজেদের সহজ স্বাভাবিক জীবনে বসে প্রায়ই মিথ্যে মনে হয় জন্মান্তরের সেই যাত্রা। প্রায়ই মনে হয় যে এমন কিছুই ঘটেনি, সহস্র বছরের জন্মান্তরের পথ পাড়ি দেয়া হয়নি। জীবনটা এখন এতটাই সহজ আর স্বাভাবিক যে অতীতকেও অবাস্তব মনে হয় প্রায়ই!

শুধু একটি সময় বাদে...

সেই সময়, যখন লীনার সাথে মিলিত হয় সে। যখন দুজনের ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয় শরীরের বিন্দুতে, তখন প্রবলভাবে ফিরে আসে সেই অনুভবগুলো। পূর্ববর্তী জীবনগুলোতে নিজের অস্তিত্বগুলোর তীব্র আবেগ,

BanglaBook.org

ভালোবাসা, স্মৃতি তখন ফিরে আসে খুব সহজে। প্রবাহিত হয় নিজের রোম রোমে। থিও হয়ে লীমাকে তখন আদর করে সে, আদর করে পৃথিবীর আদিমতম পুরুষ হয়ে। মানেথোর রুপে নিজেকে উৎসর্গিত করে প্রেমিকার অস্তিত্বে। আক্সিওকাস বা জিনান, আহদ বা সোলেস, হামিস বা জনাথন... শত শত রুপে শত শতবার এই একটি নারীকেই ভালোবাসার অভিজ্ঞতা। এই একজন মাত্র নারীর মাঝেই নিজেকে উৎসর্গ করার তীব্র আবেগ। এই একজন নারীর কারণেই নিজেকে নিঃশেষিত করার স্মৃতি...

ফিরে ফিরে আসে, অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুতে ফিরে ফিরে আসে জন্মান্তরের সকল স্মৃতি, যখন ভালোবাসে সে লীনাকে। লীনা কিংবা আকাশলীনা। একজন পিশাচী, জন্মান্তরের যাত্রায় যার এবারের জন্ম মানবীর রূপে নয়। বরং অমর এক পিশাচীর রূপে! 'তুমি এত ভেবো না তো... কিচ্ছু হয়নি।' স্ত্রীকে নরম সুরে বলে আয়ান। "স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। তোমার শরীরটা খারাপ তো, এইকারণে এমন হচ্ছে।'

'নিউজ দেখেছো? কাল রাতে মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা কমার্শিয়াল প্লেন ক্রাশ করেছে। ২৪৯ জন যাত্রী আর ক্রু ছিল। সবাই মৃত। স্পট ডেড। কখন করেছে জানো? বাংলাদেশ সময় রাত ৩ টা।' যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার, কিন্তু মেরুদন্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় আয়ানের। কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, সে জানে সত্যটা কী। তারা দুজনেই জানে। তারা জানে যে এগুলো কোন স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়, বরং এগুলোর সাথে লীনার কোন না কোন রহস্যময় একটা সম্পর্ক আছেই!

যখন যখন লীনার মানসিক অবস্থা এলোমেলো হচ্ছে- সে কোন কারণে ভয় পাচ্ছে, বিষন্ন হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে- তখন তখন একটা না একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছেই ঘটছে। এমন দুর্ঘটনা, যেগুলোর সাথে মানুষের মৃত্যু জড়িত। বিশাল আকারের ভূমিকম্প হচ্ছে, সড়ক দুর্ঘটনা, প্লেন ক্রাশ, ঘূর্ণিঝড় ... মোট কথা এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটছে যা ঘটার কথা ছিল না। তবে একটি মিল সব ক্ষেত্রেই থাকছে, আচমকা সেই অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ মানুষ!

'সব আমার দোষ। সব!' বিড়বিড় করে লীনা। 'আমার মাঝেই হোক একটা সমস্যা আছে, আয়ান।'

'এসব কথা চিন্তাও কোরো না। পৃথিবীতে তোমার আগেও এইসব ঘটনা ঘটতো, ঘটতো না বলো? তখন কি এগুলোর জন্য তুমি দায়ী ছিলে?'

BanglaBook.org

'হয়তো ছিলাম! কত শত শতবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি আমি। একটানা, ক্রমাগত জন্মগ্রহণ করেছি। হয়তো কোনদিন বুঝতেও পারিনি যে এই ঘটনাগুলোর অন্তরালে দায়ী আমার নিজের অস্তিত্ব!'

'এসব পাগলের প্রলাপ, লীনা!'

'তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই তো পাগলের প্রলাপ। তাই না বলো? এই যে আমরা খুব সাধারণ দুজন মানুষের মত জীবন যাপন করছি, সংসার করছি- এইটুকুই কি আমাদের সত্য?' 'না, আমিও জানি এইটুকুই আমাদের সত্য নয়। কিন্তু লীনা, এটাও তো ঠিক যে এটা আমাদের নতুন জীবন। এই জন্মে এটাই আমাদের লাইফস্টাইল। আর এটাই তো আমরা সবসময়ে চেয়েছি, পরস্পরের হাত ধরে একটা শান্তির জীবন আর একসাথেই শান্তিতে মরে যাওয়া। ফাইনালি যখন সেই জীবনটিই আমরা ছিনিয়ে এনেছি এত দীর্ঘ যাত্রার পর, তখন আর পেছনের কথা ভেবে কী লাভ বলো?' আরও অন্ধকার ছায়া ঘনায় লীনার চোখেমুখে। 'যদি এই জন্মের কথাই বললে, প্রিয়তম... তাহলে বলি, আমাদের জীবনও কি স্বাভাবিক? তোমার জন্য হয়তো স্বাভাবিক, তুমি জন্মগ্রহণ করেছো একজন মানব রুপে। কিন্তু আমি? আমি কী বলো? আমি একটা দানবী, একটা পিশাচী... আমি তো মানুষ নই, প্রিয়তম। আমি তো মানুষ নই!'

'এটা ভুল! তুমি এখন মানুষ! আমাকে জীবন দান করতে গিয়ে তুমি নিজের অমরত্ব বিসর্জন দিয়েছো, আমাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে তুমি নিজের পৈশাচিক ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ নারীর জীবন বেছে নিয়েছো। নাওনি বলো? সেদিনের সেই রাতে আমার মৃত্যু আমাদের জন্য সাপে বর হয়েছিল। আমার মানব জন্ম আর তোমার পৈশাচিক সত্ত্বা মিলেমিশে দুটি সাধারণ মানব জীবন হয়ে গিয়েছে। হয়নি বলো? বিগত বছরগুলোতে কি আমরা সুখে ছিলাম না?'

স্বামী বুকে মুখ গোঁজে লীনা। 'আর আমি এভাবেই থাকতে চাই। আমি চাই না বিশেষ হতে, বিশ্বাস করো আমি চাই না! আমি পিশাচীর অমর জীবন চাই না, তোমার সাথে সাধারণ মানবীর জীবন চাই। কিন্তু আমার ভয় হয়, প্রিয়তম। প্রকৃতি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে? যে ঐশ্বরিক নিয়তি আর মহাকালকে পরাজিত করে আমরা জন্মান্তরের পথ পাড়ি দিয়েছি, তারা এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে? ওরা মেনে নেবে আমাদের মিলন?'

'আমরা তো নিজেদের ভাগ্য নিজেরা ছিনিয়ে এনেছি, আনিনি বলো?'

BanglaBook.org

'আমি জানি না... আমার শুধু ভয় হয়... আমার ভয় হয় যে একদিন এমন কিছু একটা ঘটবে যে আমি-তুমি আবারও পৃথক হয়ে যাব। প্রকৃতি, নিয়তি আর মহাকাল নেবে নিজেদের প্রতিশোধ। আবারও বিচ্ছিন্ন হবো আমরা, আবারও...'

'এসব আর ভেবো না তো!' বাঁধা দেয় আয়ান। 'জীবন এখন, জীবন এই মুহূর্তে। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বাস আসবে, আস্থাও আসবে। তোমার কেবল নিজেকে সময় দিতে হবে, আমাদের সম্পর্ককে সময় দিতে হবে। কেমন? তুমি এখন একজন স্বাভাবিক মানুষ, লীনা। অন্য ভুবনের কোন পিশাচী নও, কোন আদিভৌতিক জানোয়ার নও। তুমি মানুষ! এবং ...'

বলে বটে, কিন্তু নিজের কানেই ফাঁকা বুলির মতন শোনায় কথাগুলো। কারণ আয়ান জানে, এসব একটা কথাও সত্যি নয়। হ্যাঁ, নিজের পিশাচ সত্ত্বাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে লীনা একজন স্বাভাবিক নারীর জীবন-যাপন করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর ভয়াবহ অস্তিত্বের কিছুই মিথ্যে হয়ে যায় না। আয়ান জানে, খুব ভালো মতই জানে যে সঠিক সময়ে নিজের ভয়াল রুপে আবারও আত্মপ্রকাশ করবে মেয়েটা। সে চাইলেও করবে, না চাইলেও করবে। আর তখন, পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। তাঁকে পরাজিত করার শক্তি যদি প্রকৃতির থেকে না থাকে তো কারো নেই! প্রকৃতি, নিয়তি, মহাকালের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সে এমন এক শক্তি যা কারো নিয়ন্ত্রনাধীন নয়।

আয়ান জানে, আয়ান অনুভব করে। কারণ সেই শক্তির উত্তাপে সে জীবন হারিয়েছিল।

আয়ান নিশ্চিত জানে, কারণ তাঁর চাইতে অধিক এই মেয়েটিকে আর কেউ চেনে না।

আয়ান এটাই একমাত্র সত্য রুপে মানে, কারণ বিগত কিছু বছরে কখনোই সে হিসাব রাখতে ভুল করেনি। প্রতিটি খবরের পেপার কাটিং, প্রতিটি ঘটনার রেকর্ড সে রেখেছে। খুব গোপনে হলেও রেখেছে। যখন যখন লীনার জীবনে বিপর্যয়ের কিছু ঘটেছে, বিপর্যয় নেমেছে পৃথিবীর বুকেও। এমন কিছু না কিছু ঘটেছে, যাতে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ।

আয়ান সেটা জানে, আয়ানের কাছে প্রমাণ আছে।

BanglaBook.org

এবং যখন থেকে লীনা গর্ভবতী, পৃথিবীটার নিয়মটাই যেন বদলে গিয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ-ভূমিকম্প-ঘূর্ণিঝড়-বন্যা-সুনামি সবকিছুই যেন মাত্রা অতিরিক্ত আকার ধারণ করেছে। সড়ক দুর্ঘটনা এই জনবিরল স্থানেও নিত্যদিনের ব্যাপার, পেণ্টন ক্রাশ বা জাহাজ ডুব কিছুরই কমতি নেই। খুন-জখম-রাহাজানি এত বেশি যে মনে হবে পুরো পৃথিবীটা বুঝি একযোগে পাগল হয়ে গিয়েছে।

আর এই সবই লীনা গর্ভবতী হবার পর থেকে। এই সবই লীনা গর্ভবতী হবার কারণে।

এই সবই কেবল আর কেবল লীনার কারণে!

সে, আকাশলীনা। প্রকৃতি, নিয়ত আর মহাকালের অবাধ্য এক পিশাচী।

৫) ..... 'আয়ান, শোনো...' গভীর দৃষ্টিতে স্বামীর চোখে চোখ রেখেছিল লীনা। 'আমরা মাতা-পিতা হতে চলেছি, আয়ান। তুমি বাবা হবে, আমি মা... আমি প্রেগন্যান্ট, আয়ান! এবং ঠিক ১৮ মাস পর পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হবে আমাদের সন্তান!'

'১৮ মাস?!!! ১৮ মাস লাগবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, প্রিয়তম... আমি কে! আমি তো মানুষ নই তোমার মত... তোমাদের মত!'

'কিন্তু... কিন্তু আমাদের সন্তান যদি মানুষ না হয়?'

'হবে। তুমি তার পিতা, একজন অসাধারণ মানুষ... আমাদের সন্তান অবশ্যই মানুষ হবে। অবশ্যই!'

এরপর আর কথা বাড়ায়নি আয়ান, এরপর আর কথা বাড়ানো যায় না। কিন্তু হ্যাঁ, সেই থেকে মনের মাঝে যে আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে, সেটা আর কখনোই নেভেনি। হ্যাঁ, লীনাকে সে ভালোবাসে। অসম্ভব ভালোবাসে। কিন্তু লীনা যে একজন পিশাচী! যদি স্বাভাবিক মানুষের মতন নশ্বর জীবন যাপন করুক, তার সেই পরিচয়টা কি মুছে ফেলা সম্ভব? এটা কি অস্বীকার করা সম্ভব যে লীনার জন্ম হয়েছিল একজন পিশাচী রূপে? সম্ভব নয়! আর নয় বলেই বিগত নয়টি মাস কেবলই নিজের মাঝে মাথা কুটে কুটে মরেছে আয়ান। সে এখন আর কেবল প্রেমিক নেই, বরং একজন

BanglaBook.org

পিতা। আর একজন পিতার সবচাইতে বড় দুশ্চিন্তা যা হবার কথা, তারও সেটাই। সন্তান... নিজের ঔরসে জন্ম নেয়া সন্তান।

কী হবে, যদি অনাগত শিশুটি তার মায়ের সকল ভয়াবহতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে? কী হবে, যদি শিশুটি একজন মানব সন্তান হবার পরিবর্তে জন্মগ্রহণ করে মায়ের মতই পিশাচ রূপে? সে কি মেনে নিতে পারবে তখন... মেনে নিতে পারবে? বাগানে কাজ করছে লীনা। নিজের গতিতে, নিজের ছন্দে। এই মেয়েটির সবকিছুই অতি অতি সাধারণ এখন। সাধারণ আটপৌরে চেহারা, এদেশের ঘরে ঘরে খুঁজলে মিলবে এমন অনেক নারী। ত্বকের রঙটা শ্যামবর্ণ, কেবল চোখগুলো সবুজ। সত্যিকারের পানার মত ঝকঝকে সবুজ এক জোড়া চোখ, যেগুলো সবসময়েই হাসে। কিন্তু হ্যাঁ, এই চোখগুলোই যখন কোন কারণে ধক করে ওঠে, এই পৃথিবীর ওপরে কিছু না কিছু নিশ্চিত নেমে আসে। আর সেই কিছুটা হয় অত্যন্তই ভয়াবহ কিছু একটা!

এইটুকুন বাদ দিলে সে অতি সাধারণ এক নারী!

বরং বলা ভালো, সাধারণের চাইতেও সাধারণ এক নারী। সে চুপচাপ ব্যস্ত থাকে নিজের ঘরকন্যা নিয়ে। বাজার করে দরাদরি করে, কাপড় ধোয়, টেলিভিশন দেখে। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে খুব শখ করে স্বামীর জন্য তিনবেলা রাঁধে সে, আদর করে মেহমানদারি করে। অতি সাধারণ বাঙালি বধূর মত সপ্তাহ শেষে স্বামীর হাত ধরেই বেড়াতে যায়, ঝগড়া করে গাল ফুলিয়ে কথা না বলে থাকে।

কোন আবদার নেই, কোন অযৌক্তিক কথাবার্তা নেই। খুনসুটি আর মান অভিমান আছে বটে, আছে ছিমছাম ঘরদোর আর ছোট্ট সাজানো একটা জীবন। তবুও...

তবুও জানেন না কেন মনের মাঝে একটা অজানা শঙ্কা আজকাল ঘুরপাক খায়ই খায়। একটা অস্বস্তি, একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা। হ্যাঁ, আয়ান ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসার মেয়েটিকে নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসে সে। কিন্তু অজানা অমঙ্গলের আশংকা থেকেও যে মুক্ত হতে পারে না!

কেবলই মনে হয় কিন্তু একটা ঘটবে... সামনে কোন একটা অন্ধকার আসন্ন...

কেবলই মনে হয় জীবনটা যত সহজ আর সুন্দর এখন, ততটাই কঠিন আর জটিল হতে চলেছে!

BanglaBook.org

কিন্তু এটা কী? কেবলই তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সতর্কবার্তা? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির কোন ইশারা? প্রকৃতি তাঁকে সতর্ক করতে চাইছে? তাঁকে জানিয়ে দিতে চাইছে কোন আগাম কোন দুর্ঘটনার অশনি সংকেত? প্রকৃতি কি নিজের শোধ নেয়ার আগে হুঁশিয়ার করতে চাইছে?

আয়ান কখনোই এসব শংকার কথা লীনাকে জানায় না, জানাতে চায়ও না। লীনা এখন বড় বেশি সাধারণ, বড় বেশি আটপৌরে। গর্ভাবস্থার অর্ধেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে, শরীরটা এখন ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছে। প্রায় কিছুই সে খায় না আজকাল, দিনের একটা বড় অংশ নিস্তেজ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে।

'ভাইয়া, পেপার বিল!'

হকারের ডাকে সংবিত ফেরে। ছুটির দিনের সকাল, হকার বিল নিতে আসতেই পারে। কিন্তু মাসের এই ২০ তারিখে কীসের বিল?

'এতদিন পর বিলে নিতে আসছো?' টাকা বের করতে করতে হালকা সুরেই প্রশ্ন করে আয়ান। 'তোমার ভাবীর কাছে বিলের টাকা কবে দিয়ে রেখেছি, নাওনি কেন?'

হকার ছেলেটার মুখ মুহূর্তের মাঝেই ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বাংলায় যাকে বলে শুকিয়ে আমসি! কয়েকবার আড়চোখে বাগানের দিকে তাকায়, যেখানে লীনা কাজ করছে।

'থাক না, ভাইয়া। আপনের কাছ থেইকাই বিল নিমুনে। আপনে বাসায় না থাকলে আসার দরকার কী!'

কথা বাড়ায় না আয়ান, চলে যায় ছেলেটা। এই আরেকটা অদ্ভুত জিনিস, কেন যেন কেউ লীনাকে পছন্দ করে না খুব একটা। কেউ কেউ রীতিমত ভয়ও পায়। অথচ লীনা কিন্তু সকলের সাথেই প্রয়োজনের চাইতে অধিক ভালো ব্যবহার করে। কারো অসুখ বিসুখ হয়েছে বা বাড়িতে কোন বিপদ? সবার আগে লীনাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কাজের মানুষদের সাথে তো মেয়েটা এতই আন্তরিক যেন নিজের আত্মীয় স্বজন। পাড়া প্রতিবেশীদের সবার জন্য জান দিয়ে দেয়া টাইপের। মেহমান এলে তার মত মেহমানদারি সম্ভবত কেউ করতে জানে না।

কিন্তু না। এত কিছু করেও, এত চেষ্টার পরও কোন একটা অজানা কারণে কেউ লীনাকে পছন্দ করে না! সকলের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছে আয়ান যে শুকনো মুখে দায়সারা ভাবে সামাজিকতা সারতে। পাড়ার মহিলারা হোক বা এখানে কর্মসূত্রে

BanglaBook.org

পরিচিতজনেরা- কারো সাথেই লীনার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। লীনা যে সবাইকে ভালোবাসে, সেটাও বরং তাঁদের জন্য অস্বস্তিকর মনে হয়। পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে সবাই।

এই যে হকার ছেলেটা, সবসময়েই তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছে লীনা। ঈদে-চাদে মোটা অংকের বখসিস, এমনকি জামা-কাপড়ও নিজ হাতে দেয়। অথচ সবসময়েই মনে হয় লীনাকে মারাত্মক ভয় পায় সে। হ্যাঁ, সত্যিই মনে হয় যে ভয় পায়। এড়িয়ে চলতে তো চায় বটেই, আয়ানের উপস্থিতিতে কখনোই লীনার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতে রাজি নয়। এমনকি আয়ান লক্ষ্য করেছে যে লীনার কাছ থেকে কিছু নেয়ার সময়েও হাত কাঁপে ছেলেটির। ঠিক যেভাবে কোন কাজের মেয়ে রাখলে তাদের কাঁপে।

কিন্তু সমস্যাটি কী? কেন এমন করে তারা? অনেক ভেবেও বের করতে পারেনি আয়ান। তবে হ্যাঁ, এই বাড়িতে কোন কুকুর-বেড়ালও পোষা যায় না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, প্রানী গুলো খুবই বিচিত্র আচরণ করেছে প্রতিবারই। ঘাড়ের রোম খাড়া করিয়ে গড়গড় আওয়াজ করেছে, এক পর্যায়ে বাড়ি ছেড়েই নিরুদ্দেশ হয়েছে। প্রথম কুকুরটিকে চেইন দিয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিল আয়ান এবং সেটার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। কুকুরটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। নিজের হাতেই তাকে হত্যা করতে হয়েছিল সেবার...

প্রতিবারই প্রাণীগুলোর জন্য লীনা কেঁদেছে, অঝোরে কেঁদেছে। এক পর্যায়ে নিজেই বলেছে যে আর আনার দরকার নেই, কোন প্রয়োজন নেই প্রাণীগুলোকে কষ্ট দেয়ার। আয়ান কখনোই বুঝতে পারেনি যে এই মমতাময়ী নারীকে কেন কেউ পছন্দ করে না। মানুষ দূরে থাক, কোন প্রানী পর্যন্ত করে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়ান। কেন যে কেউ মেয়েটাকে পছন্দ করে না, সেটা বোধহয় আজকাল একটু হলেও বুঝতে পারে। মেয়েটার জীবনসঙ্গী হয়েও যে চাপা অস্বস্তি সে সারাক্ষণ অনুভব করে, বাইরের মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভবত সেটা আরও বেশি প্রবল।

চাপা অস্বস্তি, শঙ্কা, ভয়।

এক রকমের বিচিত্র অজানা আতঙ্ক!

BanglaBook.org

৬) ..... জেনিফার রিচার্ডের ডায়রি

২১ জানুয়ারি, বুধবার

প্রায় দুশো বছর আগের কোন একটা সময়

আমি জানিনা আজকের এই দিনটিকে কীভাবে লিখবো। কীভাবে লিখলে আসলেই প্রকাশ পাবে আমার অনুভব। কিন্তু কথাগুলো দিনলিপিতে আবদ্ধ করার ভীষণ একটা তাগিদ অনুভব করছি আমার মাঝে। আমি জানি, নিজের মাঝে আমি যা অনুভব করছি এই মুহূর্তে সেটা কখনোই মুছে যাবে না। কিন্তু তারপরও... তারপরও আমি কথাগুলোকে লিখে রাখতে চাই। আমার মৃত্যুর পর কেউ যদি লেখাগুলো খুঁজে পায়, তারা হয়তো জানতে পারবে এমন কিছু সত্য যা কোন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু কথাগুলো সত্য। আমি যা লিখছি তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য সত্য। নিজের মাঝে খুঁজে পাওয়া বিসস্ময়কর এক সত্য, যা হয়তো ব্যাখ্যা করে নিজের দেশ ফেলে রেখে বছরের পর বছর এই কালো মানুষের দেশে যাত্রার কারণ। নিজের মাঝে ভয়াবহ একটা তাগিদ নিয়ে এতকাল ঘুরে বেরিয়েছি আমি এই দেশটির কোণা কোণা। ঘুরে বেরিয়েছি কেবল একটি পুস্তকের সন্ধানে। কিন্তু এখন আমি জানি...

এখন আমি জানি যে কেবল পুস্তক নয়, এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আমার নিয়তি। এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আমার ভাগ্য। এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আমার পূর্ব জন্মের ঘটনাবলি!

আমি জানি, আমার কথাগুলো কারো বিশ্বাস হবে না। সভ্য সমাজে প্রায় সকলেই মনে করেন যে পূর্বজন্ম বলতে কিছু নেই। সবই একটি হাস্যকর ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু আজকের পর থেকে আমি বিশ্বাস করছি, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নিচ্ছি যে পূর্ণজন্ম আছে।

এবং আজ, মহারাজের এই শিকার মহলে আমার সাথে দেখা হয়েছে আমার পূর্বজন্মের সাথীর!

না না না, এই কথাগুলো আমি বাবাকে বলিনি, কাউকে বলিনি, কাউকে না! আর কাউকে বলা সম্ভবও নয়! কিন্তু নিজেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো? আমি কিছুতেই পারছি না স্বাভাবিক থাকতে, কিছুতেই পারছি না নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

BanglaBook.org

প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি মারা যাব। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে মানুষটির কাছে ছুটে যেতে না পারলে আমি মারা যাবো, শরীর ছেড়ে বের হয়ে যাবে আমার প্রানবায়ু...

কীভাবে? কীভাবে আমি নিয়ন্ত্রণ করবো নিজেকে? কীভাবে আমি থাকবো তাকে ছাড়া...

বাবা যদি কাণাক্ষরেও জানতে পারেন, ধরে নেবেন পাগলের প্রলাপ। হয়তো পাগলের প্রলাপই। আমার মন-মস্তিষ্কে এই মুহূর্তে যা চলছে, যেসব চলছে- সেগুলোর সবকিছুই যে কোন সুস্থ মানুষের কাছে পাগলের প্রলাপই মনে হবে কেবল। কিন্তু আমি জানি আমি পাগল নই। আমিই জানি কেবল, একমাত্র আমি আর আমিই অনুভব করেছি সেই অনুভবগুলো। এবং আমার বলতে এতটুকু লজ্জা নেই যে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। হ্যাঁ, আমি আবারও ভালোবেসে ফেলেছি আমার পূর্ব জন্মের সাথীকে। ভালোবেসে ফেলেছি এক দেখাতেই! ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন ব্রহ্মচারী পুরোহিতকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি...

তিনি এসেছিলেন আজ, এসেছিলেন মহারাজের এই শিকার মহলে। মহারাজের লোকেরাই তাঁকে ও তাঁর সাথী পুরোহিতদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিল। সেই মন্দিরের পুরোহিত তাঁরা, যেখানে সংরক্ষিত আছে আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত রহস্যময় পুস্তক। তেরো জন ব্রহ্মচারী পুরোহিত গনের মাঝে একজন তিনি।

আমি জানি, এসবের পেছনে কোথাও না কোথাও হয়তো বাবার প্ল্যান জড়িত। বাবা হয়তো চাইছিলেন তাঁদেরকে সামনা সামনি এক ঝলক দেখে নিতে। তবে তাদেরকে আহবান করে এনেছে মহলের চাকরেরাই। রাতভর হিংস্র শ্বাপদের তর্জন-গর্জনে সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত। অনেকেরই ধারণা যে এগুলো সত্যিকারের বাঘ নয়। কোন খারাপ আত্মা বা ভূত-প্রেত, যা মহলের লোকজনের একটা ক্ষতি করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাই পুরোহিতগনের সহায়তা প্রার্থনা করেছে মহলের কর্মচারীরা। যজ্ঞ হবে, ধর্মীয় প্রার্থনার শক্তিতে সকল খারাপ জিনিসকে মহল হতে দুরীভুত করবেন তারা।

... যজ্ঞের আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এদের দৃষ্টিতে আমরা বিধর্মী, যজ্ঞের মত ধর্মীয় আচারে আমাদের অংশ নেয়া বারণ। আমরা তাই দূর হতেই দেখছিলাম...

বিশাল আগুনের কুন্ড জ্বালানো হয়েছে, তাতে পুড়ছে খাঁটি ঘি ও চন্দন কাঠ। মিষ্টি একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ভারী কণ্ঠে সুরেলা মন্ত্র পড়ছেন তেরোজন। পুরোহিত ধূপের ধোঁয়ায় একটা ঝাপসা, রহস্যময় পরিবেশ। প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন

BanglaBook.org

সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে, মহলের প্রধান কর্মচারী রামকৃষ্ণ বাবু দুইহাত জোড় করে যজ্ঞে বসেছেন। সনাতন ধর্ম অবলম্বনকারী সকলেই দুহাত জোর করে দুচোখ বুজে প্রার্থনা করছেন।

দীর্ঘমেয়াদী এই ধর্মীয় আচরণ শেষ হতে সময় লাগবে, সাথে আসা ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য যথেষ্ট বিরক্তিকরও বটে। তবুও জনাথন (দুই সৈন্যের একজন) বসে ছিল আমার পাশে। বাবা বাগানে বেরিয়েছিলেন পাইপ টানার জন্য...

ধূপের ধোঁয়া আমার সহ্য হয় না। চোখ জ্বালা করে, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়। কাল রাতেও শ্বাপদের গর্জনে দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। চোখের কোলে মোটা রেখায় কালি পড়েছে, শরীর খারাপ করতে শুরু করেছে। ভরা গ্রীষ্মের গরমে জাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছি, সাথে আছে মশার উপদ্রব। যজ্ঞ স্থলে বসেও আমার গা গুলাচ্ছিল, একটা বিচিত্র বমি বমি ভাব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন এই পৃথিবীতে নেই। যা দেখছি সেসব বাস্তব নয়। একটা স্বপ্ন দৃশ্যের মতন...

তবুও নিজেকে ধরে রেখে সেই ঘোর লাগা পরিবেশেই বসে ছিলাম আমি স্থির। মনের মাঝে একটা বিচিত্র তাগিদ নিয়ে। তেরো জন পুরোহিত চক্রাকারে বসেছেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে একজনের দিকেই আটকে ছিল আমার চোখ। সেই শুরু থেকেই আমি নজর ফেরাতে পারছিলাম না, নিজের অজান্তেই অপলক তাকিয়ে ছিলাম আমি তাঁর দিকে...

হ্যাঁ, সেই একজন। সেই তেরোজনের মাঝে একজন, যারা প্রহরায় নিযুক্ত সেই ভয়াল পুস্তকটির। জঙ্গলের ভেতরে গহীন এক অরণ্যে যারা পুস্তকটি আগলে নিয়ে বসে আছেন আর নিখুঁত নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করে চলেছেন এর গোপনীয়তা। আমি যার তরফ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না, তিনি সেই তেরোজন পুরোহিতের মাঝেই একজন, যাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে পুস্তকটি সংগ্রহ করতে এসেছি আমরা। যাদের সাথে ছলনা আর চাতুরি করে পুস্তকটি পেতে হবে আমাদের।

মানুষটি আমাকে চেনেন না, এখন পর্যন্ত একবার ফিরেও তাকাননি। তাঁরা ব্রহ্মচারী, নারীদের দিকে ফিরেও তাকান না। কিন্তু আমি কিছুতেই নজর ফেরাতে পারছিলাম না তাঁর তরফ থেকে। তাঁর গায়ের রঙ টকটকে গৌরবর্ণ। শক্ত চোয়াল, পেশীবহুল পুরুষালি দেহ, অন্য সকলের মতই মুখ ভর্তি দাঁড়ি আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। বুকের বামদিকে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন, ঠিক হৃৎপিন্ড বরাবর। আমি চমকে

BanglaBook.org

উঠি, কেননা এমন একটি ক্ষতচিহ্ন আমার বুকের আছে! ঠিক এমন, হুবহু এমন। আমি জন্মেইছিলাম এই ক্ষতচিহ্নটি বুকের মাঝে নিয়ে... তিনিও কি তাই?

তাঁর পরনে ধুতি, খালি গায়ে কেবল একটা সুতো বাঁধা। এখানে এটাই পুরোহিতদের সাজসজ্জা। সেই বিচিত্র বেশভূষাতেও মানুষটিকে যে কী অসাধারণ দেখাচ্ছিল আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না! মানুষটি বসে ছিলেন মেরুদন্ড সোজা করে, প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে পূজায় সহায়তা করছিলেন। এবং আমি তাকিয়ে ছিলাম। নির্লজ্জ, অসভ্য একজন নারীর মত আমি তাকিয়েই ছিলাম মানুষটির দিকে। আমার গালগুলো লাল হয়ে উঠেছিল, বুকের মাঝে হৃৎপিন্ড এত জোরে আওয়াজ করছিল যেন সকলেই শুনতে পাবে আমার হৃদয়ের আওয়াজ। কায়মনোবাক্যে আমি কেবল একটাই প্রার্থনা করছিলাম-

'ওহ ডিয়ার লর্ড, মানুষটি যেন একবার আমার দিকে ফিরে তাকায়। মাত্র একটি বার। অসম্ভব রূপবান এই মানুষটির চোখদুটি আমি দেখতে চাই। কেবল একবার হলেও দেখতে চাই...'

এবং ঈশ্বর আমার প্রার্থণা শুনতে পান, তিনি মঞ্জুর করেন... মানুষটি আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাঁর অটল কালো গভীর চোখে ফুটে ওঠে এক চিলতে আলো, ধোঁয়ায় আছন্ন সেই পরিবেশেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি...

আর পৃথিবী থমকে যায়!

হ্যাঁ, আমার জন্য পৃথিবী থমকে যায় ঠিক সেই মুহূর্তেই। এটা সেই মুখ, যাকে আমি এত এতকাল খুঁজেছি। আমার প্রতিটি স্বপ্নে, প্রতিটি স্কেচে আছে এই মুখটি। সেই ছোট্টবেলা থেকে এই মুখটিকেই আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি, স্বপ্ন দেখেছি আমার সম্পূর্ণটা জীবন। সেই বহু জন্মের চিরচেনা মুখ, সেই সহস্র বছরের চিরচেনা চোখ...

আর সেই চোখদুটি আমাকে জানিয়ে দেয় আমার জীবনের ধ্রুব সত্য!

আমি এই মানুষটির জন্য তৈরি হয়েছি আর সে আমার। না, কেবল এই জীবনে নয়। বহু বহু বহু জন্ম যাবত আমরা কেবলই দুজন দুজনার। ভালোবাসার ওয়াদায় আমরা বারবার কেবল ফিরে এসেছি ধরণীর বুকে, বারবার ফিরে এসেছি পরস্পরের জন্য...

BanglaBook.org

আমাদের ভালোবাসা অমর আর অজেয়। আমাদের ভালোবাসা প্রকৃতি, নিয়তি আর মহাকালের সকল ক্রুরতা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের ভালোবাসা সহস্র সহস্র বছরের, জন্ম জন্মান্তরের। সভ্যতার সেই আদিমতম গোত্রে হয়েছিল যার সূচনা আর টিকে থাকবে সৃষ্টিজগতের শেষ পর্যন্ত!

পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে? আমি হয়তো সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি...

উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি!

উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি!

উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি!

৭) ..... জেনিফার রিচার্ডের ডায়রি

২৮ জানুয়ারি, বুধবার

প্রায় দুশো বছর আগের কোন একটা সময়, রাত দ্বিপ্রহর

সেইদিনের সেই যজ্ঞের পর সাত সাতটি দিন পেরিয়ে গেছে। না, ধর্মীয় প্রার্থণায় কোন লাভ হয়নি। বন্ধ হয়নি শ্বাপদের হাহাকার, হুংকার, ক্ষুধার্ত গর্জন। রাত গভীর হতে শুরু করলেই অন্য ভুবনের অশরীরির মত ঘুরপাক খায় একদল ডোরাকাটা বাঘ। অন্ধকারে পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায় তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ। তাঁরা অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করে শিকার মহলটি ঘিরে। যারা ঘন জঙ্গলের মাঝে নিজ কানে বাঘের গর্জন না শুনেছেন, তাঁদেরকে কোনভাবেই লিখে বোঝানো যাবে না যে কী ভয়াল এই গর্জন!

এখন আর রাতের বেলা কোন পাহারাদার নিযুক্ত থাকে না মহলের বাইরে, ছাদের ওপরেও রাখা হয় না কোন পাহারাদার। সূর্য ডোবা মাত্র সকলেই মহলের ভেতরে উপস্থিত। ভীত, সন্ত্রস্ত। বন্ধ করে দেয়া হয় মহলের ভেতরে প্রবেশের সমস্ত পথ। এমনকি ছাদ থেকে বাড়ির ভেতরে নামার পথগুলোও তক্তা ও পেরেক দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জনাথনের নির্দেশে। সবচাইতে বেশি ভয় পেয়েছে মহারাজের চাকরেরা, তাঁদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। আমি বুঝি যে জনাথনও ভেতরে ভেতরে আতংকিত, কেবল সেটা প্রকাশ করছে না। বাবাও দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছেন...

BanglaBook.org

সত্যি বলতে কি, আমরা কেউই এখন আর রাতের বেলা ঘুমাতে পারি না। চাকরেরা ভেতর থেকেই অস্ত্র হাতে মহল পাহারা দেয়, আমরা মেহমানেরা নিজ নিজ কামরায় ঘুমানোর ভান করে থাকি। জনাথন বেশ কয়েকবার বাঘগুলির দিকে গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। বাতাসের মতন ক্ষিপ্র সেই শ্বাপদেরা। বুলেটের শব্দে ভয় পাওয়া দূরে থাক, তাদের তর্জন গর্জন অনেক বেশি বেড়ে যায়। বাবা অনুরোধে জনাথন এখন বন্দুকের ব্যবহার করতে যায় না। এমনকি দিনের বেলাও না। এখানে আসার পর পর বেশ কদিন তার শিকারের শখ চেপেছিল, এখন সবই ফুরিয়ে গেছে...

আমরা সকলেই বুঝি যে মহারাজের কর্মচারীরা চাইছে আমরা চলে যাই। কেবল মুখ ফুটে উচ্চারণ করছে না কেউ, সেই সাহস তাঁদের নেই। কিন্তু নানা কাজে ও কথায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে... বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে এখন এখানে আমরা অনাহূত আর এই অনাহূত মেহমানদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে চায় না কেউ। স্থানীয় কর্মচারীদের ধারণা এই যে আমাদের কারণে এই ব্যাঘ্র দলের আগমন এবং এরা বাঘ নয় মোটেও। এগুলো বাঘের বেশে কোন অশরীরী প্রানী, আমরা চলে গেলেই যারা শান্ত হবে।

আজ দুপুরে আমার ব্যক্তিগত পরিচারিকা নন্দিনী আমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে এটাই বলার চেষ্টা করছিল। স্থানীয় ভাষায় সে আমাকে যা বলেছে সেটার সারমর্ম হল-

'বিবিজি, সময় থাকতে আপনারা এখান থেকে চলে যান। ওরা আপনাদের ছাড়বে না। আপনারা এখানে থাকলে আমরা কেউ প্রাণে বাঁচবো না।'

আমি মেয়েটির ওপরে রাগ করতে পারিনি, মেয়েটির কথা আমি কাউকে বলিওনি। কারণ আমার মনের কোথাও এই একই সত্য বাজছে, আমার মনে হচ্ছে এই ব্যাঘ্র দলের আগমন আমাদের কারণেই। আমারও মনে হয় যে আমরা প্রস্থান করলেই মিটে যাবে শিকার মহলের সকল সমস্যা।

কিন্তু না, আমি এখান থেকে যাবো না। অসম্ভব!

তাতে যদি মহলের সমস্ত মানুষকে বাঘের পেটে যেতে হয়, আমি পরোয়া করি না। তাতে যদি আমার নিজের জীবনও দিতে হয়, আমার মাথা ব্যথা নেই। যা হয় হোক, কিন্তু আমাকে থাকতে হবে এখানেই। আমাকে আবারও দেখা করতে হবে আমার মানুষটির সাথে, আমাকে কথা বলতে হবে আমার মানুষটির সাথে। তাঁকে করার মত অসংখ্য প্রশ্ন জমে আছে আমার মনের মাঝে...

BanglaBook.org

আমি যা জেনে গিয়েছি, সে কি তাই জানে?

আমি যা বুঝতে পারি, সে কি তাই বোঝে?

সে কি জানতো আমি তাঁর কাছে ছুটে আসবো? সে কী ছিল আমার প্রতীক্ষায়?

সে কি অনুভব করতে পারছে যে আমি তাঁর নিয়তি আর সে আমার?

শত শত প্রশ্ন জমে আছে আমার মনের কারাগারে। আমি তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে চাই এবং বুকে মাথা রেখে প্রশ্নগুলি করতে চাই। আমি জানিনা সে আমার মুখের ভাষা বোঝে কিনা, কিন্তু মনের ভাষা বুঝবে আমি নিশ্চিত জানি। সেদিন তাঁর চোখে আমি আমার গোটা জীবনটা দেখে নিয়েছি। সেই চোখদুটিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না... কোথাও না!

বাবা ভীষণ বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও আমি প্রতিদিন বের হচ্ছি, সাথে নিচ্ছি কেবল একজন বোবা প্রহরী। কারণ আমি চাই না আমি কোথায় যাচ্ছি আর কী করছি সেটা গালগল্পের বিষয় হয়ে উঠুক মহলে। বিশেষ করে জনাথনের কানে যাক, এটা আমি কিছুতেই চাই না। এই ছেলেটি আজকাল আমার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আমার প্রতিটি ব্যাপারেই সে এমন ভাবে কথা বলছে যেন আমার ওপরে কোন অলিখিত অধিকার আছে তাঁর। এমনকি আকারে ইঙ্গিতে আমাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টাও সে করেছে। যদিও আমি বুঝেও না বোঝার ভান করেছি...

জনাথনের সঙ্গী সোলজার ছেলেটি ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে আর জনাথনই যে তাকে বুঝিয়ে রেখেছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি বেশ। সাথে আমি এটাও বুঝতে পারছি যে জনাথন আছেই কেবল আমার কারণে। কিন্তু আমি নিরুপায়! সব বুঝেও না অমুঝের মত আচরণ আমাকে করতেই হচ্ছে। আমি স্পষ্ট করে জনাথনকে জানিয়ে দিতে পারছি না যে আমি তাকে ভালবাসি না। পারছি না, কারণ এখানে টিকে থাকতে হলে জনাথন ও তাঁর সঙ্গীকে আমাদের প্রয়োজন।

আমি তাই সকালে জনাথন জেগে যাবার আগেই বেড়িয়ে যাই কিংবা বের হই দুপুরে তাঁর বিশ্রাম নেবার সময়ে, যেন সে আমার সঙ্গী হতে না পারে। বের হই বোবা রক্ষীকে নিয়ে, মহলে বলি যে হাওয়া খেতে যাচ্ছি। যদি বাবা বুঝতে পারেন যে আমি কোথায় যাচ্ছি...

BanglaBook.org

আমি যাই সেই মন্দিরের কাছে, যেখানে আছেন সেই তেরোজন পুরোহিত, গোপনে লুকায়িত আছে সেই ভয়াল পুস্তকটি। মন্দিরের কাছে একটু আড়ালমত

জায়গায় বুনো ফুলের অনেকগুলো ঝাড় আছে। সেখানে খরগোশেরা দৌড়ে খেলা করে, প্রজাপতি আর ছোট পাখিরা উড়ে উড়ে বেড়ায়। বোমা রক্ষীটা ডিনারের জন্য খরগোশ শিকার করতে ব্যস্ত হয়, আমি ফুল সংগ্রহের নামে দূর থেকেই মন্দিরের কার্যক্রম দেখার চেষ্টা করি।

যদি মানুষটিকে দেখা যায়... যদি মানুষটিকে দেখা যায়!

কিন্তু না, পাওয়া যায়নি তাঁর দেখা। ৭ দিনে একবারও না! সবচাইতে বিচিত্র ব্যাপারটা হচ্ছে, পুরোহিতদের কাউকেই মন্দিরের বাইরে দেখা যায় না, কেবল চাকর বাকরদের চলাচলই দেখতে পাই। পাথর কুঁদে তৈরি করা বিশাল মন্দির, যার প্রত্যেক ইঞ্চিতে খোদাই করা হরেক রকমের জটিল নকশা। এই মন্দিরে কোন সাধারণ মানুষ পুজো দিতে আসে না। সকাল আর সন্ধ্যায় খুব গভীর থেকে ভেসে আসে পিতলের ঘণ্টার আওয়াজ, জানান দেয় যে ব্রহ্মচারী পুরোহিতেরা পুজো-অরচনায় মন দিয়েছেন।

আমি শুনেছি যে মন্দিরের একদম কেন্দ্রের ঘরটিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এক প্রাচীন দেবী। সিলিং পর্যন্ত উঁচু তাঁর সুবিশাল মূর্তি, কষ্টি পাথরে খোদাই করে করে তৈরি করা হয়েছে। দেবীর চোখ গুলি অতিকায় আকৃতির দুটো রুবিতে তৈরি, এছাড়াও শরীর জুড়ে সাজানো আছে হরেক রকমের মূল্যবান অলংকার। ব্রহ্মচারী পুরোহিতেরা সকলে সেই দেবীর ভক্ত, দেবীর নামে প্রতিজ্ঞা করে তাঁরা পণ করেছে মন্দির রক্ষা করার। তবে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত জনশ্রুতি এই আছে যে- মন্দির নয়, বরং মূল্যবান রত্নখচিত দেবীমূর্তিকে সংরক্ষণ করার জন্যই এত আয়োজন। শুধু তাই নয়, দেবীমূর্তিটি এতই গোপনীয় যে সর্বদা নাকি সেটা ঢাকা থাকে কালো কাপড়ের আচ্ছাদনে, কেবল অর্ঘ্য নিবেদনের সময়েই সেই আচ্ছাদন উন্মুক্ত করা হয়।। চাকর বাকরদের দেখার অধিকার নেই সেই পবিত্র দেবীমূর্তি, দেখেন কেবল আর কেবল দেবীর পুরোহিতেরা। লোকে এও বলে যে সেই দেবীর পায়ের নিচের পাথুরে বেদীতেই লুকায়িত আছে মন্দিরের সকল ধনসম্পদ। সেই সম্পদের পরিমাণ নাকি এত বেশি যে পুরো ভারতবর্ষ খরিদ করে ফেলা যাবে।

স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এসব রটনা রটিয়েই ক্ষান্ত, এর বাইরে তাঁদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। তাঁরা পুরোহিতদের সেবা করে, নিয়মিত খাদ্য সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে। মন্দিরতিকে স্থানীয় লোকেরা তাদের রক্ষাকবচ মনে করে। তাদের ধারণা কোন কারণে দেবী রুষ্ট হলে তাঁদের ওপরে ঘোর অভিশাপ নেমে

BanglaBook.org

আসবে। আর তাই পবিত্র মন্দিরের দেবীর পবিত্রতা নষ্ট করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না! দেবীর ধনসম্পদের জন্য লোভ করার সাহসও কারো নেই।

তবে আমার ধারণা ভিন্ন। আমার ধারণা দেবীর বেদিমূলে ধনসম্পদ আছে বটে, তবে তা সোনাদানা নয়। বরং সেই বইটি, যার খোঁজে আমি আর বাবা এত দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সেও পুস্তক সংরক্ষিত আছে এখানেই। জীবন ও মৃত্যুর পুস্তক, অসীম ক্ষমতার সকল রহস্য লিপিবদ্ধ আছে যে পুস্তকে মানুষের চামড়ার কাগজে...

হ্যাঁ, পুস্তকটির প্রতি আমার তীব্র আগ্রহ এখনো আছে। কারণ আমার আমি জানি, সেই পুস্তকই আমাকে টেনে এনেছে আমার নিয়তির কাছে। তবে এখন আর সেটাকে চুরি করতে চাই না আমি। বরং একবার ছুঁয়ে দেখতে চাই, সম্ভব হলে পড়ে দেখতে চাই এর পাতায় পাতায় রচিত রহস্যকে। উপকথারা বলে যে পুস্তক নাকি রচনা করেছেন শায়াতিন স্বয়ং!

আমি জানতে চাই, ছুঁতে চাই শায়াতিনের রচিত সেই বাক্যমালা। আমি আহরণ করতে চাই সে ওপার জ্ঞান। এবং তা করতে চাই সেই মানুষটির সাথে একত্রে। সেই মানুষটি... আমি জেনেছি যার নাম সত্যনারায়ণ। আমার প্রিয়তম... প্রিয়তম আমার! জন্ম জন্মান্তরের প্রিয়তম। আমি জন্মগ্রহণ করেছি যার কারণে আর মরেও যেতে পারি যার জন্য...

শুধু মনের মাঝে একটিই প্রশ্ন-

তার কি মনে পড়েছে আমার কথা, যেভাবে আমি মনে করতে পেরেছি জন্মান্তরর স্মৃতি? তাঁর কি মনে পড়েছে আমাদের পূর্ব জন্মগুলোর ইতিহাস? তিনি কি চিনতে পেরেছেন আমাকে যেভাবে আমি চিনে নিয়েছি তাঁকে? পেরেছেন তিনি? পেরেছেন কি এতটুকুও?

যদি পেরেই থাকেন, তাহলে কেন তিনি আমার থেকে দূরে? কেন তিনি দেখা দিচ্ছেন না? জন্মান্তরের দীর্ঘ বিরহের পর কী করে পারছেন তিনি আমাকে এভাবে একলা রাখতে? কীভাবে পারছেন?

আমি আর পারছি না... আমি আর পারছি না তাঁকে ছেড়ে থাকতে। আমার অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে, আমি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি।

আমি আর পারছি না... আমি আর পারছি না!!!

BanglaBook.org

৮) ..... জেনিফার রিচার্ডের ডায়রি

৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার

প্রায় দুশো বছর আগের কোন একটা সময়

অবশেষে তিনজন একত্রে বসতে বাধ্য হই আমরা। আমি জেনিফার, আমার বাবা ব্রান্ডন রিচার্ড ও কর্নেলের সোলযার জনাথন ক্লার্ক। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, প্রতিটি দিন আসছে আগের চাইতেও বেশি মানসিক চাপ নিয়ে।

জনাথনের সঙ্গী ক্লেটন জ্বরে আক্রান্ত, আমাদের সকলেরই ধারণা এটা ম্যালেরিয়া। ওষুধ-পথ্য চলছে, কিন্তু উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি এমন যে মানুষটিকে অন্য কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থাও করা সম্ভব না। যাত্রাপথেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে, দীর্ঘ যাত্রার ধকল সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

দিনের বেলায় কথা বলার উপায় নেই, কর্মচারীরা অনেকেই ইংরেজী ভাষা বোঝে। আমাদের নিজেদের মাঝে কথা বলতে দেখলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারা। আমরা একত্রিত হয়েছি তাই ভর দুপুরে, দাবা খেলার বাহানায়। মহল এখন নিস্তব্ধ, দিনের আধা কাজ সেরে গ্রীষ্মের দুপুরে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়াটা সেই দেশের রীতি। ২/১ জন নিম্ন শ্রেণীর চাকর ছাড়া আর কেউই তেমন জেগে নেই। এই চাকরেরা আমাদের ভাষা বুঝবে না...

'আমার মনে হয় যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সরে পড়া উচিত।' ফিসফিস করে বলে জনাথন। 'আমি চাকর-বাকরদের চোখে খুনে দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি। এরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে এখন।'

'আমারও সেটা মনে হচ্ছে।' আস্তে আস্তে বলেন বাবা। 'আমারও ধারণা তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আর মনে করছে যে তাদের সকল সমস্যার জন্য আমরাই দায়ী।'

'ওরা সংখ্যায় অনেক, আমরা মাত্র ৪ জন। ক্লেটনের অবস্থা খারাপ, সে যে কোন সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। বাকি থাকছি আমরা ৩ জন, যাদের মাঝে একজন বৃদ্ধ ও একজন নারী।' চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে জনাথনের। 'ওরা যদি নিজেরাই আমাদের শেষ করে দিয়ে বলে বাঘে নিয়ে গেছে, কোন প্রমাণ কি থাকবে? থাকবে না। মহারাজ কি এত দূরে তদন্ত করতে আসবেন? আসবেন না। আর এলেই বা কী! ততদিনে আমরা মাটির সাথে মিশে যাব...'

BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারি জনাথন কী বলতে চাইছে, তবুও মুখ ফুটে একটি শব্দ উচ্চারণ করি না। করতে পারি না। আমার সকল আবেগ, অনুভূতি শংকায় রূপ নিয়ে গলার কাছে একটি বিন্দুতে এসে আটকে যায়। আমি বুঝতে পারছি বাবা কী বলবেন। তিনিও এখন ফিরে যেতে চান। গতরাতে আমাকেও বলেছেন সে কথা। তিনি ফিরে যেতে চান নিকটবর্তী কোন শহরে। তারপর বিশ্রামে সুস্থির হয়ে লোকবল নিয়ে আবারও ফিরতে চান এখানে। জনাথনকে আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ঘণাক্ষরেও জানতে দিতে চান না তিনি।

'আমরা এখানে মহারাজের মেহমান হয়ে এসেছি... আমাদেরকে মনে হয় না হত্যার সাহস পাবে এখানকার লোকেরা।'

'ভুলে যাবেন না, জেনিফার... এরা কিন্তু রাজকীয় কর্মচারী। মহলের চার দেয়ালের মাঝে অনেক প্রকারের অনৈতিক কার্যকলাপ করেই এদের অভ্যাস। আমি বিন্দুমাত্র ভরসা করতে পারিনা অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত এই কালো চামড়ার লোকজনকে। এরা হিংস্র আর অবাধ্য, এরা করতে পারে যে কোন কিছুই।'

'সামান্য কয়েকটা বাঘের ভয়ে নিজেদের কাজ শেষ না করেই ফিরে যাব তাই বলে?'

'এরা বাঘ নয়, মিস। এরা অন্যকিছু। আমি শপথ করে বলছি যে এরা অন্য কিছু।' মুখে গভীর গভীর দুশ্চিন্তার রেখা পড়ে জনাথনের। অনুগ্রহ করে আপনি বলুন, মিঃ ব্রান্ডন। অনুগ্রহ করে কন্যাকে বোঝান যে বেঁচে থাকতে চাইলে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে আমাদের। যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে পুনরায় আবারও আসতে পারবেন এখানে। পূরণ করতে পারবেন আপনাদের উদ্দেশ্য।'

জনাথন জানে যে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করি আমরা ও ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ঘুরে ঘুরে উপাত্ত সংগ্রহ করি। তাই আমার এই থাকতে চাওয়ার প্রচন্ড তাগিদ কিছুতেই তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে কেন এই স্থানে থাকবার এত প্রবল আগ্রহ আমার।

'পুনরায় এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসবো? অসম্ভব!' শক্ত সুরেই বাগড়া দিই আমি। 'কষ্ট করে কি আর কয়টা দিন কোনভাবেই থাকা যায় না, বাবা? আর কয়েকটা পার হলেই আমাদের কাজও সম্পন্ন হয়ে যেতো। বারবার আর ফিরে আসার প্রয়োজন হতো না। অন্য কোথাও কাজে মন দিতে পারতাম।'

BanglaBook.org

'এমন অবস্থায় কীভাবে থাকবে? আমি বুড়ো মানুষ, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবি না। কিন্তু তুমি একজন সুন্দরী যুবতী। আমার অবর্তমানে এই কালো মানুষের দল তোমার সাথে কী করতে পারে ভেবেও আমি শিউরে উঠছি!'

'প্লিজ, বাবা! আর কয়েকটা দিন। প্লিজ আর কয়েকটা দিন সময় দাও আমাকে। আমাকে সুযোগ দাও কাজটি সম্পন্ন করার।'

বাবা অনেকটা সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন স্থির, জবাব দেন না। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলেন, 'তিন দিন, জেনিফার। ঠিক গুনে গুনে তিন দিন। এরপরও আর একটি দিনও আমরা এখানে থাকবো না। জনাথন, তুমি অনুগ্রহ করে আমার চাকর ও তল্পি বাহকদের বলো যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করতে। মহলের সকলকে জানিয়ে দাও যে ঠিক তিন দিন বাদে মহারাজের রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হবো আমরা। আশা রাখি এই সংবাদ শোনার পর তিনটি দিন ধৈর্য্য ধারণ তারা করবে... '

আমি কিছু বলতে পারি না। বলার মতন কিছু নেইও আসলে। কারণ আমি জানি বাবা ঠিকই বলেছেন। তার বিচক্ষণতা দিয়ে তিনি যা সঠিক মনে করেছেন, সেই সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আর সেটাই নেয়া উচিত। শিকার মহলের পরিস্থিতি প্রতিরাতেই আগের চাইতে খারাপ হচ্ছে। এখানে আর এক মুহূর্ত কারো প্রানের নিরাপত্তা নেই। আমি তো পারি না নিজের সুখের জন্য এতগুলো মানুষের জীবন সংশয়ে ফেলতে!

কিন্তু নিজেকে কীভাবে বোঝাবো আমি? কীভাবে? কীভাবে তার সাথে দেখা না করেই চলে যাবো আমি। নিজের নিয়তি, নিজের প্রিয়তমকে এতটা কাছে পেয়েও কি তার সাথে হবে না আমার মিলন। বহু সাধনার পর তার নামটুকুই কেবল জানতে পেরেছি... "সত্যনারায়ণ"। এই নামটিই এখন প্রতি মুহূর্তে বাজে আমাদের হৃদয়ের মাঝে সঙ্গীত হয়ে। সেই মানুষটিকে কি ছুঁয়ে না দেখেই চলে যাবো? তাঁকে কি একটি বারও জানাতে পারবো না আমাদের জন্মান্তরের ভালোবাসার কথা?

জানি না আমি... বোঝাতে পারি না নিজেকে।

সারারাত কাঁদি শুধু, বুকের মাঝে দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে এক অজানা আশঙ্কায়। রাতগুলো এখন আমার জন্য হয়ে উঠেছে নরকের আগুনের চাইতেও ভয়াবহ। মানুষখেকো বাঘের গর্জনে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ হয় না, আমার কেবলই মনে হয় ছুটে চলে যাই প্রিয়তমর কাছে। তাঁকে গিয়ে বলি, "তোমার কি কিছুই মনে নেই? একটুও কি মনে নেই আমার কথা? জন্মান্তরের যাত্রায় তুমি কি পুরোটাই ভুলে গেছো আমাকে?"

BanglaBook.org

আমার রাতগুলো কাটে ভয়ানক এক আগুনের দহনে। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখি আমি এখন, স্বপ্ন দেখি পূর্ব জীবনের স্মৃতিগুলো। ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্যাবলী ভেসে যায় চোখের সামনে, প্রতিটি স্মৃতি দেয় আগের চাইতেও সহস্রগুণ অধিক বেদনা...

না, এখন আর আমার মনের মাঝে কোন সন্দেহ নেই। এখন আমি জানি নিজের পরিচয়। আমি জানি যে কেন জীবন আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এটাও জানি যে আমার কথা বাবাকেও বলি, তিনি উন্মাদ মনে করবেন আমাকে। কিন্তু এই ভয়ানক যাতনার কথা, নিজের সম্পর্কে ভয়াবহ এই সত্য যে আমার কাউকেই বলতেই হবে।

আমি যে আর বইতে পারছি না এই ভার!

৯) ..... আজ কি যাবে, নাকি যাবে না? যাওয়া কি উচিত হবে আজ?

অফিসে বসেই মনের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দে চুপি চুপি ভোগে আয়ান। ডিসেম্বরের শৈত্য প্রবাহের সময়ে আজ আকাশ ভরে বর্ষার ঘন মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ, কুন্ডলী পাকাচ্ছে নিজেকে ঝরিয়ে নিঃশেষ হবার জন্য। ভেজা ভেজা আদ্র বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে সবুজ প্রকৃতি আর জানান দিচ্ছে যে লীনার মন ভালো নেই।

হ্যাঁ, আয়ান অফিসে বসেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে যে লীনার মন ভালো নেই আর সেখানেই ভয়টা! এই মেয়েটি নিজের চারপাশের সবকিছুর ওপরে বড় অন্ধকার একটা প্রভাব বিস্তার করে। এই যে অসময়ের বৃষ্টি হবে আজ, সেই বৃষ্টির বাহানাতেই ঘটে যাবে এমন কোন দুর্ঘটনা যাতে প্রাণ হারাবে অসংখ্য মানুষ। হয়তো পাহাড় ধ্বস, হয়তো সড়ক দুর্ঘটনা, হয়তো এর চাইতে আরও খারাপ কিছু। কী ঘটবে আয়ান জানে না, তার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু এটা জানে যে বৃষ্টি আজ হবেই। ডিসেম্বরের মধ্যভাগের কোন এক দিনে আজ প্রবল বর্ষণে ভেসে যাবে চারপাশ আর সেই গা শিউরে ওঠা কোন দুর্ঘটনা ঘটবে।

এই জন্যই মনে হয়, যাওয়া কি উচিত হবে আজ? দেখা করা কি উচিত হবে তন্দ্রাবতীর সাথে? নাকি অফিস শেষে ফিরে যাবে বাড়িতে, লীনাকে সময় দেবে? কিন্তু তন্দ্রাবতী যে আজ দেখা করতে বলেছিল!

তন্দ্রাবতী একজন মারমা নারী, শহরের বাইরে ছোট্ট একটা ঘরে একাই বাস করে। সকাল হলে নিজের হাতে তৈরি কবিরাজি ঔষধ নিয়ে স্থানীয় বাজারে আসে। খুব সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকজনের চিকিৎসা করে সে। যারা ডাক্তারের

BanglaBook.org

কাছে যাওয়ার অর্থ যোগাড় করতে পারে না, মূলত তারাই তন্দ্রাবতীর রোগী। তবে এটার বাইরেও আরও একটা জিনিস আছে...

তন্দ্রাবতী ভবিষ্যৎ বলতে পারে। হ্যাঁ, তন্দ্রাবতী একজন জ্যোতিষী।

দুই বছর আগে তন্দ্রাবতীর সাথে পরিচয়, স্থানীয় বাজারেই। পরিচয় হয়েছিল এই হাত দেখাদেখিকে কেন্দ্র করেই। ভিড়ের মাঝে হুট করেই এক জোড়া নারী হাত আঁকড়ে ধরেছিল তাকে, কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিল- "আমি জানি তুমি কে... আর তোমার প্রশ্নের জবাবও আমার কাছে আছে..."

এভাবেই পরিচয়, দিনে দিনে যা পরিচয় দুই বছরে ঠেকেছে। তন্দ্রাবতী শুভাকাঙ্খী, তন্দ্রাবতী বন্ধু। মানুষের হাত ধরেই সে বলে দিতে পারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। মানুষটিকে বিশ্বাস করতে অনেক অনেক দিন লেগে গিয়েছে আয়ানের। কিন্তু যখন বিশ্বাস এসেছে, তখন তন্দ্রাবতী হয়ে উঠেছে জীবনে চলার পথে অন্যতম উপদেষ্টা। এবং সে আয়ানের জীবনের এমন এক সত্য যা জানে না কেউই।

না, আকাশলীনাও নয়! কারণ তন্দ্রাবতীর সব কথন লীনাকে ঘিরেই।

লীনা যদি কখনো ব্যাপারটি জানতে পারে, কী হবে জানে না আয়ান। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না জানছে, ততদিন এভাবেই চলতে থাকুক। জেনেশুনে আরেকটা মানুষকে ঝুঁকির মুখে ফেলার কোন মানে হয় না। জেনেশুনে একজন নিস্পাপ মানুষকে লীনার ভয়াল ক্রোধের সামনে ফেলার কোন মানে হয় না...

লীনা এখন ক্রোধে বিবর্ণ হয় না বটে, কিন্তু আয়ান জানে... জানে যে অচিরেই সেই দিন আসবে যখন লীনা পুনরায় নিজ মূর্তি ধারণ করবে। হ্যাঁ, অচিরেই আসবে সেই দিন। সমস্ত মানবিক মুখোশ ঝেড়ে ফেলে সে হয়ে উঠবে তাই, যা তার প্রকৃত সত্ত্বা।

এবং তার প্রকৃত সত্ত্বা কোন মানুষের নয়, বরং পিশাচের!

এমন এক ভয়াল অস্তিত্বের, যার জন্ম প্রকৃত-নিয়তি-মহাকালের বুক চিড়ে। যে পিশাচী চাইলে ধ্বংস করে দিতে পারে সৃষ্টি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, নিমেষে অন্ধকারে ছেয়ে দিতে পারে জগতের সকল আলো। যে চাইলেই করতে পারে বিনাশ, যে কোন কিছুর! আর সৃষ্টিজগতের কারো ক্ষমতা নেই তাকে রুখে দেয়ার, কারো ক্ষমতা নেই তার ভয়াবহতাকে নিয়ন্ত্রণ করার...

BanglaBook.org

পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট একটা রিসোর্ট, মেঘের বড্ড কাছাকাছি। মেঘের গর্জনে কান পাতা দায় এমনই অবস্থা এখন। যে কোন মুহূর্তে নামবে বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি। আয়ান বুঝতে পারে যে পরিস্থিতি আজ অত্যন্ত ভয়ংকর হতে চলেছে। লীনা গর্ভবতী হবার পর থেকে এরকম প্রায়ই হচ্ছে। কোন কারণে তার শরীর খারাপ বা মন বিক্ষিপ্ত থাকলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মানুষের মৃত্যুর আয়োজন। প্রথম প্রথম এত তীব্র ছিল না ঘটনাগুলো। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, যত সন্তান জন্মের সময় এগিয়ে আসছে... ততই বাড়তে শুরু করেছে এর পরিসর, প্রতিটি ঘটনা হচ্ছে আগের চাইতেও ভয়ংকর, আগের চাইতেও বীভৎস।

কী করবে ঠিক স্থির করে উঠতে পারে না আয়ান। লীনার কাছেই ফিরে যাবে, তার মন শান্ত করতে চেষ্টা করবে? নাকি তন্দ্রাবতীর কুঁড়েতে যাবে, জেনে আসবে যে কেন এই অতি জরুরী তলব? কী এমন হয়েছে যে তন্দ্রাবতী নিজে এসে চিঠি রেখে গিয়েছে দারোয়ানের কাছে? কোন বিপদ ঘটেনি তো?

কিন্তু লীনা...

লীনা যে আবার দুশ্চিন্তা করবে এই ঝড়-জলের সময়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে! মেয়েটার কাছে কোন মোবাইল ফোন নেই। মোবাইল ফোন বা এই ধরণের কোন যন্ত্র লীনার উপস্থিতিতে কাজ করে না। কোন একটা কারণে সিগনাল ব্লকড হয়ে যায়। তাই মোবাইল ফোনে যোগাযোগের উপায় নেই। কাউকে দিয়ে যে বাড়িতে খবর পাঠাবে, সেটাও অসম্ভব। অফিসের একটা কর্মচারীও রাজি হবে না সেখানে যেতে। কিন্তু তাহলে উপায়?

কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে...

প্রবল প্রচন্ড বর্ষণ। মনে হচ্ছে বৃষ্টির তোড়ে ধুয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি, এত তীব্র বেগে পানি গড়িয়ে নামতে শুরু করেছে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে যে মনে হচ্ছে পাহাড়টাই আজ গোটা ধুয়ে যাবে বৃষ্টির সাথে। ঝড়ো বাতাস প্রচন্ড ঝাপটা মারছে, সাথে আছে মেঘের ভয়ানক গর্জন। যেন মেঘ নয়, ভীষণ বদরাগী কোন একটা প্রানী কুন্ডলী পাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে আকাশের বুকে। এমন বর্ষণ নিজের জীবিত দশায় কখনো দেখেনি সে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আয়ান। সে যাবে, যে করেই হোক আজ দেখা করবে তন্দ্রাবতীর সাথে। লীনার মাঝে কিছু একটা ভয়ানক চলছে, সেটা কী জানতে হবে। সেটা কী বুঝতে হবে। নতুবা নিজের অজান্তেই সৃষ্টি জগতের কোন একটা

BanglaBook.org

ভয়ানক ক্ষতি করে ফেলবে মেয়েটা। সে হয়তো জানবেও না, বুঝবেও না... অজান্তেই ধ্বংস হয়ে যাবে চারপাশের পৃথিবীটা।

একটা প্রবল, প্রচন্ড, অন্ধকার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে।

জীবনের নিয়মের বিরুদ্ধ একটা শক্তির উত্থান আবারও ঘটতে শুরু করেছে।

প্রকৃতির শৃঙ্খলার বিপরীতে মাথা তুলতে শুরু করেছে একটা চরম বিশৃঙ্খলা।

এবং আয়ান জানে- প্রকৃতি নিস্তরঙ্গ বসে থাকবে না। সে শোধ নেবে। পরাজয়ের প্রতিশোধ, বিশৃঙ্খলার প্রতিশোধ। আর প্রকৃতি যখন শোধ নিতে শুরু করবে, তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রকৃতির অসীম ক্ষমতার সামনে এক ভয়াল পিশাচী... এই সংঘর্ষ চোখের নিমেষে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবে নশ্বর মানুষের এই পৃথিবীকে।

অবশ্য আয়ান জানে না...

জানে না যে প্রকৃতি ইতিমধ্যেই নিতে শুরু করে দিয়েছে তার প্রতিশোধ!

১০) ..... তন্দ্রাবতী মেয়েটি অসম্ভব রুপবতী। এতটাই যে বারবার দেখা হলেও সেই একই কথা মনে হয়। মনে হয় যে প্রকৃতি বুঝি নিজের সমস্ত সৌন্দর্য্য ঢেলে মেয়েটিকে বানিয়েছে। শ্বেতশুভ্র গায়ের রঙ, গালগুলো সব সময়েই গোলাপি। মাথার চুলগুলো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা আর কুচকুচে কালো। নিখুঁত সুন্দর একটা শরীর, মনে হয় এক টুকরো আলো দিয়ে তৈরি। আদিবাসীদের তুলনায় অনেকটা লম্বা সে আর গড়নটা ধনুকের ছিলার মতন ছিপছিপে। কমলার কোয়ার মতন টকটকে কমলা ঠোঁট, গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় গিটারের তারে টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে...

আয়ান কখনোই বুঝতে পারে না যে এমন অপার্থিব সুন্দরী একটি মেয়ে কী করে জন্ম নিল এই অবহেলিত পাহাড়ি জনপদে। এখানে উন্নত প্রযুক্তি নেই, রাজধানী থেকে অনেক অনেক দূরে প্রায় সব আধুনিক সুবিধা বঞ্চিত এই এলাকাগুলো। শহরে জন্ম নিলে এই মেয়েটির এখন মডেল থাকার কথা। যেনতেন মডেল নয়, নামী দামী মডেল। নিখুঁত রূপসী সে, কোরিয়ান সিনেমার নায়িকাদের মতন মিষ্টি সুন্দরী।

আয়ানের কথা শুনে হাসে তন্দ্রাবতী। 'আপনি শহুরে সাহেব, তাই সবকিছুতেই শহর খোঁজেন। আমি আমার জীবনটাকে ভালবাসি। এই জীবনের বাইরে আর কিছুই

BanglaBook.org

চাওয়া-পাওয়ার নেই আমার।' কথাগুলো নিজের ভাষায় বলে সে। আয়ান পাহাড়ি ভাষাগুলো মোটামুটি শিখে ফেলেছে, তাই অসুবিধা হয় না। তাদের দুজনের কথাবার্তা মূলত স্থানীয় ভাষাতেই হয় সবসময়ে।

বাইরে বৃষ্টি এখন থেমেছে, যদিও বয়ে যাচ্ছে প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস। তন্দ্রাবতীর ছোট্ট বাড়িটি মাচার ওপরে, এই পাড়ার আর দশটি বাড়ির মতই। ছোট ছোট এই পাহাড়ি পাড়াগুলো ভীষণ সুসংঘটিত হয়। গুছিয়ে তৈরি সুন্দর করে, ঝকঝকে তকতকে চারপাশ। পাহাড়ি মানুষগুলো গরীব হলেও তাঁদের রুচিবোধ ভীষণ সুন্দর আর শৈল্পিক।

কিন্তু তবুও, এই পরিবেশে তন্দ্রাবতী যেন ভীষণ বেমানান। তন্দ্রাবতীর মতন একটি মেয়ে এই পাহাড়ি সৌন্দর্য্যের মাঝেও যেন অন্যরকম সুন্দর।

কাঁচের গ্লাসে চা পরিবেশন করেছে তন্দ্রাবতী। নানান রকম ঝাঁঝালো মশলা আর আদা দেয়া মিষ্টি চা। এই চা খেলে একটু ঝিমঝিম লাগে প্রথমে, তারপর অদ্ভুত ভালো লাগার একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ে দেহে। মাচার ওপরে ছোট্ট কুড়ে ঘরটি ভরে আছে চায়ের মশলাদার সুবাসে।

মাটির বাসনে ছোট্ট করে আগুন জ্বেলেছে তন্দ্রাবতী, পটপট আওয়াজ হচ্ছে শুকনো খড়ি আর নারিকেলের ছোবা থেকে। তার পরনে তার গোত্রের চিরচেনা পোশাক, আগুনের আভায় কমলা দেখাচ্ছে ফর্সা মুখটা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে আগুনের দিকে।

আয়ান জানে তন্দ্রাবতী কী করছে। সে তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে!

'আমরা যা ভেবেছিলাম ঠিক সেটাই হতে চলেছে।' খুব বিষন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করে মেয়েটি। 'আমি কিছুদিন যাবত প্রতিদিন একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সাহেব। গতরাতে আমি কথা বলেছি আমার আত্মার সাথে। এখন আমি জানি যে এটাই সত্য, যা আপনি ও আমি ধারণা করেছিলাম।'

মেয়েটির কথা অর্ধেক বোঝে, অর্ধেক বোঝে না আয়ান, কিন্তু যে অর্ধেক বোঝে, সেটাই যথেষ্ট। ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে যায় মেরুদন্ড বেয়ে।

'তুমি লীনার ব্যাপারে বলছো?'

'হ্যাঁ। আমি আপনার লীনার ব্যাপারেই বলছি।'

BanglaBook.org

'কী করেছে লীনা... কী হবে?'

'তিনি প্রাচীন পুস্তকের খোঁজ করতে শুরু করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ... তিনি প্রাচীন পুস্তকের খোঁজ করতে শুরু করেছেন। সেই পুরুক, কথিত আছে যা রচনা করেছে শায়াতিন স্বয়ং!'

'লীনা কেন সেই পুস্তকের খোঁজ করবে!' ব্যাকুল শোনায় আয়ানের কণ্ঠস্বর। 'আমাদের যা করার ছিল, আমরা তা সমাপ্ত করেছি। প্রকৃতি, মহাকাল, নিয়তির সাথে লড়াই করে অবশেষে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের সন্তান লীনার গর্ভে। আমাদের পরম আকাঙ্খিত সন্তান। আমরা জিতে গেছি লড়াইতে, আমরা ছিনিয়ে এনেছি নিজেদের জয়। এখন তো সেই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে! এখন কেন লীনা সেই পুস্তকের খোঁজ করবে?'

পূর্ণ চোখে আয়ানের দিয়ে তাকায় তন্দ্রাবতী। 'কারণটি তো আমরা দুজনেই জানি, জানি না?'

'আমাদের ধারণা হয়তো ঠিক নয়! কোথাও না কোথাও আমাদের ভুল নিশ্চয়ই হচ্ছে! নিশ্চয়ই! আমাকে জীবনদান করতে গিয়ে লীনা বিসর্জন দিয়েছে নিজের সকল অপার্থিব ক্ষমতা। লীনা এখন সাধারণ, অতি সাধারণ একজন মানবী। এবং আমি জানি যে এই জীবনই সে চায়। আমার লীনা আমার সাথে মিথ্যে বলে না!'

'সাহেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ভয়াল শক্তিকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যে শক্তিকে প্রকৃতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, আপনি তাকে ভালবাসা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবেন? পৈশাচিক শক্তিরা কি ভালোবাসার নিয়ন্ত্রণ মানে, না মানানো যায়?'

'আমার লীনাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো!' বরাবরের মতই ব্যাকুল শোনায় আয়ানের কণ্ঠস্বর, যেন সে বোঝানোর চেষ্টা করছে নিজেকেই। 'যে মানুষ আমার জন্য পাড়ি দিয়েছে জন্ম জন্মান্তরের সহস্র সহস্র বছরের পথ, বারবার উৎসর্গ করেছে নিজের জীবন, সেই আমার জন্য সে এসব ত্যাগ করতে পারবে না? পারবে... অবশ্যই পারবে!'

'তিনি তখন মানুষ ছিলেন, সাহেব। মানুষ! পূর্বতি সকল জীবনেও তিনি মানুষ ছিলেন। এখন কি আর আপনার প্রিয়তমা মানুষ আছেন?'

BanglaBook.org

'আমি এখনো বিশ্বাস করি লীনা মানুষ, রক্ত মাংসে গড়া মানুষ ঠিক আমাদের মতই। এই গর্ভাবস্থা ওর ওপরে প্রভাব ফেলেছে ঠিকই, ওকে ঘিরে ঘটতে শুরু করেছে বীভৎস সব ঘটনা... '

'বীভৎস ঘটনা তো আগেও ঘটতো, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঘটতো। কিন্তু এগুলো তো লীনা জেনে করে না, তন্দ্রাবতী। একটা মানুষের রাগ-কষ্ট-দুঃখ-অভিমান সবকিছুরই প্রভাব চারপাশের পরিবেশে দুর্ঘটনার রূপে জানান দিচ্ছে, এতে তার কী দোষ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তন্দ্রাবতী, 'মানুষ না, পিশাচী!'

'হোক পিশাচী। কিন্তু এই কাজগুলো সে ইচ্ছা করে করে না। সে এক প্রচন্ড তীব্র শক্তি, এমন এক শক্তি যাকে প্রকৃতি নিজেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইনফ্যাকট, সে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। গর্ভাবস্থায় দুর্ঘটনার পরিমাণ বেড়েছে কারণ লীনার মুড সুইং অনেক বেশি হচ্ছে, অনেক তীব্রভাবে হচ্ছে। কিন্তু সে তো স্বেচ্ছায় কারো কোন ক্ষতি করছে না। করছে কী? মাদার নেচারের সাথে একটা অদ্ভুত আর ভয়ংকর বন্ধনে আবদ্ধ মেয়েটা। তার জন্ম প্রকৃতির বুক চিড়েই, কিন্তু প্রকৃতির পরম অবাধ্য সন্তান সে। এমন এক প্রচন্ড, প্রবল শক্তি যার প্রভাবে বদলে যায় মহাকালের হিসাব নিকাশ। কিন্তু এতে তার কি দোষ বলো? সে ইচ্ছা করে করছে না কিছুই...'

'আপনি নিশ্চিত যে ইচ্ছা করে করছে না?' পূর্ণ চোখে তাকায় তন্দ্রাবতী। 'আপনি নিশ্চিত সাহেব?'

'কী বলতে চাইছো, আমাকে খুলে বলো প্লিজ। এই রহস্য রহস্য খেলা আমার আর ভালো লাগছে না...'

'আপনার স্ত্রী খুঁজতে শুরু করেছেন সেই প্রাচীন পুস্তক! মানুষের চর্মের গায়ে মানুষেরই রক্ত দিয়ে লিখিত সেই পুস্তক, যাতে লিপিবদ্ধ আছে সৃষ্টি জগতের সকল ভয়াবহতার গোপন রহস্য। এই সেই জীবন ও মৃত্যু পুস্তক, যা প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলোর চাইতেও প্রাচীন। এর বিনাশ নেই, ক্ষয় নেই, মহাকালের ছায়া সামান্যতমও সম্মান করে না একে। এর সমস্ত অন্ধকার জ্ঞান একত্রে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারে কেবল আর কেবল একজন- শায়াতিন স্বয়ং! এই পুস্তক যে ব্যবহার করে ঘটানো

BanglaBook.org

সম্ভব সেই ভয়াল বিনাশ, যার জন্য আপেক্ষা করছে সমস্ত বিশ্ব। যাকে আমরা পৃথিবীর শেষ দিন বলি!'

'আমি বিশ্বাস করি না, তন্দ্রাবতী। লীনা কখনো আমাকে না জানিয়ে কিছু করবে না। এই পুস্তকের খোঁজ তাঁর প্রয়োজন হলে সে নিশ্চয়ই আমাকে বলতো। আমাদের দুজনের মাঝে কোন দূরত্ব নেই, কোন গোপনীয়তা নেই, কোন রাখঢাক নেই। তোমার কোথাও কোন ভুল হচ্ছে।'

'আমার ভুল হচ্ছে না, সাহেব। ভুল আপনার হচ্ছে! আপনি মনে করুন, খুব মন দিয়ে নিজের গভীর ডুব দিন আর মনে করুন সেই জীবনের কথা যখন আপনি জন্মেছিলেন সত্যনারায়ণ রূপে। এই জন্মের ঠিক আগের জন্মের কথা, যখন আপনি ছিলেন জীবন ও মৃত্যুর এই মহান পুস্তকের প্রহরী। মহাকাল ও প্রকৃতি মাতা আপনাকে নিযুক্ত করেছিল এই পুস্তকের প্রহরীদের একজন হিসাবে।'

'সত্য নারায়ণ আমার কাছে অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া...'

'মনে করুন, সাহেব... মনে করুন! আপনার স্মৃতির মাঝেই লুকায়িত আছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর।' উঠে এসে আয়ানের পাশে বসে তন্দ্রাবতী। হাত রাখে হাতে। 'আমি আপনাকে মনে করতে সাহায্য করবো। একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে সব আপনার। আপনি জেনে যাবেন আপনাকে এখন কী করতে হবে। আমাদের সাথে সময় খুব কম, সাহেব। খুব কম সময়। তিনি যদি পুস্তকটি পেয়ে যান, তবে মানব সভ্যতার বুকে নেমে আসবে সেই দিন যা কেবল এতদিন আমাদের কল্পনাতে ছিল। বিনাশ ঘটবে সকল সৌন্দর্য্যের। বিনাশ ঘটবে সকল আলোর... বিনাশ ঘটবে চিরতরে।'

'আমি মানুষ, তন্দ্রাবতী। অতি সাধারণ একজন মানুষ। এই কঠিন কাজ করার ক্ষমতা আমার মাঝে নেই।'

'আপনি কেবলই মানুষ নন,সাহেব। আপনি সেই মানুষ, যে সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণ করেছেন এই পৃথিবীর বুকে। আপনি সৃষ্টির সেই আদিমতম পুরুষ যে পাড়ি দিয়েছে হাজার হাজার বছরের যাত্রা। আপনার ক্ষমতা অসীম, গভীর আপনার প্রজ্ঞা, প্রবল আপনার অন্তরের শক্তি। নিজের গভীর ডুব দিন, সাহেব। নিজের অতল থেকে খুঁজে আনুন সেই সত্য, যা জীবন আপনাকে শিখিয়েছে।'

BanglaBook.org

'আমি জানিনা আমাকে কী করতে হবে...' বিষন্নতার অতলে ডুবে যেতে যেতে উচ্চারণ করে আয়ান। সে তো বেশি কিছু চায়নি জীবনের কাছে। সেই প্রথম থেকে, যখন তার জন্ম হয়েছিল লীও নামের এক শিকারি পুরুষ রূপে... তখন থেকেই তো তার কেবল আর কেবলমাত্র একটি চাওয়াই ছিল। ভালোবাসার মেয়েটির হাত ধরে একটা ছোট্ট জীবন। খুব কি বিশাল কিছু এই চাওয়া? খুব কি বড়? নিয়তি কি পারে না তার এই সামান্য চাওয়াটিকে পূরণ করতে?

খুব মলিন এক টুকরো হাসি ফোটে তন্দ্রাবতীর মুখেও। যেন মনে মনেই সে পড়ে নেয় আয়ানের মনের কথা। পড়ে আর কষ্ট পায়।

'হ্যাঁ, সাহেব। আপনার চাওয়াটি পূরণ করা কঠিন। খুব কঠিন। কারণ আপনি কোন সাধারণ রমণীকে ভালোবাসেন নি। আপনি ভালোবাসার দুঃসাহস করেছিলেন স্বয়ং শায়াতিনকে!'

১১) ..... ভীষণ চমকে উঠে তন্দ্রাবতীর দিকে তাকায় আয়ান।

এটা কী বলছে মেয়েটি আর কেন বলছে? এমন একটি ভয়ংকর কথা বলার অর্থ কী? কী এমন জানে এই মেয়েটি যা সে জানে না।

খুব আলতো করে আয়ানের হাতে হাত বুলায় রহস্যময় পাহাড়ি জ্যোতিষী, যেন স্পর্শে জানায় সান্ত্বনা। 'সত্যনারায়ণকে মনে করুন, সাহেব। সত্যনারায়ণ জানে সকল সত্য। এমন এক সত্য যা আপনার বর্তমান অস্তিত্ব এখনো জানতে পারেনি...'

'আমি জানতে চাই না!'

'জানতে যে হবেই! থিও তার জীবনে যে ভুলের সূচনা করেছিল, সত্য নারায়নে এসে উদঘাটিত হয়েছিল সেই পরম সত্য। এখন সময় হয়েছে, সাহেব। এখন সময় হয়েছে সে সত্য আপনিও জেনে নিন। থিও কোন সাধারণ মানুষকে ভালোবাসেনি। থিও ভালোবেসেছিল স্বয়ং শায়াতিনকে। প্রকৃতি আর শায়াতিনের মাঝে এই দ্বন্দ চিরন্তর। প্রকৃতি যখন যখন শায়াতিনের বিনাশ করেছে, তখবার নতুন নতুন অস্তিত্বের মাঝে পুনর্জন্ম হয়েছে তার। প্রকৃতি বিনাশ করেছে, শায়াতিনের পুনরুত্থান ঘটেছে... আর এভাবেই চলছে সৃষ্টির সেই শুরু থেকে!'

'প্রকৃতি আর শায়াতিনের যুদ্ধে সর্বদা শায়াতিন পরাজিত হবে...' বিড়বিড় করে আয়ান। 'আর একারণেই আমরা দুজনে কখনো এক হতে পারিনি? কখনো জেতাতে পারিনি আমাদের ভালোবাসাকে?'

BanglaBook.org

'কারণ শায়াতিনকে ভালোবাসা যায়না, সাহেব! আপনি সেই গর্হিত অন্যায় করেছেন যা মহাকাল ও প্রকৃতি কখনো ক্ষমা করতে পারেনি। আপনি ভালবেসেছেন সৃষ্টির প্রথম শায়াতিনকে, ভালবেসেছেন সেই অন্ধকার শক্তিকে- প্রকৃতির সাথে যার দ্বন্দ চিরকালের। নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই পৈশাচিক শক্তিকে, যে ক্ষমতা রাখে সাজানো এই সৃষ্টিজগতকে অন্ধকারে ছেয়ে দেয়ার। আপনার ভালোবাসা "তাঁকে" প্রতিনিয়ত শক্তিশালী করেছে, আপনার ভালোবাসা বর্ম হয়ে "তাকে" রক্ষা করেছে। বারবার তাই ফিরে এসেছে সে ধরণীর বুকে, প্রত্যেকবার হয়ে আগের চাইতেও অধিক শক্তিশালী। আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা শায়াতিনকে অমর করে দিয়েছে, সাহেব! প্রতিবার "তাকে" নতুন জীবন দান করেছে।'

'কী বলতে চাও তুমি? তুমি বলতে চাও যে সৃষ্টি জগতের সকল বিশৃঙ্খলা কেবল আমার কারণে? কারণ আমি সাক্ষাৎ শায়াতিনের প্রেমিক? তুমি বলতে চাও যে আমার কারণেই পৃথিবীতে সকল অন্ধকারের বিস্তার?'

'আমি শুধু এটাই বলতে চাইছি যে আপনি এমন এক শক্তির প্রেমিক, সৃষ্টি জগতে যার অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়। আমি বলতে চাইছি এই যে, আপনার স্ত্রী সেই অপশক্তি যার বিনাশ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনি নিজে সেই অপশক্তির ঢাল, আপনার ভালোবাসা তার শক্তির উৎস। প্রকৃতির সকল নিয়মের বাইরে এক নিদারুন বিশৃঙ্খলা সে, যার বিনাশ অবিলম্বে জরুরী। নতুবা এই জগতে আর কোন আলো অবশিষ্ট থাকবে না!'

'তুমি বলতে চাও যে আমার ভালোবাসার কোন মূল্য নেই, এই যে জন্মের পর জন্ম আমরা যে ভালোবাসার গল্প বুনে চলেছি... সেগুলো কেবলই অর্থহীন?'

'আমি শুধু বলতে চাইছি যে আপনার জানাশোনার বাইরেও সত্য আছে। এমন কোন সত্য, যা আপনাদের ভালোবাসার চাইতেও অনেক অনেক বড়। আমি এটা বলছি না যে আপনার ভালোবাসা মিথ্যে। কিন্তু হ্যাঁ, এটা সত্য যে শায়াতিনের বিনাশ কেবল আপনার দ্বারাই সম্ভব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না!'

'আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না। বিশ্বাস করবেন কেবল নিজেকে, নিজের স্মৃতিকে। যা এখন আপনার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, সেই সত্যগুলোই তখন আপনি জানতেন যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্যনারায়ণ রূপে। সত্যনারায়ণ উদ্ঘাটিত

BanglaBook.org

করেছিল সহস্র সহস্র বছরের প্রাচীন সেই রহস্য। আর সেই রহস্য উদ্ঘাটনে পার হয়ে গেছে তার জন্ম জন্মান্তর!'

'সত্যনারায়ণ জানতো যে তার জেনিফারই শায়াতিন?'

'হ্যাঁ, জানতো!'

'সত্যনারায়ণ জানতো যে সে এক অন্ধকার অপশক্তির জন্মান্তরের প্রেমিক?'

'হ্যাঁ, জানতো। কারণ সত্যনারায়ণ ছিল জীবন ও মৃত্যুর সেই পুস্তকের প্রহরী, যাকে মাতা প্রকৃতি কখনও "তাঁর" হাতে তুলে দিতে চায়নি।'

'সব জানার পর সত্যনারায়ণ কী করেছিল?'

'তাই-ই করেছিল, যা এই জন্মে আপনাকে করতে হবে! ভালোবাসার চাইতে কর্তব্য বড় হয়, সাহেব।'

'না না না... আমি পারবো না!'

'আপনাকে পারতেই হবে। পৃথিবীর সকল শুভশক্তি আপনার আশায় পথ চেয়ে আছে। আপনি সৃষ্টিজগতের শেষ আশার আলো!' দুহাতে আয়ানের মুখখানা আগলে ধরে তন্দ্রাবতী আর তার কপালের সাথে মিশিয়ে দেয় নিজের কপাল। এতটাই একান্তে যে মেয়েটির নিঃশ্বাসও অনুভব করতে পারে আয়ান নিজের নিঃশ্বাসের মাঝে। 'আমি সাহায্য করছি, সাহেব। আপনি মনে করুন! আপনি মনে করুন যে কী হয়েছিল আর কেন হয়েছিল। আপনি মনে করুন!'

'আমি পারবো না, তন্দ্রাবতী। প্লিজ, আমি পারবো না। আমি মনে করতে চাই না। আর কদিন বাদেই আমাদের সন্তান জন্ম নেবে... আমাদের হাজার হাজার বছরের সাধনা পরিপূর্ণতা পাবে। আমি কিচ্ছু চাই না... আমি কেবল নিজের স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে সুখী জীবন পার করে যেতে চাই!'

'মানুষ চাইলেই কি সব মেলে? চেষ্টা করতে হয়, নিজের নিয়তির দায় নিজেকেই নিতে হয়, সাহেব। নিজেকেই নিতে হয়...'

'আমি অস্বীকার করি এই নিয়তি।'

BanglaBook.org

'মেনে আপনাকে নিতেই হবে। মহাকালের নিয়ম পরিবর্তনের আমি-আপনি কেউ নই। আমাদের হাতে সময় কম, খুব কম... "তিনি" খুঁজতে শুরু করেছেন জীবন ও মৃত্যুর সেই ভয়াল পুস্তক। "তিনি" খুঁজে পাবার আগেই আমাদেরকে যা করার তা করতে হবে... আপনাকে মনে করতে হবে আপনার অতীত। মনে করতে হবে নিজের পূর্বজন্মের স্মৃতি আর নির্ধারণ করতে হবে নিজের কৃতকর্ম।'

'আমার লীনা মানুষ... আমি জানি সে মানুষ!'

'হয়তো আপনার ভালোবাসাই তাঁকে আবারও মানবী করে তুলবে!... মনে করুন, সাহেব। ডুব দিন নিজের স্মৃতির অতলে। মনে করুন, সাহেব। মনে করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনি ছিলেন জীবন ও মৃত্যুর পুস্তকের প্রহরী, যখন আপনি নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করতেন পুস্তকটি... যে পুস্তক আজও খুঁজে চলেছে শায়াতিন!'

শত শত বছরের পূর্বের অতীতে যাত্রা শুরু করে আয়ানের মন। নিজের অস্তিত্বের নির্যাস নিংড়ে ফিরে যেতে শুরু করে সেই প্রাচীন স্মৃতিতে...

অথচ তন্দ্রাবতীর সাদামাটা, রংচটা টিনের ট্রাঙ্কেই তখন পড়ে ছিল জীবন ও মৃত্যুর সেই পরম আকাঙ্খিত পুস্তকটি। কাপড়ের ভাঁজে ছিল নিখুঁত নিপুণতায় লুকায়িত। নিজের অতীত স্মৃতিতে আস্থা রাখলে আয়ান হয়তো আরও অনেক অনেক আগেই বুঝতে পারতো তন্দ্রাবতীর সত্যিকারের পরিচয়।

১২) ..... জানে না কেন, আপামনিকে দেখলেই নার্গিসের বুক শুকিয়ে আসে। তার বয়সটা হয়তো খুব অল্প, কিন্তু এই বারো বছরেই সে বেশ বুঝতে শিখেছে যে কাকে ভয় পেতে হয় আর কাকে হয় না।

এই আপামনির মত মানুষদের ভয় পেতে হয়। খুব ভয় পেতে হয়!

যদিও আপামনিকে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। আপামনি মেয়েটা যত ভালো, এতটা ভালো অন্য কোন মানুষকে সে দেখেনি। সে কাজের মেয়ে তো কী হয়েছে, আপামনি তাকে নিজের মেয়ের মত আদর করে। সত্যি সত্যি করে। সকাল বেলা সে যখন কাজে আসে, খুব আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে- "নার্গিস মা, আজকে কী খাবি?"

শুধু জিজ্ঞাসা করা না, মানুষটা সত্যিই তাকে নিজ হাতে নাস্তা বানিয়ে দেয়। অন্য বাড়ির মত কাজের লোকের জন্য বরাদ্দ মোটা মোটা রুটি আর বাসি ভাজি নয়, বরং

BanglaBook.org

বাসার সাহেব-বেগমদের নাস্তা! একেকদিন একেক জিনিস রাঁধে আপামনি। কোনদিন লুচি-হালুয়া, কোনদিন ঘিয়ে ভাজা খাস্তা পরোটা আর আলুর দম, কোনদিন তাজা সবজি দিয়ে ঝাল ঝাল ভুনা খিচুড়ি। ওপরে বেশি করে ঘি ছড়িয়ে দেয়, বেশি করে পেঁয়াজ-ধনে পাতা দিয়ে ভেজে দেয় ডিম। মাঝে মাঝে খাওয়ায় প্যানকেক নামের একটা খাবার, বেশি করে মধু দিয়ে মেখে।

কী যে মজাদার!

নার্গিস জীবনেও এত ভাল ভাল খাবার খাওয়ার কথা কল্পনা করেনি। আপামনি নিজে কিছুই খায় না, যত্ন করে কেবল তার জন্যই রাঁধে। শুধু তাই না, আপামনি বলেছে সামনের মাসে তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দেবে। বই-খাতা কিনে দিয়েছে, সুন্দর সুন্দর ফ্রকও কিনে দিয়েছে নিজে বাজারে নিয়ে গিয়ে।

এ বাড়িতে নার্গিসের কাজকর্মও তেমন নেই, কেবল আপামনির সাথে সাথে থাকা আর একটু-আধটু সাহায্য করা। মানুষটা পোয়াতি, একটু একটু বড় হতে শুরু করেছে তলপেট। এখন আর সে নিজে ঘর পরিষ্কার করতে পারে না, কাপড় ধুতে পারে না। পা দুটোতে পানি জমে ঢোল হয়েছে, এক টানা দাঁড়িয়ে থেকে কোন কাজও সেভাবে করতে পারে না।

নার্গিস করে সমস্ত কাজ। খুব মন দিয়ে করে যেন আপামনির কোন কষ্ট না হয়। কারণ আপামনিকে সে ভয় পায়... প্রচন্ড ভয় পায়!

না, আপামনি কিন্তু কক্ষনো বকেনি। কক্ষনো গলা উঁচু করে না সে। মানুষটা শান্ত, স্থির... আকাশের মত। কিন্তু তবুও মানুষটাকে ভয় করে। প্রচন্ড, প্রচন্ড , প্রচন্ড ভয়! মাঝে মাঝে মানুষটা কাছে ডেকে নিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করে- "কী রে মা, আমাকে এত ভয় পাস কেন? আমি কি এতই খারাপ?"

জবাব দিতে পারে না তখন নার্গিস, পা জোড়া ঠক ঠক করে কাঁপে। জানে না কেন এই মানুষটার আশেপাশে এলেই বুকের মাঝে প্রচন্ড ধড়ফড় করতে শুরু করে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয় বারবার, পা জোড়া বলে এক্ষুনি দৌড়ে পালিয়ে যেতে! হয়তো অনেক আগেই চলে যেতো। এই ভালো খাবার, ভালো পোশাক, স্কুলে ভর্তির স্বপ্ন- কিচ্ছুই আটকে রাখতে পারতো না এই অদ্ভুত মানুষটির সাথে। যাওয়া হয় না কেবল সৎ মায়ের কারণে। সৎ মা জমিলা যে আপামনির চাইতেও ভয়াবহ! জমিলাকে সে ভয় পায় না, যদিও কাজ ছেড়ে গেলে জমিলা মারতে মারতে আধমরা করে ফেলবে।

BanglaBook.org

খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাকা দেবে শরীরের এখানে সেখানে। না খাইয়ে রাখবে আরেকটা কাজ পাওয়া পর্যন্ত।

নার্গিস জমিলাকে ভয় পায় না, কিন্তু জমিলার মারকে পায়।

তাই মনের ভয় মনে চেপে আপামনির সাথেই থাকে। মন বারবার বলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। রোজ বলে, প্রত্যেক মুহূর্তে বলে। কিন্তু নার্গিস মনের সাথে জোর করে। মনের সাথে জোর করে আপামনির ঘরের কাজগুলো করে দেয় চুপচাপ। আর কাজ শেষ হতেই প্রায় দৌড়ে বেড়িয়ে যায় বাড়ি থেকে।

কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। আজ কাজ ছিল না কোনই, দিনটা এমনি এমনিই কেটে গেছে। বেলা বারোটা না বাজতেই চারদিক কালো করে মেঘ ঘনিয়ে এলো। সে কী মেঘ! গুড়গুড় আওয়াজ করতে করতে ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেলো চারদিক। আর তারপর...

বৃষ্টি!

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বৃষ্টি। ঘন কালো মেঘ গুলো যেন ফোঁস ফোঁস করছিল ভয়ংকর একটা মস্ত অজগরের মত। ভীষণ ঠান্ডা পানি মেঘের বুক ভেঙে পড়তে শুরু করলো অঝোর ধারায়। সে কি বড় বড় পানির ফোঁটা, বরফের মত শীতল। গায়ে পড়লে মনে হয় যেন লক্ষ সুচ একসাথে বিধিয়ে দেয়া হচ্ছে শরীরে।

ভয়ংকর প্রচন্ড এক বৃষ্টিতে সাদা হয়ে গেলো চারদিক। স্রেফ সাদা! কিচ্ছু দেখা যায় না চারদিকে কেবল বৃষ্টির সাদা ফোঁটা ছাড়া। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম...

একটানা কেবল ঝরেই যাচ্ছে আর ঝরেই যাচ্ছে, থামার কোন নামগন্ধ নেই। এবং আপামনি তার বাগানের মাঝে দাড়িয়ে আছে স্থির। ঠিক যেন ঠান্ডা জমে বরফ হয়ে গেছে। কিংবা পাথরের মূর্তি কোন। কোন নড়াচড়া নেই, প্রানের কোন লক্ষণ নেই।

হ্যাঁ, আপামনি এই প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝেই বাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। নার্গিস কয়েকবার গিয়ে আপামনিকে টেনে ভেতরে আনার চেষ্টা করেছে, কোন লাভ হয়নি। মানুষটা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছে, ভারী আর অনড়। বাগানের গাছগুলো দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে প্রচন্ড বৃষ্টির ছাঁটে, আপামনি সেসবের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত স্থির।

BanglaBook.org

ঘড়িতে সন্ধ্যা ৬ টার কাঁটা ছুঁই ছুঁই, প্রায় ৬/৭ ঘণ্টা যাবত মানুষ একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী করবে এখন? চলে যাবে, নাকি অপেক্ষা করবে আপামনি ঘরে ফেরার জন্য। কিন্তু এই বৃষ্টির মাঝে যাবেই বা কী করে? আবার না বলে চলে গেলে আপামনি যদি রাগ করে? কিংবা ভাইয়া যদি বকে আপামনিকে এমন একলা ফেলে চলে গেলে?

টেনশনে কুল কুল করে ঘামে নার্গিস।

এটা নতুন নয়, আপামনিকে আগেও এমন দেখেছে যে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঠা ঠা রৌদ্রের মাঝেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সারাদিন। কখনো কখনো দেখেছে সারাটাদিন একটা চেয়ারেই বসে থাকতে। নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। কখনো কেবল ঘুমিয়েই পার করে দিতে দেখেছে সম্পূর্ণ দিন। এমন ঘুম, চট করে দেখলে মনে হয় যে মরে গেছে!

আর অপেক্ষা করে না বারো বছরের মেয়েটি, বৃষ্টি একটু ধরতেই দ্রুত পা চালিয়ে রওনা হয় নিজের বাড়ির দিকে। কারণ সে জানে...

খুব ভালো করে জানে যে আপামনি এমন আচরণ করলে কী হয়।

আপামনি যখন এমন আচরণ করে, কোথাও না কোথাও অনেকগুলো মানুষ অবশ্যই একসাথে মারা যায়!

১৩) ..... নিরেট পাথরের বুনোটে তৈরি চতুর্ভুজাকৃতির মন্দির, একদম মধ্যভাগের বিশাল স্থানটি খোলা ও গোপনে লুকায়িত। পাথরে বাঁধাই করা সেই উন্মুক্ত উঠোনের ঠিক মাঝে আছে এক পবিত্র জলাশয়, যাতে ফুটে রয়েছে পবিত্র পদ্ম। চাঁদ যখন প্রতিদিন আকাশের বুকে উদিত হয়, ঠিক তখনই জলাশয়টি ঘিরে একত্রিত হন প্রহরী পুরোহিতেরা। তাদের হাতে থাকে মন্ত্রসিদ্ধ পুঁথি, মন্দিরের ও ভয়াল পুস্তকের সুরক্ষার জন্য মন্ত্র পাঠ করেন তারা। মন্ত্র পাঠ করেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম পুস্তকের প্রহরায় নিযুক্ত থাকার প্রতিজ্ঞায়।

প্রতিদিনের মতই প্রধান পুরোহিত জলাশয়ের পানে অগ্রসর হন ধীর পায়ে। আকাশে মাত্রই ফুটে উঠেছে ক্ষীণকায় চাঁদ, ঝকমক করছে এক টুকরো রুপোর মত। সকলের সম্মিলিত মন্ত্র উচ্চারণে বদলে গিয়েছে পরিবেশ, ধুপ ধুনোর মিষ্টি সুবাস মন্দিরের আনাচে কানাচে। জলাশয়ের স্বচ্ছ টলটলে পানিতে পড়েছে আকাশের ছায়া...

BanglaBook.org

প্রধান পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন, চুল-দাঁড়ি এখন শ্বেতশুভ্র তার। পরনের গেরুয়ায় আবছায়া অন্ধকার প্রতিফলিত হয়ে বড় অপার্থিব দেখায় তাকে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে এক মুঠো ছাই ছুঁড়ে দেন তিনি জলাশয়ের পানিতে। এই ছাই সাধারন কিছুই নয়, বরং পূর্ববর্তি পুরোহিতগনের দেহ ভস্ম যা অলৌকিক ক্ষমতা দেয় ত্রি ভুবনের সকল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ দেখার। মন্দির থেকে এক পা বাইরে না রেখেও অবলোকন করা যায় সমস্ত পৃথিবী।

জলাশয়ের স্বচ্ছ পানির আয়নায় খুব ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে একটি চিত্র। মহারাজের শিকার মহলের চিত্র। বিশালাকৃতির হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘেরা ঘুরপাক খাচ্ছে মহলটি ঘিরে ঘিরে। গর্জন ছাড়ছে মুহুর্মুহু ভেতরে ঢোকার প্রত্যাশায়। একটি জানালায় দেখা যাচ্ছে শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ছেলেটির মুখ, বন্দুক হাতে বাঘেদের দিকে নিশানা তাক করার চেষ্টা করছে সে...

খুব সূক্ষ্ম দুশ্চিন্তার রেখে ফুটে ওঠে প্রধান পুরোহিতের গম্ভীর মুখশ্রীতে।

'মূর্খ বালক! ধরা ছোঁয়ার সীমার বাইরেও যে অশরীরী অস্তিত্বেরা থাকে, এই সাদা চামড়ার লোকেরা সেটা কখনোই বুঝবে না। কী নিদারুন মূর্খতা!'

'মূর্খ বলেই তো তাদের আগমন ভয়াল পুস্তকের খোঁজে, মহান ঋষি। হায়! যদি তারা জানতো সেই পুস্তকের সত্য!'

'তারা জানে... সকলে হয়তো নয়, কিন্তু এই শ্বেতাঙ্গিনী জানে পুস্তকের সত্যিকারের পরিচয়। এই পুস্তকের জন্যই তার এই কঠিন তপস্যা। পুস্তকের খোঁজে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সে! ছিনিয়ে নিতে এসেছে আমাদের পরম যত্নে লুকায়িত জ্ঞান।'

জলাশয়ের আয়নায় ভেসে উঠেছে সোনালী চুলের বিদেশিনীর মুখ। জ্বরতপ্ত চেহারা, তীব্র জ্বরের ঘরে প্রলাপ বকছে সে। প্রলাপ বকছে ইংরেজী নয়, বরং অন্য কোন বিজাতীয় ভাষায়। মাথায় জ্বর পট্টি দিচ্ছে বৃদ্ধ বিদেশী লোকটা, চোখেমুখে ভয়ানক চিন্তার ছাপ। মেয়েটির প্রলাপ বকার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে...

জানে না কেন, চিত্রটি দেখে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা কাজ করে সত্যনারায়ণের বুকের গভীরে। প্রথম দিনের মত আজও মনে হয় মেয়েটি ভীষণ চেনা! যদিও এর পূর্বে কোন সোনালি চুলের মেম সে দেখেনি। কিন্তু মেয়েটির মুখটি দেখামাত্র বুকের মাঝে মোচড় দিয়ে ওঠে...

BanglaBook.org

এমন কেন লাগছে? তার এমন কেন লাগছে?

না, মেয়েটির অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য তাকে মুগ্ধ করেনি। সে ব্রহ্মচারী ব্রত পালনের জন্য দীক্ষা নেয়া পুরুষ, নারীর সৌন্দর্য্য তাকে প্রভাবিত করে না। অন্য কিছু আছে, অন্য কিছু একটা... কিন্তু সেটা কী? কেন লাগছে মেয়েটিকে এমন পরিচিত?

'এভাবে কাজ হবে না।' বলে ওঠেন তেরো জনের একজন। 'তারা এখান থেকে সহজে যাবে না, মহান ঋষি। পূর্ণিমা সমাগত, এর পূর্বেই আমাদের অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।'

'চলে যাবার থাকলে বহু পূর্বেই তারা চলে যেতো।' বলে আরেকজন। 'অতীতেও পুস্তকের সুরক্ষায় আমরা নিয়েছি অসম্ভব কঠোর সব সিদ্ধান্ত। এবারো তার ব্যত্যয় হওয়া উচিত নয় কোনভাবেই।'

'তারা নিরস্ত্রও নয়। বরং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত আমাদের বিনাশ করার লক্ষ্যে। অনুমতি দিন মহান ঋষি, আর দেরি করা আমাদের উচিত হবে না।'

'এখানেই একটি দ্বিধা আছে, প্রশ্ন আছে... ' আস্তে আস্তে বিষন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন প্রধান পুরোহিত। স্থির দৃষ্টিতে তাকান সত্যনারায়ণের চোখে। 'হ্যাঁ, বাছা। তুমি যা ভাবছো, সেটাই সত্য। দিনের পর দিন নিজের যে স্বপ্নের কথা তুমি বলেছো আমাকে, রাতের পর রাত পূর্বজন্মের যে স্মৃতি স্বপ্নে দেখে উতলা হয়েছো... তোমার সামনে সেই মানুষ উপস্থিত! এই শেতাঙ্গিনীই তোমার পূর্ব জন্মের প্রেমিকা!'

বুকের মাঝে ধড়াস করে একটি শব্দ হয়, তবুও নিজেকে প্রাণপণ ধরে রাখার চেষ্টা করতে থাকে সত্যনারায়ণ। মহান ঋষি যা বলছেন, সেটা কি আসলেই সত্য? এই মেয়েটিই তার পূর্ব জন্মের প্রেমিকা? যে মেয়েটির স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে প্রতিটি রাতে, এটাই কি তবে সেই নারী?

'হ্যাঁ, সে তোমার সেই প্রেমিকাই বটে। কিন্তু তার আসল পরিচয় সে শয়তানি শক্তির বাহক, এক চরম অশুভ শক্তি। এই সেই অস্তিত্ব, যার মাধ্যমে শায়াতিন বারবার ফিরে আসেন ধরণীর বুকে।'

'আমরা বুঝতে পারছি না, মহান ঋষি। আমাদের আলোকিত করুন।'

'আমাদের এই সৃষ্টি জগতের এই যে অসম্ভব সুন্দর বিন্যাস, এই বিন্যাস কে নিয়ন্ত্রণ করেন? প্রকৃতি! প্রকৃতি মা পৃথিবীকে চালান নিখুঁত নিপুন ছন্দে। মহাকাল,

BanglaBook.org

নিয়তি ও প্রকৃতি- সবগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত। তাদের নিখুঁত শৃঙ্খলায় বেঁধে দেয়া হয়েছে যেন পৃথিবীটা চলতে পারে নিজস্ব ছন্দে। কিন্তু আলোর অপরপিঠে যেমন থাকে অন্ধকার, তেমনই আছে এই নিখুঁত শৃঙ্খলার বিপরীতে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা। এক অশুভ শক্তি, যা কেবলই ছড়ায় অন্ধকার ও অন্ধকার।'

'প্রজ্ঞাবান মহান ঋষি, আমাদের বিস্তারিত জানান।'

বাতাসে অনেক অনেকক্ষণ ভেসে থাকে একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ। তারপর সরোবরের পানিতে আবারও মুঠো মুঠো দেহভস্ম ছুঁড়ে দেন প্রধান পুরোহিত। ছোট্ট সরোবরের অতিকায় এক মূর্তির ছবি। যার শরীর পেশীবহুল, মাথা টেকো। বুকের কাছে সুডৌল দুটি স্তন, পিঠে আছে অতিকায় দুটি শক্তিশালী ডানা। চেহারাটা ঝাপসা, বোঝা যায় না পরিষ্কার। কিন্তু গোটা অস্তিত্বটা জুড়েই কেমন একটা ভয়াল আর বীভৎস ব্যাপার আছে। দেখা মাত্র শিরশির করে ওঠে শরীরের মাঝে কোথাও।

'সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই অসংখ্য রূপে অশুভ শক্তির আরাধনা করেছে মানুষ। নিজের কল্পনার জাল বুনে শত শত মূর্তি তৈরি করেছে তার। কিন্তু সেসব সকলই ভ্রম! অশুভ শক্তির কোন চেহারা থাকে না, থাকে কেবল ঘন আঁধার। আর সেই আঁধারের অর্চনা মানব সভ্যতার সেই শুরু থেকেই করে এসেছে মূর্খ মানবের দল... এই মূর্তিটিকে খুব ভালো করে দেখুন পুরোহিতগন। কথিত আছে যে এটাই হচ্ছে শায়াতিনের সেই প্রথম মূর্তি, যার পুজো করতো আদিম একদল মানুষ। আলো হতে মুখ ফিরিয়ে তারা মন দিয়েছিল অন্ধকারের আরাধনায়। কারণ তারা বিশ্বাস করতো এই সৃষ্টিজগত এক মিথ্যা বিভ্রম। আর সেই বিভ্রম থেকে মুক্তি দিতে পারবে কেবল আর কেবল শায়াতিন!'

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শোনে সবাই। সরোবরের পানিতে ফুটে ওঠে এবার এক নারী মুখ। রোদে পোড়া তামাটে রঙ তার, মাথায় দিঘল কালো চুল। চোখ জোড়া সবুজ পান্নার মতন মোহনীয়, শরীরে অদ্ভুত এক শক্তিমত্তার আভাস। ছবিতে দেখা যায় মেয়েটিকে ঘিরে নৃত্য করছে একদল নগ্ন মানুষ, তাদের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কোন কিছুকে আহবান করছে তারা।

'এই আদিম মানবীর নাম লীমা। সহস্র সহস্র বছর পূর্বে পৃথিবীর আদিমতম এক গোত্রে জন্ম তার, জন্ম এক খুব বিশেষ মুহূর্তে। কথিত আছে তার জন্ম হয়েছিল এক বৃক্ষের গর্ভে! হ্যাঁ... এক বৃক্ষের গর্ভে জন্ম এই নারীর। যে বৃক্ষটিকে ঘিরে ছিল এই আদিম গোত্রের বসবাস, সেই বৃক্ষ যেদিন ঢলে পড়লো বয়সের ভারে- তার কোটর

BanglaBook.org

থেকে বের হয়েছিল এক ছোট্ট বালিকা। এই মেয়েটি! আরও কথিত আছে যে বালিকার নির্দেশেই বৃক্ষটির কারু খোদাই করে তৈরি হয়েছিল শায়াতিনের অবয়ব... শায়াতিনের প্রথম মূর্তি! গোত্রের মানুষেরা বিশ্বাস করতো যে এই বালিকার রূপে ধরণীর বুকে প্রথম জন্মগ্রহণ করেছে অন্ধকার শক্তি, জন্মগ্রহণ করেছে সৃষ্টির প্রথম শায়াতিন!'

এরপর সরোবরের জলে খুব দ্রুত ভেসে যায় অনেকগুলো দৃশ্য, অনেক গুলো খন্ড খন্ড ছবি।

'... সেই বালিকা নারী হলো। আর পরিপূর্ণ নারী রূপে সে আত্মহনন করেছিল প্রাচীন এই মূর্তির সামনে, ওয়াদা করেছিল ফিরে আসার। হ্যাঁ, প্রকৃতি, নিয়তি ও মহাকালের সম্মিলিত চেষ্টায় তাকে হত্যার সুপরিকল্পিত জাল রচনা করা হয়েছিল। সমূলে বিনাশ করার ব্যবস্থা হয়েছিল অন্ধকারের সকল প্রতিরূপ। কিন্তু তা সফল হয়নি। লীমা নামের এই প্রাচীন নারী সকল পরিকল্পনা তুচ্ছ করে আত্মহত্যা করেছিল, সে জীবন দান করেছিল প্রেমিকের খঞ্জরের নিচে। প্রেমিক তার বুক চিড়ে বের করে নিয়েছিল ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিন্ড এবং সে নিয়েছিল প্রেমিকেরটা... এবং তুমি সত্যনারায়ণ, তুমিই হচ্ছো সেই প্রেমিক!'

'আমি মহান ঋষি!! আমি? ভয়াল পুস্তকের সুরক্ষায় নিয়োজিত আমি খোদ শায়াতিনের প্রতিরূপের প্রেমিক।'

'ভাগ্যের ফেরে সেটাই সত্য, বাছা। সেটাই সত্য! এরপর সহস্র সহস্র বার পৃথিবীতে ফিরে আসার চেষ্টায় জন্মগ্রহণ করেছে এই নারী, যাকে সকলে জগতের সকল অন্ধকার শক্তির প্রতিরূপ বলে। যাকে সকলে শায়াতিন বলে। প্রতিবার ভালোবাসার ওয়াদা রক্ষায় তোমারও জন্ম হয়েছে তার সাথেই। তোমার ভালোবাসা তাকে ক্রমশ শক্তিশালী করেছে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাত্রার শক্তি দিয়েছে তোমার হৃদয় নিঙড়ানো বিশুদ্ধ ভালোবাসা!'

'এসব কী বয়ান করছেন আপনি, মহান ঋষি? এসব কী বয়ান করছেন?'

'যাহা সত্য, সেটাই বয়ান করছি... প্রত্যেক জন্মে প্রকৃতি মাতা শায়াতিনের বিনাশ করেছেন সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে। নিয়তি আর মহাকাল হয়েছে তার হাতিয়ার। কিন্তু প্রতিটি জন্মেই তার ঢাল হয়েছিল তোমার ভালোবাসা, সত্যনারায়ণ। এক প্রেমিক হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভালোবাসাই তাকে বারবার ফিরিয়ে এনেছে ধরনীর বুকে। তোমাকে পাবার আকাঙ্খায় সে জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করেছে, পরাজিত হয়েছে

BanglaBook.org

বারবার প্রকৃতির আলোকিত শক্তির সামনে... কিন্তু হার মানেনি! এবং এরপর কোন এক জন্মে যখন তোমার নাম ছিল আসাদেল... সেই তুমিই রচনা করেছিলে জীবন ও মৃত্যুর এই ভয়াল পুস্তক। রচনা করেছিলে শায়াতিনের প্ররোচনাতেই, রচনা করেছিলে প্রকৃতিকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। সে জানতো, এভাবে চলতে থাকলে প্রতিবারই জয় হবে প্রকৃতির। আর তাই শত শত বছর পূর্বের এক জীবনে আসাদেলের মাধ্যমে ভয়াল এই পুস্তক রচনা করিয়েছিল সেই অপশক্তি... '

সরোবরের জলে ভেসে ওঠে এবার সেই ভয়াল পুস্তকের চিত্র, যা সুগভীর গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষিত আছে মন্দিরের সবচাইতে গোপন প্রকোষ্ঠে। এর পাতাগুলো মোটা আর ভারী, হলদেটে আর প্রাচীন। মলাটসহ প্রতিটি পাতার কোণা মুড়ে দেয়া স্বর্ণ দিয়ে।

'আফ্রিকার গহীন অরণ্যে সেই অসভ্য আদিম গোত্রের সংস্পর্শ পেয়েছিলেন আসাদেল। প্রথম শায়াতিনের সেই জন্মস্থানেই তিনি রচনা করেছিলেন এই ভয়াল পুস্তক। এতে লেখা ছিল স্বর্ণ তৈরির গোপন কৌশল, লেখা ছিল জগতের সকল রোগ হতে আরোগ্য লাভের পদ্ধতি, লেখা ছিল এমন অনেক কিছুই যা মানব জাতির জন্য পরম আকাঙ্খিত। আর এই লোভেই অনন্তকাল যাবত মানব সভ্যতা নিজ আগ্রহেই পুস্তকের সংরক্ষণ করে আসছে, লোকের মুখে মুখে ফিরেছে এর নাম, মহাকালের স্রোতে কখনো হারিয়ে যেতে পারেনি। কারণ এইসব কিছুর আড়ালে ভয়াল পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল খুব বিশেষ একটা কিছু। লিপিবদ্ধ ছিল এক সাংকেতিক নির্দেশনামা পরবর্তী জন্মগুলোর জন্য, যার মর্ম বুঝবে কেবলই শায়াতিন স্বয়ং। লেখা ছিল সেই পদ্ধতি যা অবলম্বন করলে একসময় না একসময় পরাজিত হতে বাধ্য হবে প্রকৃতি, মাথা নত করবে নিয়তি ও মহাকাল। এর এটাই ছিল শায়াতিনের সূক্ষ্ম রণনীতি। আর তাই, যখন সত্যনারায়ণ তোমার জন্ম হয়েছিল একজন বিজ্ঞানীর রূপে, তখনই সেই অন্ধকার শক্তি তোমাকে দিয়ে রচনা করিয়েছিল এই পুস্তক। যেন তুমি তা এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে পারো যে সহস্র বছর ঘুরে ঘুরে ছড়াবে নিজের অন্ধকার জ্ঞান, ঘুরবে মানুষের হাত থেকে হাতে!'

'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না হে, মহান ঋষি!'

'পড়বে। একদিন হয়তো পড়বে। কিংবা হয়তো কোনদিনও পড়বে না। আসাদেলের যেমন কখনোই মনে পড়েনি নিজের পূর্বজন্মের কথা। অন্ধের মতন এই অপশক্তির অর্চনা করে গিয়েছে সে, পুস্তক রচনা করেছে তার নির্দেশে, অথচ কখনো

BanglaBook.org

জানতেও পারেনি... কখনো জানতেও পারেনি যে এই আঁধারতম ভয়াল শক্তিই তার জন্মান্তরের প্রেমিকা!'

'এমন কি হতে পারে না সেই প্রাচীন নারী কেবলই ব্যবহার করেছে তার প্রেমিকদেরকে? এমন কি হতে পারে না যে প্রেমিকেরা কেবলই তার যুদ্ধ জয়ের একটা হীন কৌশল ব্যতীত আর কিছুই নয়?'

'হতে পারে। খুব হতে পারে। এবং আমার ধারণা সেটাই হয়েছে! নিজের প্রেমিকের ভালোবাসাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে এই অপশক্তি। সায়াতিন যে অপশক্তির নাম, সে কখনো কাউকে ভালবাসতে পারে না। তার লক্ষ্য একটাই, পৃথিবীর বুকে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করা। সেই রাজত্ব কায়েমে তার স্বামী প্রয়োজন, সেই স্বামী ঔরসে এক সন্তান জন্ম দেয়ার প্রয়োজন। স্বামীর প্রয়োজনীয়তা কেবল এটুকুই তার জীবনে।'

'তাহলে মহান ঋষি, এইবার বিনাশ হোক এই অপশক্তির!'

'তোমাকে ধোঁকায় রাখতে চাই না, সত্যনারায়ণ। এই সেই নারী, যার টানে হাজার হাজার বার জন্মগ্রহণ করেছো তুমি। এবং এই সেই নারী, প্রতি জন্মে যাকে সহায়তা করেছো তুমি অন্ধকারের বিনাশে। ভাগ্যের ফের বলো বা প্রকৃতির বিচিত্র খেলা, কিংবা এমন কোন কিছু যা আমার জ্ঞান সীমার বাইরে... নিয়তি খুব অদ্ভুত কৌশলে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক বিশাল সিদ্ধান্তের সামনে। এখন সিদ্ধান্ত তোমার। তুমি বেছে নিতে পারো সেই পথ, যা সকল জন্মে নিয়েছো। কিংবা বেছে নিতে পারো সত্য ও সুন্দরের পথ, যা তোমার নেয়া উচিত। কেবল সেই পথটি বেছে নিলেই চিরকালের মত বিনাশ হবে শায়াতিনের।'

'যা মহান ঋষির সিদ্ধান্ত, যা আমার সঙ্গী পুরোহিতগণের সিদ্ধান্ত... সেটাই আমার সিদ্ধান্ত, মহান ঋষি।' নিজের মনের মাঝ থেকে শতভাগ সত্য উচ্চারণ করে সত্যনারায়ণ। 'হতে পারে এই নারী আমার পূর্বজন্মের প্রেমিকা। কিন্তু এই জীবনে আমি পুস্তকের রক্ষাকারী, জগত সংসারের সুরক্ষার দায়ভার আমার ছোট্ট কাঁধে ন্যাস্ত। পূর্বজন্ম অতীত, অনেক দূরের এক স্বপ্নের মতন। সেই স্বপ্নের কারণে বর্তমানের কর্তব্যে আমার অবহেলা হবে না কোনদিনও। এখন আমার জীবন ভিন্ন, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।'

'ভেবে দেখো, সত্যনারায়ণ।'

BanglaBook.org

'পূর্বজন্ম এই আমার কাছে কেবলই এক স্বপ্ন মাত্র। এমন এক স্বপ্ন যার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। এই সরোবরের যে নারীর মুখ দেখা যাচ্ছে, তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র আবেগও অনুভব করছি না। একে আমি চিনি না, জানি না। সেও আমাকে চেনে না, জানে না। বিষয়টি এভাবেই সমাধা হওয়া ভালো। প্রেম ক্ষণিকের, মহান ঋষি। ধর্ম ও কর্তব্য জন্ম জন্মান্তরের।'

'তবে তুমি শতভাগ নিজের ইচ্ছা পূর্বজন্মের সঙ্গিনীকে হত্যার অনুমতি দিচ্ছ, সত্যনারায়ণ।'

'অনুগ্রহ করে আমার সম্মতিকে গ্রহণ করুন, মহান ঋষি! আমি সত্যনারায়ণ, জগতের মঙ্গল কামনায় আপনাকে অনুরোধ করছি... অনুরোধ করছি এই মর্মে যে আপনি বিনাশ করুন এই অপশক্তিকে। যদি এই যাত্রাপথে আমি বাঁধা হয়ে দাঁড়াই, তবে যেন আমাকেও উপযুক্ত শাস্তি দিতে আপনার হাত না কাঁপে। আর যদি আমি জীবিত থাকি, তবে পূর্বজন্মে কৃত অন্যায়ের জন্য আমি অবশ্যই প্রায়শ্চিত করবো। আমি কথা দিচ্ছি, মহান ঋষি। আমি শপথ করছি আমার জীবনের নামে। '

এরপর আর বলার অপেক্ষা রাখে না কিছুই। মন্ত্র উচ্চারনের আওয়াজ বাড়ে শুধু, ধূপের ধুয়ো আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়। চাঁদ যখন মধ্য গগনে উপস্থিত হয়, তখন এক যোগে আহবান করতে শুরু করেন তেরো জন পবিত্র পুরোহিত... প্রকৃতির পরম কৃপা আহবান করতে শুরু করেন।

তাদের আহবান সুরেলা ও অপার্থিব। তাদের আহবান রক্ত হিম করে দেয়ার মতন। জঙ্গলের আনাচে কানাচে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় তাদের শক্তিশালী আহবান মন্ত্র। প্রকৃতি জাগবে... জাগবেই... এবং প্রেরণ করবে জঙ্গলের সবচাইতে সেরা প্রাকৃতিক শক্তিদের!

কিছুক্ষণের মাঝেই ক্ষুধার্ত বাঘের হুংকার প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে আহবান মন্ত্রকে ছাপিয়ে। জঙ্গলের সমস্ত প্রান্ত থেকে একত্রিত হয় তারা আর ক্রমশ এগোতে শুরু করে মহারাজের শিকার মহলের দিকে...

আজ আক্রমণ হবে!

আজ আক্রমণ হবে শত্রুপক্ষকে বিনাশের জন্য। আজ আক্রমণ হবে মন্দিরের সম্পদ রক্ষার জন্য। আজ আক্রমণ হবে ভয়াল পুস্তকের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

BanglaBook.org

জঙ্গলের সবচাইতে শক্তিশালী সৈনিক রাজকীয় ডোরাকাটা বাঘেরা যাবে আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে অনাহূত বিদেশীদের। এটাই সর্বদা করা হয়েছে এবং এটাই করা হবে এবারো।

ঝকঝকে চাঁদটি ঢেকে যায় মেঘের আড়ালে...

এবং কালি গোলানো অন্ধকার নামে জঙ্গলের বুকে।

১৪) ..... শুকনো পাতার মতন তিরতির করে কাঁপতে থাকা আয়ানকে গরম কম্বলে মুড়ে দেয় তন্দ্রাবতী। উসকে দেয় মাটির পাত্রের ছোট্ট আগুন। আরও এক কাপ চা পেয়ালায় ঢেলে রাখে হাতের নাগালে।

'যা দেখেছেন, সেটা আপনারই স্মৃতি, সাহেব। এতে কোন ছল চাতুরি নেই, কোন প্রতারণা নেই। আমি কেবলই অতীত ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, প্রতারক নই!'

'আমার লীনাকে আমি মেরে ফেলেছিলাম? আমি?'

'লীনা নয়, জেনিফার!'

'নাম বদলে কি মানুষটা বদলে যায়? এই সত্য বদলে যায় যে সে আমার প্রেমিকা ছিল? আমার জন জন্মান্তরের ভালোবাসা? কেমন দানব ছিল সত্যনারায়ণ, যে নিজের ভালোবাসাকে হত্যার অনুমতি দিয়েছিল?'

'সত্যনারায়ণ কর্তব্যকে ভালোবাসার ওপরে স্থান দিয়েছিল।'

'আমি সত্যনারায়ণ নই, আমি আয়ান! আমি এমন কিছু করবো না যাতে আমার লীনার কোন ক্ষতি হয়, আমাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয়। এমন কিচ্ছু করবো না আমি। কক্ষনো করবো না!'

কোন পরিবর্তন দেখা যায় না তন্দ্রাবতীর ভাবলেশহীন চোখেমুখে। 'আমি আপনাকে কিছুই করতে বলছি না, সাহেব। এটা আমার লড়াই নয়, এটা আমার কাহিনী নয়। আমি শুধু বলছি, যতই অন্ধ হোক আপনার ভালোবাসা, একথা অস্বীকারের বিন্দু বিসর্গ উপায় নেই যে তিনিই সাক্ষাৎ পুনঃশায়াতিন। "তার" প্রেমিক হবার পূর্বে আপনি একজন মানুষ, সাহেব। সম্ভবত পৃথিবীর আদিমতম পুরুষ। আপনার কি কোন দায় নেই এই ধরণীর প্রতি? কোন দায় নেই মানুষের প্রতি?

BanglaBook.org

কেবল নিজের সুখের জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে আপনি ঠেলে দেবেন নিশ্চিত অন্ধকারের দিকে।'

'আমি এতশত বুঝতে চাই না, তন্দ্রা...'

'সত্যনারায়ণ কিন্তু বুঝেছিল!'

'আমি সত্য নারায়ণ নই!'

'আপনিই সে। এবং সে-ই আপনি! এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারেন কেবল আপনি আর আপনি স্বয়ং,সাহেব। এই শায়াতিনের বিনাশ তখনই হবে, যখন সে হারিয়ে ফেলবে তাঁর শক্তির উৎস। হারিয়ে ফেলবে আপনাকে! বিশ্বাস করুন, যে সন্তানের আশায় আপনি দিন গুনছেন, এই পৃথিবীর জন্য সে মূর্তিমান অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়!'

'তাই বলে নিজের সন্তানকে আমি হত্যা করতে পারবো না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তন্দ্রাবতী। 'হ্যাঁ, সাহেব। আমি জানি আপনি পারবেন না। কিন্তু তবুও বলছি আর বলে যাবো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। যদি আপনি নিজের হাতে "তার" প্রাণ কেড়ে নিতে পারেন, কেড়ে নিতে পারেন প্রকৃতি-নিয়তি-মহাকালের নামে, কেবল তখনই হবে "তার" বিনাশ। এর পূর্বে নয়।'

'সত্যনারায়ণও তো জেনিফারের প্রাণ নিয়ে নিয়েছিল, হয়েছিল কি তাতে বিনাশ?'

'সত্যনারায়ণ তো নিজের হাতে কাজটি সম্পন্ন করেনি। তবে হ্যাঁ, যদি করতে পারতেন তবে সমাপ্ত হতো পৃথিবীর সবচাইতে অভিশপ্ত অধ্যায়ের।'

'যা সত্যনারায়ণ পারেনি, আমিও সেটা পারতে চাই না। নিজের হাতে নিজের প্রিয়তমার কোন অনিষ্ট করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাতে রুষ্ট হবে প্রকৃতি? মুখ ফিরিয়ে নেবে ভাগ্য? হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে সময় যেভাবে প্রত্যেক জন্মে হয়েছে? হলে হোক, পরোয়া করি না! যদি মৃত্যু আসেও, সেটা আমরা মেনে নেবো পরস্পরের জন্যই, ঠিক যেভাবে সকল জন্মে নিয়েছি।'

'তাই বলে জগতের সবচাইতে অভিশপ্ত শক্তিকে ভালবাসবেন?'

'সে প্রাচীন এক পিশাচী জেনেই আমি ভালবাসতাম। সে সাক্ষাৎ শায়াতিন জেনেও আমার ভালোবাসার ব্যত্যয় ঘটবে না।'

BanglaBook.org

জবাব দেয় না তন্দ্রাবতী। কারণ সে দেখতে পায়...

দেখতে পায় আয়ানের চোখে এমন এক আলো, যা সহস্র সহস্র বছর পূর্বে ঝিকমিক করতে শুরু করেছিল থিওর চোখে। এই সেই দৃষ্টি, যা জন্ম থেকে জন্মান্তরে রয়ে গিয়েছে অবিকৃত।

তবে হ্যাঁ, তন্দ্রাবতী তার ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতা দিয়ে দেখতে পায় এমন আরও এক সত্য, যা সে গোপন রেখে দেয় নিজের মাঝেই। আয়ান এখনও সত্যনারায়ণের সম্পূর্ণ সত্য জানে না, আয়ান এখনো জানে না কী ঘটেছিল জেনিফারের ভাগ্যে। যখন জানতে পারবে, আপনা থেকে ঘুরতে শুরু করবে দাবার দান।

সূক্ষ্ম একটা হাসি ফোটে পাহাড়ি সুন্দরীর মুখে।

আয়ান তাকে যা ভাবছে, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি আপন সে আয়ানের। এখন কেবল অপেক্ষার পালা। সঠিক সময়ে এই বিভ্রান্ত পুরুষ ঠিকই জেনে যাবে তার পরিচয়!

১৫) ..... লীনা যে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে বিছানায় প্রবেশ করে, সেটা বেশ বুঝতে পারে আয়ান। বুঝতে পেরেও পাশ ফেরে না, ঘুমিয়ে থাকার ভানেই পড়ে থাকে। এটা লীনার সেই চেহারা, যা সে দেখতে চায় না। যে চেহারাটির সাথে পরিচিত হতে চায় না সে।

তন্দ্রাবতী বলে না দিলে হয়তো বিষয়টি কখনো বুঝতেও পারতো না!

হ্যাঁ, একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করেছিল যে আকাশলীনা গর্ভবতী হবার পর থেকেই ঘটে চলেছে একটা ভয়ংকর বিচিত্র ঘটনা। বিগত নয় মাসে প্রতিদিন... প্রতিটিদিন রাতে এই এলাকায় মানুষ মারা গিয়েছে। একদম নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে শুনতে হচ্ছে কারো না কারো মৃত্যু সংবাদ। আর মৃত্যুগুলো ঘটছে আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি প্রতিবেশী সীমানার মাঝেই।

না, অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কেউ এসে তাদের ঘাড় মটকে দেয়নি বা কোন হিংস্র শ্বাপদ এসে টেনে নিয়ে যায়নি। কেউ বয়সের কারণে মারা গিয়েছে, কেউ রোগে ভুগে, কেউ বা কোন অসুখের কারণে। কিন্তু হ্যাঁ, সবচাইতে বেশি হয়েছে আত্মহত্যায় মৃত্যু। কেন আত্মহত্যা করেছে বা কী সেই কারণ, জানা যায়নি কিছুই। প্রায় সকল মৃতদেহই দেখেছে আয়ান, একই পাড়ার ভেতরে হওয়ায় না চাইতেও দেখতে হয়েছে। প্রতিটি চেহারাতেই ছিল একটা তীব্র আতঙ্কের ছাপ। যেন...

BanglaBook.org

যেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কিছু একটা ভয়াল দেখতে হয়েছে তাদের। কিংবা সেই ভয়াবহতা দেখেই মৃত্যু হয়েছে!

দেখেও না দেখার ভান করেছে আয়ান, বুঝেও না বোঝার ভান করেছে। কিন্তু এখন... এখন যা চলছে সেটা মেনে নেয়া যায় না। সেটা গ্রহণ করা যায় না। গর্ভের বাচ্চাটির জন্য হোক আর যে কারণেই হোক, লীনা আবারও বদলে যেতে শুরু করেছে তার সেই পিশাচী রূপে। হ্যাঁ, খুব আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রমশ লীনা হয়ে উঠছে সেই আগের প্রাণীটি, যাকে বদ্ধ করে রাখা হতো পাগলা গারদে। আর সামান্যতম সুযোগ পাওয়ামাত্র যে ঝাঁপিয়ে পড়তো নরমাংসের সন্ধানে!

খুব সাবধানে পাশ ফেরে আয়ান।

ঘুমিয়ে পড়েছে লীনা। সারাদিন কিচ্ছু খায়নি সে, খেতে পারেনি। রাতেও খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু এখন তার উদরপূর্তি হয়েছে, ফলে শান্তিতে নিদ্রায় ঢলে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে লাল রঙ এখনো দেখা যাচ্ছে। লম্বা নখের কোণায় লেগে আছে মাংসের মত কিছু একটা...

লীনা শিকার করে এসেছে। মানুষ শিকার!

এবং সেই শিকারে নিজের উদর পূর্তি করে এসেছে, ঠিক যেভাবে কোন হিংস্র শ্বাপদ করে। আগামীকাল সকাল হলেই জানা যাবে কেউ না কেউ, কোন না কোন বাড়িতে নিখোঁজ। কিংবা কে জানে, হয়তো জানাও যাবে না!

ঘুমের মাঝেই স্বামীকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মেয়েটা। পরম নির্ভরতায় মাথা গোঁজে বুকের মাঝে। কাঁচা মাংসের গন্ধ মেলে লীনার নিঃশ্বাসের মাঝে, ভক করে নাকে লাগে মৃত মানুষের রক্তের দুর্গন্ধ। শরীরের মাঝ দিয়ে দৌড়ে যায় একটা একটা শিরশিরানি অনুভব, মেরুদন্ডের কাছটা শক্ত হয়ে আসতে থাকে...

জানে না কেন, বুকের মাঝে সবকিছু হিমশীতল হয়ে আসে আয়ানের! জীবনের ক্রূর চালগুলো সে বুঝে উঠতে পারে না, বুঝে উঠতে পারে না নিজের করণীয় কিছুই। কেবল বোঝে যে পৃথিবীর শৃঙ্খলাবদ্ধ সৃষ্টিলীলার মাঝে এক ভয়ানক বিশৃঙ্খলা এই মেয়েটি।

কোন সাধারণ মানবী নয়, একজন পিশাচী বধূ।

BanglaBook.org

কিংবা সেই প্রাচীন ঋষি যেমন বলেছিলেন... শায়াতিনের প্রতিরূপ সে। মানব দেহে জন্ম নেয়া জগতের প্রথম শায়াতিন। প্রথম ও একমাত্র!

কিন্তু কীভাবে করবে সে এই শায়াতিনের মোকাবেলা? এমন কোন উপায়ই কি নেই যে তার সাদামাটা স্ত্রী আবারও হয়ে যাবে একজন সাধারণ মানবী, ঠিক যেমনটা দেখে জন্মের পর জন্ম তাঁকে ভালবেসেছিল আয়ান? ঠিক যে মানবীটির সাথে জীবন কাটাবার লোভে পাড়ি দিয়েছে জন্মান্তরের পথ আর সয়েছে এত যাতনা?

সত্যিই কি নেই কোন পথ?

'না নেই!' বলেছিল তন্দ্রাবতী। 'নেই, কারণ "সে" কখনোই কোন সাধারণ মানবী ছিল না। সে ছিল মানবদেহে অশুভ শক্তির প্রথম জন্ম, সৃষ্টিজগতের প্রথম শায়াতিন। যাকে অনন্তকাল যাবত টিকিয়ে রেখেছে আপনার ভালোবাসা, তাকে ধ্বংসও করতে পারবে কেবল আপনার ভালোবাসাই!'

সারারাত ছটফট করে আয়ান। ছটফট করে স্মৃতির অতলে, ছটফট করে বর্তমানের ভয়াবহতায়।

হায় ভালোবাসা! হায় ... হায়... হায়!

১৬) ..... এবং প্রায় দুশো বছর আগে ঠিক এই একই সময়ে...

মাত্র তখন চাঁদ উপস্থিত হয়েছে মধ্যগগনে, যখন সবার নিমগ্ন থাকার কথা গভীর নিদ্রায়।

মন্দিরের পাতাল কারাগারের হিংস্র এক রাক্ষসের মত আওয়াজ করে মেয়েটা। আওয়াজ করে ভুতে ধরা উন্মাদ নারীদের মত। তার সোনালি চুলগুলো আলুথালু, জট পাকিয়ে গেছে। পরনের সাদামাটা পোশাকটি শতছিন্ন, চোখের কোলে মোটা রেখায় কালি, মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে লালা। কারাগারের এক কোণে অন্ধকারের মাঝে বসে গরর গরর আওয়াজ করছে কেবল। বাঘগুলোও খাচার বাইরে দাঁড়িয়ে একই রকম আওয়াজ করছে, কিন্তু খাঁচায় প্রবেশের সাহস করছে না কেউ। যদিও খাচার দরজা খোলাই!

'বাঘেরা এই নারীর কিচ্ছু করতে পারেনি, মহান ঋষি।' প্রধান পুরোহিতের কানে কানে বলেন একজন। খুব আস্তে আস্তে খিল এঁটে দেন কারাগারের লোহার দরজায়। সাথে সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয় মস্ত বড় এক তালা। 'বাঘেরা একে তাড়া করতে করতে

BanglaBook.org

এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। দুইদিন দুইরাত পর্যন্ত চেষ্টা করেছে অবিরাম, কিন্ত এর বেশি কোন অনিষ্ট সাধন তাড়া করতে পারনি। এখন আপনিই বলুন আমরা কী করবো, মহান ঋষি?'

সহসা জবাব দিতে পারেন না বৃদ্ধ পুরোহিত। চোখেমুখে গভীর ছায়া ঘনায়।

'রাত ভোর হতে আর খুব বেশি সময় নেই, মহান পুরোহিত। আমাদের সিদ্ধান্ত খুব জলদি নিতে হবে।'

'সত্যনারায়ণ কোথায়?'

'তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না মন্দিরের কোথাও।'

'তাহলে খুঁজে বের করো সত্যনারায়ণকে। যেভাবেই হোক খুঁজে বের করো। সত্যনারায়ণের হাতেই একমাত্র হবে এই অশুভ শক্তির বিনাশ।'

'সত্যনারায়ণের হাতে?'

'হ্যাঁ। সে তাই পারবে, যা আমরা পারবো না কেউ-ই। যে সত্যনারায়ণ জন্ম থেকে জন্মান্তরে জিয়ন কাঠি হয়ে শক্তি যুগিয়েছে এই অন্ধকার অস্তিত্বকে, কেবল আর কেবলমাত্র সেই-ই করতে পারবে এর বিনাশ। কেবল হয়তো "তার" প্রেমিকের হাতেই নিহিত আছে "তাকে" হত্যার অস্ত্র।'

'যদি সে না পারে, মহান ঋষি? যদি সত্যনারায়ণ বিফল হয়?'

'আজ সত্যনারায়ণ বিফল হলে জেনে নিও আমাদেরকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। কেউ না!'

'আর যদি সত্যনারায়ণ সফল হয়?'

'তাহলে আমরা হত্যা করবো তাকেও।'

'সত্যনারায়ণকে হত্যা করবো? আমরা, মহান ঋষি? আমরা?'

'হ্যাঁ, আমরা। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডকে রক্ষার জন্য এ আমাদের করতেই হবে।'

'কীভাবে সম্ভব, মহান ঋষি? সত্যনারায়ণ তো আমাদেরই একজন। সে তো অস্বীকার করেছে এই পিশাচীকে। সে তো বেছে নিয়েছে সত্য আর সুন্দরের পথ।

BanglaBook.org

তবে কেন তার রক্তে নিজেদের হাত রাঙাবো আমরা মহান ঋষি? কেন হবো পাপের ভাগীদার?'

'সত্যনারায়ণ হত্যা করবে এই পিশাচীকে, তারপর আমরা হত্যা করবো সত্যনারায়ণকে। করতে হবে... করতেই হবে আমাদের এই ঘৃণিত কাজ। হত্যা করতে হবে নিজেদেরই একজনকে। কারণ সত্যনারায়ণ হচ্ছে এই পিশাচীর জিয়ন কাঠি, "তার" জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী। তাদের দুজনকেই নিঃশেষ করতে হবে আমাদের। নিঃশেষ করতে হবে এমনভাবে যেন আর কোনও দিনও তারা ফিরে না আসতে পারে ধরণীর বুকে। এই অভিশপ্ত কাহিনীর শেষ হতে হবে এখানেই। আজকের এই পবিত্র রাতে!'

'সত্য ও সুন্দরের নামে, মহান ঋষি।'

'হ্যাঁ... সত্য ও সুন্দরের নামে!'

১৭) ..... খুব সন্তর্পনে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় শয্যা সঙ্গিনীর বাহুডোর থেকে সত্যনারায়ণ। আলগোছে আর নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় কুটিরের বাইরে। রাতের আকাশে ঝকমক করছে কোটি কোটি নক্ষত্র, ঝকমক করছে পৃথিবীর সবচাইতে উজ্জ্বল হীরেটির চাইতেও অধিক উজ্জ্বলতায়।

যতবার দেখে, ততবারই মুগ্ধ হয় সে। বারবার মনে হয়, সৃষ্টিজগতের সমস্ত রহস্যই অজানা থেকে গেলো!

আর খানিক বাদেই রাত ভোর হতে শুরু করবে। এখনোই ফিরে যেতে হবে মন্দিরে, নতুবা ঘটে যাবে বিরাট অনর্থ। দিনের আলোতে তাকে কোন নারীর বাহুডোরে দেখা গেলে সেটা আর যাই হোক তার সম্মান বৃদ্ধি করবে না। মন্দির এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে, এখন রওনা হলে ভোরের প্রথম আলো ফোঁটার আগে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। স্থানীয় মানুষের চোখ এড়িয়ে, গোপনে।

এই মন্দিরটি টিকিয়ে রাখতে অসংখ্য নিয়ম-কানুনের পালন করতে হয়। সেগুলোর মাঝে একটি এই যে, সমাজের সামনে তারা সকলেই ব্রহ্মচারী ব্রত পালন করে। স্থানীয় লোকজনের কাছে নিজেদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে, মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে পুরোহিতগণের এই ব্রত। স্থানীয় জনগণ যা ভাবে, এই মন্দিরের শেকড়ে আছে তারচাইতেও অনেক অনেক গভীর কিছু। হ্যাঁ, অত্যন্ত জাগ্রত এক দেবী মাতার পুজো অর্চনা হয় বটে এখানে। কিন্তু মন্দিরের মূল উদ্দেশ্য সেই ভয়াবহ

BanglaBook.org

বিদ্যাকে সংরক্ষণ করা, যা কোন অন্ধকার অস্তিত্বের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মন্দিরে সংরক্ষিত আছে জীবন ও মৃত্যুর সেই পুস্তক, যাকে বিনাশ করা অসম্ভব!

স্থানীয় মানুষের এখানে নিয়মিত অর্ঘ্য নিবেদনে নিষেধাজ্ঞা আছে। বছরে মাত্র তিন বার সুযোগ পায় তারা। একবার বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের শুরুতে, একবার ভরা বর্ষায়, আরেকবার হেমন্তে ফসল কাটার সময়ে। এই তিনটি মৌসুমে ভক্তদের ঢল নামে মন্দিরে। কেননা কথিত আছে যে দেবী মাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে পূরণ হয় মনের সকল আশা-আকাঙ্খা। এই সময় ব্যতীত কেউ খুব একটা মাড়ায় না মন্দিরের পথ, বাকি বছরটুকুন শান্তিতেই পার করেন পুরোহিতেরা।

যাবার আগে শেষ একবার কুটিরের মাঝে তাকায় সত্যনারায়ণ। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ইন্দ্রাবতী। চুলগুলো বালিশে বিছিয়ে একটা পবিত্র ফুলের মত ফুটে রয়েছে মেয়েটা। এই মেয়েটিকে নিজের জীবনে সাক্ষাৎ দেবদুত মনে হয়, এমন এক আরক মনে হয় যা তার অস্তিত্বে ধরায় একটা তীব্র নেশা! সত্যনারায়ণ নিজেও জানে না কখন এসব হলো আর কীভাবে। এতকাল নিষ্ঠার সাথে ব্রহ্মচারী ব্রত পালন করা তার কী যে হয়ে গেল ইন্দ্রাবতীকে দেখার পর! নিজের আজীবনের চেনাজানা অংকগুলো বদলে গেলো নিমেষে...

হ্যাঁ, ইন্দ্রাবতীকে ভালোবেসে ফেলেছে সে!

একজন ব্রহ্মচারী পুরোহিতের জন্য এ অতি ভয়াবহ এক কাজ। সে ব্রহ্মচারী ব্রত ভাঙার ভুল করেছে, কোন নারীকে ভালোবাসার অন্যায় করেছে। এই ভয়ংকর ভুলের ক্ষমা কি আদৌ কোনদিন পাবে মন্দিরের রক্ষাকর্তাদের সামনে? হয়তো ইন্দ্রাবতীর কারণেই এসব সম্ভব হয়েছে, অন্য কোন নারী হলে সম্ভব হতো না। এই ইন্দ্রাবতীর কারণেই অবলীলায় বিদেশী মেয়েটিকে হত্যার সম্মতি সে দিতে পেরেছে। এতটুকু কাঁপেনি বুকের মাঝে কোথাও। আঁতিপাঁতি করেও কোথাও খুঁজে পায়নি পূর্বজন্মের কোন অদেখা প্রেমিকার জন্য আবেগ...

সবই হয়েছে ইন্দ্রাবতীর জন্য। সবই হয়েছে ইন্দ্রাবতীর কারণে।

ইন্দ্রাবতী জাদু, ইন্দ্রাবতী নেশা, ইন্দ্রাবতী সেই সুরা যা পান করে যে কোন পুরুষ অনন্তকাল মাতাল থাকতে চাইবে। কথার ছলকলা জানে ইন্দ্রাবতী, জানে শরীরের

BanglaBook.org

আকর্ষণে বেঁধে রাখবার বিদ্যা। সে নারী নয়, যেন ঈশ্বরী কোন। বলতে দ্বিধা নেই যে তার হৃদয়ে দেবীর আসনটি বহু আগে থেকেই ইন্দ্রাবতীর দখলে।

মোমের মত সাদা সুডৌল হাতদুটো আবারও জড়িয়ে ধরে সত্যনারায়ণকে।

'যেও না... আজ রাতে অন্তত যেও না!'

'যেতে যে আমাকে হবেই! কিন্তু শপথ করছি প্রেয়সী, কাল আবারও উপস্থিত হবো আমি তোমার দোরগোড়ায়। উপস্থিত হবো নিজের তৃষিত হৃদয় নিয়ে।'

'যেও না, প্রিয়। দোহাই তোমার যেও না! আমি আর একটি মুহূর্ত কাটাতে পারি না তোমাকে ছাড়া! এখন আমাদের মাঝে কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই, এখন আমাদের মাঝে নেই তোমার জন্মান্তরের প্রেমিকা সেই বিদেশিনী। এখন আমরা কেবলই দুজনে দুজনার। এই সামান্য সুখটুকু কি একটুও উপভোগ করতে পারবো না আমরা?'

ইন্দ্রাবতীর নিখুঁত দুটি স্তনে পরম ভালোবাসায় চুমু খায় সত্যনারায়ণ। 'পারবো, প্রিয়তমা। অবশ্যই পারবো। কিন্তু তুমি তো জানো আমি কে, জানো না? আমি প্রাচীন পুস্তকের প্রহরী, আমাকে নিজের কর্তব্য যে পালন করতেই হবে।'

'কর্তব্য পরে, আগে আমাকে ভালবাসো।' প্রেমিকের বাহুর মাঝে নিজেকে মেলে দেয় ইন্দ্রাবতী। 'ভালোবাসো আমাকে, প্রিয়তম। ভালোবাসো নিজের সবটুকু দিয়ে। এখন থেকে তুমি আমার। কেবল আর কেবলই আমার। তোমার অস্তিত্বে আর অন্য কারো অধিকার নেই। তোমার অস্তিত্বে আর কেউ ভাগ বসাতে পারবে না! আমাকে আর কারো সাথে ভাগ করে নিতে হবে না তোমার ভালবাসা।'

প্রেমিকার আহবানের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করে পুরুষ। সমর্পণ করে নিজের সমগ্র সত্ত্বা আর ভালোবাসে নিজেকে উজাড় করে। ইন্দ্রাবতীর উন্মুক্ত স্তনের আহবানে ডুবে যায়, স্তনের ডগায় খুঁজে নেয় জীবনের নির্যাস। নাভিমূলের অপার রহস্যকে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হয় নিম্নের সমুদ্রে...

ইন্দ্রাবতীর শীৎকার প্রবল থেকে প্রবলতর হয় যখন প্রেমিকার শরীরের মাঝে প্রবেশ করে পুরুষ। তারাজ্বলা রাত সাক্ষী হয়ে থাকে তাদের উন্মত্ত প্রেমলীলার।

জগতে প্রত্যেক মানবের জন্য একজন মানবী বরাদ্দ, আর তার জীবনের সেই নারী হচ্ছে ইন্দ্রাবতী। সত্যনারায়ণ জানে, মনপ্রাণ দিয়ে জানে। সত্যনারায়ণ মনপ্রাণ

BanglaBook.org

দিয়ে বিশ্বাস করে যে ইন্দ্রাবতীই সেই নারী, যে তাঁকে খোঁজ দিয়েছে সত্যিকারের ভালোবাসার। বাকি সব মিথ্যে, বাকি সব ভ্রম।

অতীত হচ্ছে স্মৃতি, তার কী মূল্য? অতীত হচ্ছে বিভ্রম, তাকে কি বিশ্বাস? না, অতীতের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে রাখার ভুল সত্যনারায়ণ করবে না। সে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে চায় না। সে বেঁচে থাকতে চায় বর্তমানে, বেঁচে থাকতে চায় ইন্দ্রাবতীর শরীরের সুধার মাঝে। কোন অশুভ শক্তির ছায়াও সে চায় না নিজেদের ছোট্ট প্রেমের গল্পের মাঝে।

সত্যনারায়ণ হারায়... সত্যনারায়ণ হারায় নিজেকে মানবী প্রেমিকার মাঝে। সত্যনারায়ণ হারায় নিজেকে ইন্দ্রাবতীর মাঝে।

ইন্দ্রাাবতী, কিংবা তন্দ্রাবতী!

তন্দ্রাবতী কিংবা ইন্দ্রাবতী।

এবং দুশো বছর পর কোন এক রাতে অতীতের এই খন্ড স্মৃতি স্বপ্নে দেখে কেঁপে ওঠে একজন বিভ্রান্ত পুরুষ। কেঁপে ওঠে আয়ান। কেঁপে ওঠে ভিন্ন কোন প্রেমিকার প্রণয়ের স্মৃতি মনে করে।

পরম শান্তির ঘুমে নিমগ্ন গর্ভবতী আকাশলীনার ঠিক পাশে শুয়েই কেঁপে ওঠে!

স্ত্রী আকাশলীনা, পিশাচী আকাশলীনা...

কিংবা স্বয়ং শায়াতিন!

১৮) ..... এবং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আয়ান ও তন্দ্রাবতী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবারও দুশো বছর পর এক সন্ধ্যায়।

'তুমি আমাকে বলোনি কেন?'

'বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে?'

'করতাম না?'

BanglaBook.org

'তোমার ভালোবাসা এখনো সেই পিশাচীর জন্য অন্ধ, সাহেব। সহস্র বছর যাবত তুমি কেবল ওই পিশাচীকেই জন্ম জন্মান্তরের সাথী ধরে নিয়েছো। আমি যতই চিৎকার করে করে বলেছি, তুমি কখনো আমাকে বিশ্বাস করোনি।'

'সত্যনারায়ণ ভালবাসতো ইন্দ্রাবতীকে!'

'হ্যাঁ, কেবল সত্যনারায়ণই তার সত্যিকারের সঙ্গীকে চিনতে পেরেছিল...'

তন্দ্রাবতীকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে আয়ান। 'তুমি বলোনি কেন আমাকে? কে বলোনি?'

'তুমি তো কখনো আমার দিকে ফিরেও দেখোনি, সাহেব! কক্ষনো না, কোন জীবনেই না। আজীবন আমাকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছো তুমি। আজীবন আমাকেই শত্রু ভেবে নিয়েছো। জন্ম জন্মান্তরের শত্রু!'

'আমি... আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'তোমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, সাহেব। খুব সুকৌশল প্রতারণার শিকার তুমি... প্রতারণা সেই শায়াতিনের! প্রত্যেক মানবের জন্য প্রকৃতি বরাদ্দ রেখেছে একজন মানবী। তোমার জন্য জন্ম জন্মান্তরে সেই মানবীটি ছিলাম আমি। অথচ তুমি... তুমি সাহেব প্রতিবার ছুটে গিয়েছো সেই শায়াতিনের মানব রূপের কাছে। বারবার এই জেনে প্রতারিত হয়েছো যে সেই-ই তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা। অথচ... অথচ সত্য এটাই ছিল যে সে নয়, আমি তোমার সত্যিকারের ভালোবাসা। আর সে ছিল কুহক! শায়াতিনের কাজই তো মানবকে বিপথে চালিত করা, সাহেব! তুমি সেই সত্য কখনো বুঝতে পারোনি!'

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে আয়ান। নিজের জন্ম জন্মান্তরের জানা সকল সত্য, সকল জানা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। মুছে যাচ্ছে হাজার হাজার বছরের ভালোবাসার স্মৃতি, মুছে যাচ্ছে আত্মার অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা সেই গভীর আবেগ...

এই সমস্তই মিথ্যা ছিল? মিথ্যা? হাজার হাজার বছর যাবত সে এক অশুভ শক্তির প্রতারণার শিকার? যে তীব্র আবেগ আর অন্তহীন সততায় সে জন্মের পর জন্ম ভালোবেসে গিয়েছে, সেই সমস্তই মিথ্যা? কেবল এক ভ্রম?

প্রেমিককে বুকের মাঝে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তন্দ্রাবতী। 'শায়াতিনের কাজই তো মানুষকে বিপথে চালিত করা, প্রিয়। জন্ম জন্মান্তর আমাদেরকে পৃথক করে

BanglaBook.org

রেখেছে "সে", জন্ম জন্মান্তর আমার ভালোবাসা মাথা কুটে মরেছে তোমার জন্য। যখন যখন সেই কুহকীনির মায়ায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছো তুমি, তখন তখন প্রকৃতি জন্ম দিয়েছে আমাকেও! আমি যে তোমার অর্ধাঙ্গিনী, সাহেব... আমাকে যে তোমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে!'

'আমি কেন কখনো বুঝতে পারিনি তোমাকে? কেন তোমাকে চিনতে পারিনি? কেন বারবার ফিরিয়ে দিয়েছি তোমার ভালোবাসা? ... কেন? কেন? কেন?... হায়, কত নির্বোধ আমি!'

'মনে করো... মনে করো তোমার প্রথম জন্মের কথা, যখন তুমি জন্ম নিয়েছিলে থিও রূপে। তোমার কি মনে আছে যে বিধর্মী পূজারিণী লীমা আসার পূর্বে কে ছিল তোমার জীবনে? মনে আছে সেই মেয়েটিকে, গোত্রকে সাক্ষী রেখে যাকে গ্রহণ করেছিলে বাগদত্তা রূপে? সেই বিধর্মী পূজারিণীর প্রেমে এতই অন্ধ হয়েছিলে যে মেয়েটিকে ছুঁড়ে ফেলতে একটুও দ্বিধা হয়নি তোমার...' গভীর আবেগে প্রেমিকের কপালে চুম্বন করে ইন্দ্রাবতী। চোখ দিয়ে গড়িয়ে নামে অশ্রু। 'প্রতিটি জীবনেই তোমার আশেপাশে কেউ না কেউ ছিলাম আমি, সাহেব। কখনো তোমার স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছি, কখনো বাগদত্তার। কখনো তুমি লক্ষ্যই করোনি আমাকে, কখনো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো আমার ভালোবাসা। শত শত শত বার, সাহেব। শত শতবার আমি ব্যর্থ হয়েছি নিজের ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদনে। তোমাকে বোঝাতে বিফল হয়েছি যে একজন মানবের পাশে কেবল একজন মানবীকেই মানায়, কোন অশুভ শক্তির বাহককে নয়। কোন প্রেত, কোন পিশাচী, কোন শায়াতিনকে নয়!'

কান্নায় ভেঙে পড়ে আয়ান, কাঁপে থরথর করে। চোখের সামনে নিজের গোটা জীবনটা মিথ্যে হয়ে যেতে দেখলে বুঝি এছাড়া আর কিছুই করার থাকে না মানুষের।

'আমি এতটা ভাগ্যহত একজন মানুষ? এতটাই ভাগ্যহত? জীবন আমাকে নিয়ে হাজার হাজার বছর একটা ক্রূর ষড়যন্ত্র করে চলেছে, আর আমি কিছুই বুঝতে পারিনি? কিছুই না?'

'জীবন তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেনি, সাহেব। শায়াতিন করেছে। তুমি কেবল একটাই ভুল করেছো, যাকে ঘৃণা করার দরকার ছিল তাকে ভালোবেসে তুলে নিয়েছো বুকে। তোমার একটাই ভুল, সাহেব- তুমি শায়াতিনের প্রেমিক। পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে অশুভ শক্তিটির মর্মবিরূপ তোমাকে ভালোবাসে... স্বয়ং শায়াতিন তোমাকে চায়। তোমার এই একটাই ভুল সাহেব যে তুমি তাকে ফেরাতে

BanglaBook.org

পারো নি, ধোঁকাকে সত্যি ধরে নিয়েছো আর সত্যকে ধোঁকা!... তোমার কেবল এই একটাই ভুল!'

আয়ান কাঁপতে থাকে, আয়ান কাঁদতে থাকে। তাকে কাঁদতে দেয় ইন্দ্রাবতী।

আয়ান কাঁদতে থাকে, নিজের জীবনের এলোমেলো হিসাব বারবার মেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে। সে অতি সাধারণ একজন মানব, শত শত জন্মের সকল স্মৃতি তার মস্তিষ্কে ধরে না। ধরে না বলেই খন্ড খন্ড স্মৃতির প্ররোচনায় সে প্রতারিত হয় এখনো সে...

আয়ান বিশ্বাস করে ঠিক আগের জন্মটির স্মৃতিগুলোকে। আয়ান মিলিয়ে দেখে আকাশলীনার পিশাচী অস্তিত্বের সাথে সকল সত্য। আয়ান আস্থা রাখে যে তন্দ্রাবতীই তার জন্য নির্ধারিত সেই নারী, যাকে তার ভালোবাসা উচিত।

আয়ান বিশ্বাস করে... আয়ান বিভ্রান্ত হয়...

আয়ান আরও একবার পা দেয় প্রকৃতি, নিয়তি ও মহাকালের ক্রূর চালে।

আয়ান ভুলে যায় যে তন্দ্রাবতীই হচ্ছে সেই ফুল্‌ভিয়া, যে ছিল রোমান সৈন্য আক্সিওকাসের স্ত্রী। (শায়াতিন দ্রষ্টব্য) যে ফুল্‌ভিয়া নিজের হাতে বিষ পান করিয়েছিল স্বামীকে, নিজের হাতে হত্যা করেছিল। আয়ান ভুলে যায় যে আক্সিওকাস রূপে জন্মের ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটেছিল স্ত্রী ফুল্‌ভিয়ার হাতেই।

ফুল্‌ভিয়া বা ইন্দ্রাবতী।

ইন্দ্রাবতী বা তন্দ্রাবতী।

আয়ান ভুলে যায়... আয়ানের স্মৃতিতে ফিরে আসে না... আয়ান আরও একবার পা দেয় প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের জালে, যেভাবে পূর্বজন্মগুলোতেও দিয়েছে অসংখ্যবার।

এবং ঘুরতে শুরু করে নিয়তির চাকা!

১৯) .....'এই যে জুড়া বাইন্ধে দিলাম, মরণের পরেও ছুটবো না।' দুজনের হাত এক করে দিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে বুড়ি। এবং আঁতকে ওঠে আয়ান।

এই কথাটি কেন বলল এই বুড়ি? আর কীভাবে বলল? এই কথাটি তো বলেছিলেন সেই প্রাচীন বৃদ্ধা কবিরাজ! বলেছিল পাঁচ বছর পূর্বের সেই রাতে, যে রাতে আবারও

BanglaBook.org

জেগে উঠেছিল সে, পেয়েছিল নতুন জীবন। অবশ্য আয়ানের কেবল নতুন জীবন পাবার কথাই মনে হয়, আকাশলীনা যে নিজের অমরত্বের সওদা করেছিল সেই জীবনের জন্য- তা বেমালুম ভুলতে বসেছে পুরুষ!

'জুড়া কুনদিন ভাঙ্গন লাগে না, বাপজান। জুড়া কুন্দিন ভাঙ্গন লাগে না।' আবারও বলে বুড়ি। 'জুড়া ভাঙ্গলে মানুষের খেমতাও অর্ধেক হইয়ে যায়। নিজের জুড়া কুনদিন ভাঙ্গন লাগে না,বাপজান।'

একজন মিসকিন বৃদ্ধা, এতটা পাত্তা দেয়ার কিছু নেই। পাত্তা দেয়ও না আয়ান। কেবল বুকের মাঝে ধুকপুক করে। এত কথা থাকতে বুড়ি এমন একটা কথা কেন বললো?

এই বৃদ্ধা অবশ্য নিয়ম করে আসে এই বাড়িতে। যতদিন হলো ঘর বেঁধেছে তারা এই শহরে, এই বুড়ি নিয়ম করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর হাজির হয়। লীনা তাকে বিস্তর জিনিস উপহার দেয়- শুকনো খাবার, পোশাক, শীত বস্ত্র, কানে শোনার মেশিনটার ব্যাটারি। কিন্তু কখনো যা লাগেনি, আজ ঠিক তাই লাগে। বুকের মাঝে খচখচ করতে থাকে কথাগুলো শোনার পর থেকে...

কথাগুলো পরিচিত। খুব খুব খুব পরিচিত। কথাগুলো বলেছিল সেই প্রাচীন কবিরাজ, সেই বরফশীতল গুহায় যে জাগিয়ে তুলেছিল তাকে। দিয়েছিল আবারও বেঁচে ওঠার সুযোগ।

ভীষণ তুষার ঝড়ে তখন পৃথিবীটা শ্বেতশুভ্র, তীব্র বাতাসের তোড়ে গুহার ভেতরেও ঢুকছে তীক্ষ্ণ সূচের মত বরফ কণা। এটা কোন স্থান, জানে না আয়ান। পৃথিবীর কোন প্রান্ত, জানে না আয়ান। কখনো জানতেও পারেনি। শুধু জেনেছিল যে এই প্রাচীন বৃদ্ধা কবিরাজ এমন একজন, যিনি আরাধনা করেন সেই প্রাচীন শক্তির...

জগতের সবচাইতে প্রাচীন, সবচাইতে ক্ষমতাবান, সবচাইতে রহস্যময় এক শক্তির।

তীব্র তুষার ঝড়ের ছাঁট উপেক্ষা করে তখনও স্থির জ্বলছিল গুহার ভেতরের মোমবাতিগুলো। সেই মোমবাতির সোনালি আলোয় প্রভুর সেই মূর্তিটিকে দেখতে পেয়েছিল আয়ান, যে মূর্তির সামনে প্রাণ দিয়েছিল থিও ও লীমা। যে মূর্তির ছবিই আঁকা আছে জীবন ও মৃত্যুর প্রাচীন সেই পুস্তকে। যে মূর্তি তৈরি হয়েছিল সেই সহস্র

BanglaBook.org

সহস্র বছর পূর্বে, তৈরি হয়েছিল এক অবুঝ শিশু কন্যার নির্দেশে বৃক্ষের জঠরে যার জন্ম।

লীনা কাঁপছিল তখন অল্প অল্প। মানবী লীনা, নিজের অমরত্ব বিসর্জন দেয়া লীনা। আর তার হাত শক্ত করে ধরেছিল আয়ান।

'এই যে জোড়া বেঁধে দিলাম, মৃত্যুর পরও কেউ আলাদা করতে পারবে না আপনাদের।' বলেছিলেন সেই প্রাচীন কবিরাজ। তার সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠেছিল এক অপার্থিব আলো। 'প্রার্থনা করি, এবার আপনাদের জীবনে আলো করে জন্ম নিক সন্তান। জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিক। আপনাদের সন্তান সূচনা করুক পৃথিবীর বুকে নতুন এক অধ্যায়ের।'

ঠিক সামনেই পাথরের বেদীতে রাখা ছিল বইটি, সহস্র সহস্র বছর যাবত যার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরেছে মানুষ। যার পাতাগুলো মোটা মোটা আর হলদেটে... এবং তৈরি মানুষের চামড়ায়! যার প্রতিটি পৃষ্ঠা বয়ান করছে শত শত গোপন বিদ্যা, যার সাথে পরিচয় নেই আধুনিক মানুষের। যে গোপন জ্ঞান জানার শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ মানুষ হাহাকার করেছে, জীবনের পর জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে এর খোঁজে। সেই পুস্তক হয়তো হাতেও পেয়েছে কেউ কেউ, কিন্তু তার গহীন-গোপন জ্ঞানের সুধা আহরণ করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে পুস্তকের সকল রহস্য।

জীবন ও মৃত্যুর সেই ভয়াল পুস্তক, যাতে লিপিবদ্ধ আছে জন্ম-মৃত্যুর সকল রহস্য। প্রাচীন ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে সৃষ্টি জগতের সকল রোগের চিকিৎসা, আছে স্বর্ণ তৈরির গোপন বিদ্যা, আছে জীবিত ও মৃত সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার গোপনতম জ্ঞান। আর সবশেষে সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে সেই নির্দেশনা, যা কেবল বুঝে নেবে তাঁরাই যাদের জন্য এই পুস্তক রচিত হয়েছিল।

কাঁপা কাঁপা হাতে পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা বের করেন বৃদ্ধা কবিরাজ। পড়তে শুরু করেন সুউচ্চ কণ্ঠে।

'এবং "তাঁর" ক্ষমতার নেই কোন সীমানা, নেই কোন নিয়ন্ত্রণ। তিনি, জগতের সর্বাপেক্ষা গোপন রহস্য। সবচাইতে প্রচন্ড সেই শক্তি, যা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে প্রত্যেকটি জীবিত জিনিস। জন্মের পর জন্ম তাকে মজবুত করবে গ্রানাইটের মতন। প্রকৃতি, নিয়ত ও মহাকালের প্রতিটি আঘাত তাঁকে প্রস্তুত করবে তিল তিল করে। ভালোবাসার ঐশ্বর্য "তাঁকে" দেবে জীবনের সুধা, "তাঁকে" জোগাবে বেঁচে থাকার

BanglaBook.org

শক্তি। "তাঁকে" প্রস্তুত করবে সেই দিনের জন্য, যেদিন স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবেন তিনি।

এবং তারপর...

জীবন যেদিন তাকে দেবে ভয়ংকরতম কষ্ট, যেদিন "তাঁর" হৃদয় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো কাঁচের মতন, যেদিন জন্মান্তরের ভালোবাসা রূপান্তরিত হবে ছলনায়- ঠিক সেইদিন নিজের স্বরূপে আসবেন তিনি! ঠিক সেইদিন নিজের স্বরূপ ধারণ করবেন। ঠিক সেই দিনটিতে পৃথিবী অবলোকন করবে এক ভয়ংকর সত্য, যা ধারণ করার ক্ষমতা এই সৃষ্টি জগতের নেই।

সেদিন আসবেই। জন্মান্তরের কোন না কোন পর্বে।

যদিও সেদিন উপস্থিত না হওয়াটাই হবে মানব সভ্যতার জন্য সর্বাধিক মঙ্গলময়।'

এরপর সেই বৃদ্ধা কবিরাজ আরও অনেক কিছুই বলেছিলেন, এতবছর বাদে যা আর স্পষ্ট মনে নেই আয়ানের। তবে মনে আছে সেই কথাগুলো, যে কথাগুলতে উল্লেখ আছে "তাঁর" আসল রূপের। কী সেই আসল রূপ আর কেমন?"জন্মান্তরের ভালোবাসা রূপান্তরিত হবে ছলনায়"- এটা দিয়ে কী বোঝাতে চাইছিল সেই প্রাচীন পুস্তক?

মনের মাঝে শত সহস্র প্রশ্ন ভিড় করে...

কোথায় ছিল সেই বরফে ছাওয়া প্রাচীন স্থানটি? কোথায় আছেন সেই প্রাচীন কবিরাজ এখন? ... লীনাকে অসংখ্যবার প্রশ্ন করেও মেলেনি কোন জবাব। প্রতিবারই ঠোঁট টিপে হেসেছে কেবল সে। বাসার ছোট্ট কাজের মেয়েটিকেও দেখা যাচ্ছে যা কাল থেকে, সেই ব্যাপারেও কিচ্ছুই বলেনি মেয়েটা। তবে কি তন্দ্রাবতীর কথাই ঠিক? নিজের উদর পূর্তি করতে ছোট্ট মেয়েটিকেও খেয়ে নিয়েছে এই সাক্ষাৎ শয়তান?

ভিক্ষুক বৃদ্ধা চলে যায়, তারপরও অনেকটা সময় দুপুরের সা ঠা রোদের মাঝেই বাগানে দাঁড়িয়ে থাকে লীনা। তাঁর উদর এখন বেশ স্ফীত, চলাফেরা ধীর। দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে গর্ভের সন্তান, ডেলিভারির সময় সমাগত। বেশ কদিন হলো সন্তানের ব্যাপারে কোন কথা বলে না সে, চুপচাপ নিজের মতই থাকে। আয়ান আজকাল রোজই তন্দ্রাবতীর কুটিরে যায়, বাড়ি ফিরতে দেরি হয় বেশ। কিন্তু সেটা নিয়েও কোন কোন প্রশ্ন করে না সে। রোজকার মতই রাত যত হোক দরজায়

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকে, নীরবে ভাত বেড়ে খাওয়ায়, স্ত্রী হবার সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে।

কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। সব কিছু শান্ত আর স্থির। জীবন শান্ত, সে নিজেও শান্ত... বড় বেশিই শান্ত! এই এখন যেমন শান্ত ভঙ্গিতে ভাত বাড়ছে।

'সেই কাজের মেয়েটা কই, লীনা? ওই যে নার্গিস না কী যেন নাম?'

'ও আর কখনো আসবে না।'

'কখনো আসবে না মানে কী!'

'ওকে বিদায় দিয়ে দিয়েছি। চিরকালের জন্য।'

বুকের মাঝে ধক করে ওঠে, কারণ এই "বিদায় দিয়ে দেয়ার" কী অর্থ খুব ভালো করে জানে সে। এই বিদায় দেয়ার অর্থ মেয়েটিকে দুনিয়া থেকেই বিদায় দিয়ে দিয়েছে সে। তন্দ্রাবতীর ধারণাই ঠিক। বাচ্চা মেয়েটিকে দিয়ে নিজের পেটের জ্বালা নিভিয়েছে এই পিশাচী।

প্লেটের ভাতের দিকে তাকিয়ে গা গুলিয়ে ওঠে আয়ানের। মুখে কিছু বলে না অবশ্য, নীরবে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে।

'তোমাকেও দেখি আমার রোগে পেয়েছে! আমি নাহয় প্রেগন্যান্ট, তোমার কী হলো বলোতো?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না, লীনা।'

'আমি চলে গেলে এত আদর করে কেউ খাওয়াবে না, বুঝেছো?'

হালকা চালে বলা খুবই সাধারণ কথা। তবুও এই কথাটাও মনের মাঝে সূচের মতন বেঁধে আয়ানের। লীনা কি তবে কিছু আঁচ করতে পেরেছে?

'তুমি চলে গেলে মানে কী?'

'আহ! অন্যভাবে নাও কেন? বলছিলাম, যদি বাচ্চা হতে গিয়ে মরে যাই? আমি তো এখন মরণশীল মানুষ, মনে নেই তোমার? কত মেয়েই তো মা হতে গিয়ে মরে

BanglaBook.org

যায়, যায় না বলো? আমাকে এখন ব্যথা দেয়া যায়, কষ্ট দেয়া যায়, হত্যাও করা যায়!'

'কী সব আজেবাজে কথা যে বলো!'

খুব সুন্দর করে হাসে লীনা। ঝর্নার মত খিলখিল আওয়াজ তুলে হাসি। 'জীবন খুব অদ্ভুত জিনিস জানো। কখন যে কোন দুঃস্বপ্নটা সত্যি হয়ে যায়! কোন আপন মানুষ কখন পর হয়ে যায়, সেটা হয়তো বুঝেও ওঠা হয় না।'

'আপন... পর... জীবন... কী বলছো এইসব?' খুব সাবধানেই কথোপকথন চালিয়ে যায় আয়ান। কারণ চালিয়ে যেতে হবে। কারণ আকাশলীনাকে সন্দেহের কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। কারণ তন্দ্রার নিরাপত্তা জরুরী।

এখন আয়ান যা করছে, সবই তন্দ্রাবতীর কারণে।

তন্দ্রাবতীর নিরাপত্তার জন্য। তন্দ্রাবতী বলেছে বলে।

কারণ আকাশলীনা তন্দ্রাবতীর অস্তিত্বের খোঁজ পেলে এই রাক্ষসীকে যে কেউ ঠেকাতে পারবে না!

২০) ..... 'জানো, আমার মনে হয় তোমার সাথে দেখা না হলেই ভালো হতো!'

বিকেলের রোদ ঝলমল করে তাঁর গাঢ় সবুজ চোখের তারায়। এত স্বচ্ছ সেই চোখ দুটি যে মনে হয় অন্তরটা বুঝি পড়ে নেয়া যাবে।

কিন্তু যায় না! মুখে কিছু উচ্চারণ করার আগেই যে মেয়েটির মন পড়ে নিয়েছে আয়ান সহস্র বছরের যাত্রায়, এখন আর সেই মেয়েটির চোখের ভাষাও পড়তে পারে না। মেয়েটি আজকাল দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। বড় বেশি দুর্বোধ্য।

এই এখন যেমন, স্বামী ভাত খায়নি বলে পিঠা তৈরি করতে বসেছে সে। শীতের বিকেলে গরম গরম ভাপা পিঠা। বারান্দায় পেতে নিয়েছে মাটির চুলো। তাতে একটা হাঁড়িতে টগবগ করছে পানি, হাঁড়ির মুখে বাঁধা পাতলা সুতির কাপড়। চালের গুঁড়ো মেখে নেয়া যত্ন করে, একটা থালায় রাখা কোরানো নারকেল আর খেজুরের গুড়। মাটির ছোট্ট ছোট্ট ছাঁচে যত্ন করে পিঠা সাজাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

প্রথমে একটুখানি চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে সমান করে। তারপর খানিকটা নারিকেল, বেশ অনেকটা গুড়। তারপর আবারও ঢেকে দেয়া চালের গুঁড়ো দিয়ে। ভেজা ন্যাকড়ায় মুড়ে আস্তে করে উপুর করে দেয়া হাঁড়িতে বাঁধা কাপড়ের ওপর।

এবং তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করা কয়েক মিনিট। তৈরি পিঠা!

অতি স্বাভাবিক, সহজ একজন নারীর মতই পিঠা তৈরি করছে লীনা। তাঁর চোখে, মুখে, শরীরের কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। একটিবারের জন্যও মনে হয় না যে এই মেয়েটিই রাতের অন্ধকারে হয়ে যায় একটা হিংস্র শ্বাপদ। সামান্যতম সুযোগ পেলেই শিকার করার জন্য বের হয় সে। মানুষ শিকার!

'নিউজ দেখেছো? আজও একটা যাত্রীবাহী বিমান হারিয়ে গিয়েছে। রাশিয়ায়। সব মিলিয়ে ৭২ জন মানুষ ছিল। কারো কোন খোঁজ নেই। উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরীই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে।'

'হু...' ভাবান্তর দেখা যায় না লীনার চেহারায়। 'কিছু ঘটনা পৃথিবীতে ঘটবেই, যেগুলো নিয়ে মাথা ঘামালে হয় না।'

'মানে কি, কী বলতে চাও?'

'মানে, ওই ফ্লাইটে হয়তো এমন ৩ জন মানুষ ছিল, যাদের মরে যাওয়াটা জরুরী। যারা বেঁচে থাকলে আরও কোটি কোটি মানুষের প্রাণ যেতে পারতো। ৭২ জনের প্রানের বিনিময়ে কি কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষাটা সঠিক হিসাব নয়?'

'তুমি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছো?'

'জগতের অনেক কিছুই তো আমরা জানি না, আয়ান। জানি বলো? থাক না কিছু রহস্য নিজের মতন। তবে একটা জিনিস মনে রেখো, মাঝে মাঝে আমরা যা দেখতে পাই সেটাই সম্পূর্ণ সত্য হয় না।'

'পাড়ার মুদী দোকানদার আমিন ভাই গতরাতে নিখোঁজ হয়েছে, সেটা জানো?'

'ভালো হয়েছে। লোকটা খুব খারাপ ধরণের ছিল। সুযোগ পেলেই ছোট ছোট বাচ্চাদের গায়ে হাত দিত। বছর দুয়েক আগে সে একটা ৭ বছরের শিশুকে রেপও করেছিল।'

'তুমি কীভাবে জানো?'

BanglaBook.org

আবারও মিষ্টি করে হাসে লীনা। 'আমাকে জানতে হয়, প্রিয়তম। তুমি তো জানো আমি কে।'

'আমাদের প্রতিবেশী দিনা আপাও নিখোঁজ জানো?'

'সে তো নিখোঁজ হবেই। মহিলা ইয়াবার ব্যবসা করে। বর্ডার পার করে আসা ইয়াবা স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে বিক্রি করে। এই মহিলা নিখোঁজ হলে কিছু মানুষের জীবন বাঁচে।'

আর কথা বাড়ায় না আয়ান, মেরুদন্ড বেয়ে শিরশিরে একটা অনুভব বয়ে যায় শুধু। সে নিজেও জানতো এসব লীনারই কাজ। বিগত ৫ বছরে এসব ঘটনা অসংখ্য ঘটেছে। আর লীনা গর্ভবতী হবার পর যে সম্পূর্ণ পৃথিবী একযোগে অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ তো আছেই, সাথে ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা ঘটেই চলেছে যেগুলোর কূলকিনারা করতে পারেনি কেউ বহু খুঁজেও। প্রতিদিনই এলাকায় কারো না কারো মৃত্যু ঘটছে, মৃতদেহগুলোর চেহারায় ফুটে থাকছে চরম আতঙ্ক। বিগত কিছুদিন যাবত তো প্রতিদিন রাতেই কেউ না কেউ নিখোঁজ হচ্ছে এই ছোট্ট শহরে, তাদের আর কোন হদিস মিলছে না কোনভাবেই।

বাংলাদেশে মানুষ সস্তা। যে অঞ্চল যত বেশি দরিদ্র, সেখানে মানুষের জীবনের মূল্য আরও কম। মানুষ মরা, হারিয়ে যাওয়া এসব এই দেশে নিত্যদিনের ব্যাপার বলেই হয়তো রোজ রোজ কারো নিখোঁজ হওয়াটা কাউকে তেমন ভাবিয়ে তোলে না। কিন্তু আয়ানকে তোলে।

কারণ আয়ান জানে, আয়ান জানে যে মানুষগুলো আর কখনোই ফিরবে না। তারা হারিয়ে গিয়েছে চিরতরেই। তারা এক রাক্ষসীর খাদ্য হয়েছে। জগতের প্রাচীনতম রাক্ষসীর খাদ্য!

তন্দ্রাবতীই ঠিক, বোঝে আয়ান। নিজেকে বোঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে প্রতিনিয়তই এবং নির্ধারণ করে উঠতে পারে না নিজের কর্তব্য। আকাশলীনার সামনে খুব চেষ্টা করেই আজকাল স্বাভাবিক থাকতে হয়। চিরকালের স্বাভাবিক আচরণটুকুন আর আসে না। কাজের বাহানাতে সমস্ত দিনটাই বাড়ির বাইরে কাটে। মুহূর্ত গুনে গুনে পার হয় দিনের প্রহর গুলো, পার হয় তন্দ্রাবতীর সাথে শেষ বিকেলে একটুখানি একান্ত মুহূর্তের জন্য।

BanglaBook.org

ভাগ্য হয়তো ভালোই বলতে হবে যে আকাশলীনার অতিমানবিক ক্ষমতাগুলোর প্রায় কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। নশ্বর মানব হওয়ার সাথে সাথে সমস্তই অতীত হয়ে গিয়েছে। নাহলে তন্দ্রাবতীর সত্য কখনোই তাঁর কাছ থেকে চাপা দিয়ে রাখা যেতো না। পৃথিবীর কোন শক্তিই পারতো না, যদি সে আগের আকাশলীনা হতো।

'কিন্তু সে শক্তিশালী হচ্ছে, ক্রমশ আর ক্রমশ!' ফিসফিস করে বলে তন্দ্রাবতী। মাটির পাত্রে জ্বালানো আগুনের উসকে দিয়ে আয়ানকে সেই বিশেষ চা ঢেলে দেয় কাঁচের গ্লাসে। 'সে গর্ভবতী হবার পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করেছে সকল হিসেব। বদলে যেতে শুরু করেছে সে। সেইদিন দূরে নয়, যখন নিজের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে সে...'

'কিংবা আরও ভয়াল রূপে!' বিড়বিড় করে আয়ান। 'সেই বৃদ্ধা কবিরাজ আমাকে বলেছিল, বলেছিল- যেদিন তাঁর হৃদয় গুঁড়ো গুঁড়ো হবে কাঁচের মত, সেদিন নিজের সম্পূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে সে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রাচীন পুস্তকে লেখা আছে সেই সত্য। লেখা আছে যে জন্মান্তরের যাত্রায় এখনো "তার" স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি কখনোই। সে শায়াতিন, প্রাচীনতম অপশক্তির প্রথম জন্ম। তোমার ভালোবাসা যেমন "তাকে" জন্মান্তরের যাত্রা করার শক্তি যুগিয়েছে, প্রকৃতি বারবার বিনাশ করার পরও সে বারবার জেগে উঠেছে ছাই থেকে। সেই তোমার ভালোবাসাই টেনে রেখেছে "তার" লাগাম, যেন সেই বিনাশী বিধ্বংসী রূপ কখনো আত্মপ্রকাশ করতে না পারে।'

'কিন্তু যখন এই ভালোবাসা থাকবে না, তখন?'

'তখন "তার" হাত থেকে এই পৃথিবীকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কারণ সে অর্জন করবে নিজের সম্পূর্ণ অন্ধকার ক্ষমতা। তোমার ভালোবাসা "তার" মাঝে প্রজ্বলিত একমাত্র আলো। সেই আলোটুকুন নিভে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না "তার" মাঝে মানবীয়।'

'কী করবো আমরা তাহলে, তন্দ্রাবতী? কী-ই বা করতে পারবে আমাদের মতন সাধারণ মানুষেরা?'

'হয়তো আমি নই, কিন্তু তুমি পারবে।' দুহাতে আগলে ধরে প্রেমিককে সান্তনা জানায় পাহাড়ি সুন্দরী। 'তুমি আর তুমি, একমাত্র তুমিই পারবে "তাকে" হত্যা করতে। তুমি যেমন "তাঁর" জিয়নকাঠি, এই তুমিই "তার" মৃত্যু সাহেব। "তার"

BanglaBook.org

বিনাশ করতে পারবে একমাত্র তুমি আর তুমি, রক্ষা করতে পারবে সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগতকে।'

'আমি? আমি কীভাবে?... না না, আমাকে দিয়ে হবে না কিছুই।'

'হবে, সাহেব। হবে। তোমাকে পারতেই হবে। নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য। পৃথিবীর জন্য, সৌন্দর্যের জন্য। পুণ্য আর পবিত্রতার জন্য। তোমাকেই যে পারতেই হবে! তোমাকে হত্যা করতে হবে "তাকে"... করতেই হবে।'

'তাঁকে কীভাবে হত্যা করবো আমি?' আতঙ্কে জমে যেন হিম হয়ে আসতে থাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল, নিজের সাথেই নিজে এক অসম লড়াইতে লিপ্ত হয়ে থাকে আয়ান। 'তাঁকে হত্যা করার শক্তি আমার নেই। সে অন্যভুবনের সবচাইতে শক্তিশালী অস্তিত্ব, আমি নেহাতই এক নশ্বর মানব।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছো, সাহেব। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এখন সে তোমার-আমার মতই। সেও এখনো নশ্বর মানব। তোমাকে জীবন দিতে গিয়ে সে বিসর্জন দিয়েছিল নিজের অমরত্ব। সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে তো "তার" বিনাশ সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। জন্ম জন্মান্তরে তোমরা জীবন দিয়েছো ভালোবাসার নামে। এইবার তুমি তার জীবন কেড়ে নেবে সত্য ও সুন্দরের নামে, কেড়ে নেবে যেন সে আর কখনো ফিরে আসতে না পারে ধরণীর বুকে। একমাত্র তোমার হাতেই হবে এই কর্ম সম্পাদন।'

'কিন্তু যদি না হয়? যদি না হয়? যদি আমি না পারি?'

'পৃথিবী ডুবে যাবে এক গহীন অন্ধকারে! এমন এক অন্ধকার, যা কাটিয়ে আলো আসবে না আর কোনও দিনও। তুমি এই পৃথিবীর শেষ আসা ভরসা, সাহেব! তুমি এই পৃথিবীর শেষ আশা ভরসা।'

'আমাদেরকে যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে সে। অচিরেই চলে যাবে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।'

'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি... খুব! সে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রূপে বিকশিত হবার আগেই যা করার করতে হবে।'

'আমি জানি।'

BanglaBook.org

প্রেমিককে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় তন্দ্রাবতী, নিজের শরীর সম্পূর্ণ মেলে দেয় কাঙ্খিত পুরুষের সামনে। নিঃশব্দ কামনায় আমন্ত্রণ জানায় শরীরের আবেদন গ্রহনের। মেয়েটিকে স্পর্শ করে খুব মলিন হাসে আয়ান। সে হাসিতে ফুটে থাকে কেবলই গভীর আর গভীর বেদনা।

কারণ তন্দ্রাবতী যা জানে না, সেটা সে জানে। তন্দ্রাবতী যা বুঝতেও পারছে না, সেটা সে বোঝে।

সে জানে যে আকাশলীনার বিনাশ এমনি এমনি সম্ভব নয়। তাঁকে বিনাশ করতে হলে জীবন দিতে হবে নিজেকেও! যদি সেই-ই আকাশলীনার জিয়নকাঠি হয়ে থাকে, তবে "তাঁর" সাথে সাথে এই জিয়ন কাঠির বিনাশও অনিবার্য।

আর কেউ না জানুক, সে জানে। সে জানে যে আকাশলীনা কে আর কত ভয়াবহ তাঁর ক্ষমতা। প্রতারক প্রেমিককে ছেড়ে দেবে আকাশলীনা? কক্ষনো নয়! ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে নিজের প্রতিশোধ নেবে পিশাচী। আর তখন...

ঠিক সেই মুহূর্তে "তাঁর" বুকে আমূল বসিয়ে দেবে সে এক খঞ্জর। বসিয়ে দেবে নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে একত্রিত করে। বসিয়ে দেবে ভালোবাসা নয়, বরং প্রকৃতি, মহাকাল ও নিয়তির নামে। যেন আর কখনো... কক্ষনো ফিরে না আসতে পারে সে। পূর্বজন্মের এই অভিশপ্ত কাহিনীর যেন সমাপ্তি ঘটে এই এক জীবনেই।

হ্যাঁ, আকাশলীনাকে ধ্বংস করবে সে। বিনাশ করবে চিরকালের মতন। গর্ভের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার আগেই বিনাশ করবে। আকাশলীনা নামক অশুভ শক্তির সন্তানকে কখনোই জন্মগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না পৃথিবীর বুকে। কখনো না, কোনভাবেই না।

প্রকৃতির শঠ চালে মোহগ্রস্থ আয়ান ভুলে যায় যে সন্তানটি কেবল আকাশলীনার নয়, সন্তানটি তার নিজেরও। আয়ান ভুলে যায় নিজের জন্মান্তরের প্রতিজ্ঞা, আয়ান বিস্মৃত হয় নিজের শত শত জন্মের ভালোবাসা। আয়ান হারিয়ে ফেলে সেই আস্থা ও বিশ্বাস যা তাঁকে পরিচালিত করেছে সহস্র সহস্র বছর যাবত।

হ্যাঁ, আয়ান ভুলে যা সব। স-অ-ব।

আর নিজেকে উৎসর্গ করে তন্দ্রাবতীর বাহুডোরে। তন্দ্রাবতীর অনিন্দ্য সুন্দর দেহের মাঝে যেন খুঁজে নিতে চেষ্টা করে সাময়িক সান্তনা। ভুলে যায় স্ত্রীকে, ভুলে

BanglaBook.org

যায় লীমা-সেফ্রেন-ইউমেলিয়া-আইদা-জেনিফার-লীনা সকলকেই, ভুলে যায় শত শত জন্মের শত শত প্রেম কাহিনী।

ভুলে যায়, আর তন্দ্রাবতীর দেহের মাঝে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে সান্তনা।

খুব খেয়াল করে দেখলে তন্দ্রাবতীর চোখে মুখে জিতে যাওয়ার এক হাসি দেখতে পারতো আয়ান, যা হয়তো বদলে দিতো তার সকল ভাবনা! বদলে দিতে পারতো এই কাহিনীর পরিণতি।

আরও একবার হারিয়ে দিতে পারতো প্রকৃতি, নিয়তি ও মহাকালকে...

২১) ..... এবং নিজের স্মৃতির যে অংশটুকু আয়ান এখনো মনে করতে পারেনি...

দুশো বছর আগের সেই রাতে সত্যনারায়ণ যখন নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল ইন্দ্রাবতীর শরীরের মাঝে, সাক্ষী ছিল কেবল আর কেবল রাতের আকাশ। ইন্দ্রাবতীর আনন্দময় শীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বিন্দু বিন্দু শিশির কণা, চাঁদের আবছা আলোতে দুটি শরীর মিলেমিশে যাচ্ছিল পরস্পরের সাথে।

ঠিক তখনই...

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিল আরও একজন! হ্যাঁ, সেখানে উপস্থিত ছিল জেনিফার। কিংবা জেনিফারের রূপে হিংস্র শ্বাপদ কোন। সে ভর করে ছিল চার পায়ে, পরনের পোশাকটি ঝুলছিল শতছিন্ন ন্যাকড়ার মত, চোখগুলো টকটকে লাল, মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে রক্তমাখা লালা।

মন্দিরের পাতাল কয়েদ থেকে পালিয়ে এসেছে সে। পালিয়ে এসেছে প্রিয়তম মানুষটির জীবন রক্ষা করতে। পুরোহিতেরা বলেছে তারা হত্যা করবে সত্যনারায়ণকে। জেনিফার তাই সকল বাঁধা অতিক্রম করে এসেছে সত্যনারায়ণের জীবন রক্ষা করতে...

বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলে হিংস্র শ্বাপদের মত দেখতে জানোয়ারটি। লম্বা সোনালি চুলে মুখটা ঢাকা, দেখা যায় না পরিষ্কার। কেবল এটুকু বোঝা যায় যে প্রাণীটি ক্রোধান্বিত। ভীষণ আর ভীষণ ক্রোধান্বিত।

BanglaBook.org

ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে ইন্দ্রাবতী। সত্যি বলতে কি, সত্যনারায়ণ নিজেও বুঝতে পারে না যে কী করবে আর কী করা উচিত। কী চায় এই প্রাণীটি তার কাছে? কী চায়?

আবারও বিজাতীয় ভাষায় কিছু একটা বলে প্রাণীটি। তবে যতটা মানুষের বুলির মত শোনায়, তার চাইতে অনেক বেশি মনে হয় কোন ভয়ংকর জানোয়ারের আর্তনাদের মতন। কিন্তু হ্যাঁ, এবার তার কথা বুঝতে পারে সত্যনারায়ণ। কারণ বাক্যগুলো উচ্চারিত হয় সোজা মস্তিকের অভ্যন্তরে।

'আপনি পালান, দোয়া করে আপনি পালিয়ে যান। ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে। ওরা আপনাকে মেরে ফেলার জন্য আসছে।'

'ওরা কারা!'

'পুরোহিতেরা! মন্দিরের পুরোহিতেরা।'

'আমি বিশ্বাস করি না! আমি বিশ্বাস করি না! ... ওরা কেন হত্যা করতে চাইবে আমাকে?'

'ওরা চায়, বিশ্বাস করুন ওরা চায়! ওরা ভেবেছে আমাকে সমূলে বিনাশ করতে আপনাকেও হত্যা করতে হবে।'

'অসম্ভব! মহান ঋষি জানেন যে আমি তোমাকে ভালবাসি না। একটা জানোয়ারকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি জানোয়ার নই! বিশ্বাস করুন আমি জানোয়ার নই। আমি লীমা! আমি তোমার লীমা থিও!'

'আমার কোন থিওকে মনে নেই! আমার কোন লীমাকে মনে নেই।'

'মনে করো, থিও। অনুগ্রহ করে মনে করো। আমি লীমা, আমি তোমার স্ত্রী। তোমার জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গিনী!'

'না... না... না... তুমি কেবলই এক অশুভ আত্মা, যে চুরি করতে এসেছে আমাদের প্রাচীন পুস্তক।'

BanglaBook.org

'এই পুস্তক তোমার আর আমার জন্যই রচিত, থিও। এই পুস্তক তোমার আর আমার জন্যই কেবল। এইসব সাধারণ মানুষদের জন্য না।'

'আমিও সাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ, আমার জীবন সাধারণ। আমি সাধারণ জন্মেছি আর সাধারণ মরে যেতে চাই। আমি মরে যেতে চাই এই মেয়েটির হাত ধরে... ' ইন্দ্রাবতীর হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সত্যনারায়ণ। 'এই মেয়েটি আমার স্ত্রী, তুমি নও। এই মেয়েটি আমার স্ত্রী।'

'আমার দিকে তাকাও, থিও। অনুগ্রহ করে আমার চোখের দিকে তাকাও।'

'আমি থিও নই, আমি সত্য নারায়ণ। আর তুমি কেবলই এক হিংস্র শ্বাপদ।'

এক পা এক পা করে সামনে বাড়ে জানোয়ারের মত সেই নারী। সামনে বাড়ে দুপায়ের স্বাভাবিক মানুষের মতই। 'আমার দিকে দেখো। আমার দিকে দেখো... তুমি কি কিছুই দেখতে পাচ্ছ না? কিচ্ছুই না?'

জানে না কেন, চট করে আর জবাব দিতে পারে না সত্যনারায়ণ। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে প্রাণীটি আর একটু একটু করে নিজের ভেতরে কী যেন উলটে পালটে যাচ্ছে। খানিক আগেও অন্য মেয়ের শরীরে ডুবে থাকা পুরুষের হুট করেই মনে হতে শুরু করেছে যে শ্বাপদের মত গর্জন করতে থাকা এই মেয়েটিকে সে চেনে। খুব আর খুব কাছে থেকে চেনে...

আরও একটু এগোয় সোনালি চুলের অশুভ প্রেতাত্মার মত মেয়েটি। বাড়িয়ে দেয় একটি হাত। 'তুমি একটিবার আমার হাত ধরো। একটিবার। তোমার মনে পড়ে যাবে সেই সবকিছুই, যেভাবে আমার মনে পড়েছে...'

কি ভীষণ দ্বিধা! কী ভীষণ দ্বন্দ্ব!

জানে না কোনটা করা উচিত আর কোনটা ভুল। বুকের মাঝে থরথর করে কাঁপে সত্যনারায়ণের... ধরবে কি সে জেনিফারের বাড়িয়ে দেয়া হাত? ধরবে কী? কিন্তু যদি এমন কিছুই জানা হয়ে যায় যা সে জানতে চায় না... তাহলে? তাহলে কী হবে?

ইন্দ্রাবতীর অস্তিত্ব মুহূর্তের মাঝেই বিস্মৃত হয় সত্যনারায়ণ। এক দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে থাকে জেনিফারের চোখেই। সেই চোখদুটি কথা বলে, সেই চোখদুটি জানিয়ে দেয় শত শত জন্মের না বলা গোপন কথা যত...

BanglaBook.org

কাঁপতে শুরু করে সত্যনারায়ণ। নিজের জীবনের ভয়াক এক সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করে অসহায় এক মানুষের মত। এই যে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লীমা... হ্যাঁ, এই মেয়েটিই লীমা। লীমা, সেফ্রেন, ইউমেলিয়া, আইদা... না জানি আর কত শত রূপে জন্ম নিয়েছি এই মেয়েটি কেবল তারই জন্য। কেবল তার ভালোবাসার খাতিরে। হোক অশুভ আত্মা, হোক পাপী, হোক পিশাচ বা সাক্ষাৎ শায়াতিন... সত্যনারায়ণ আর পরোয়া করে না!

কারণ সে থিও... লীমার থিও। সহস্র সহস্র বছর পূর্বে জন্ম নেয়া সেই আদিম পুরুষ, ভালোবাসার নারীটির জন্য যে পাড়ি দিয়েছে জন্মান্তরের পথ। সেই লীমা এখন তার সামনে, সেই লীমা এখন জেনিফারের বেশে... সেই লীমা! তার হৃদয়, তার আত্মা, তার জীবন যে নারীকে উৎসর্গিত...

... তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদে ভেঙে চৌচির হয়ে যায় রাতের নিস্তব্ধতা!...

জেনিফার লুটিয়ে পড়ে প্রিয়তম পুরুষের ঠিক বুকের ওপরেই। নিভে যায় দুচোখে জ্বলতে থাকা আগুন, মুখটা মুহূর্তের মাঝেই ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। ইন্দ্রাবতীর বর্শা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তার হৃৎপিন্ড, সাথে সাথে নিভে গিয়েছে জীবন প্রদীপ। মাটির পৃথিবীতে পড়ে আছে কেবল তার প্রানহীন নশ্বর দেহটাই।

না, প্রিয়তমার মৃতদেহ বুকে নিয়ে কাঁদে না সত্যনারায়ণ। কাঁদে না একটুও। কেননা আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা কেবল, সেও যাত্রা করবে সেই পথে যে পথে গিয়ে জন্মান্তরের সঙ্গিনী। লীমা বিহীন এই পৃথিবীতে একলা বেঁচে থেকে কী করবে থিও?

সত্যনারায়ণ তাই অপেক্ষা করে।

অদূরেই শোনা যাচ্ছে পদশব্দ, মন্দিরের পুরোহিতেরা এলো বলে। তারা আসবে, বর্শায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে হৃৎপিন্ডটা। অবসান হবে এই প্রচন্ড যন্ত্রণার, জাগতিক কোন শব্দে যার ব্যাখ্যা দেয়া চলে না।

সত্যনারায়ণ তাই অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে মৃত্যু ও ভালোবাসার।

এবং আয়ানের এসব কিছুই মনে পড়ে না। তন্দ্রাবতীর মেধা আচ্ছন্ন করে থাকে তার মন, মস্তিষ্ক, স্মৃতি। অর্ধেক জানা সত্যকেই জীবন করে নিয়ে সে সামনে এগোয় অন্ধের মতন। একই ভুলের পথে আবারও হাঁটে যে পথে হেঁটেছে বিগত অসংখ্য জন্মে।

BanglaBook.org

ধোঁকা ও প্রতারণার পথ।

শঠতা ও ধূর্ততার পথ।

প্রকৃতি, নিয়তি ও মহাকাল তখন জিতে যাবার আনন্দে অট্টহাসি হাসে।

২২) ..... 'সে কি সত্যই আর আমাকে ভালোবাসে না?'

'না। বাসে না।'

'সে কি সত্যই আর আমাকে চায় না?'

'না। চায় না।'

'সে কি সত্যই বিসর্জন দিয়েছে আমার সকল স্মৃতি?'

'হ্যাঁ। দিয়েছে।'

'তাহলে এখন আমার করণীয় কী?'

'ভালোবাসার নামে যা করা উচিত সকল সত্ত্বাকে।'

'ভালোবাসা? নাকি প্রতারণা! আমি কিছু বুঝতে পারি না...'

'যা নিয়তি, তা অস্বীকারের উপায় নেই। আরও একবার আপনি পরাজিত প্রকৃতির ক্রূরতার সামনে। আরও একবার আপনি পরাজিত মহাকালের শঠতার সামনে। আরও একবার আপনি পরাজিত নিয়তির নির্মম আঘাতে।'

'না না না! আমি মানি না!'

'যা নির্ধারিত, তাঁকে পরিবর্তনের ক্ষমতা যে কারো নেই!'

'এই পরাজয় আমি অস্বীকার করছি। এটা শঠতা, এটা প্রতারণা!'

'যুদ্ধ ও ভালোবাসায় সবই যে ঠিক!'

'তাহলে আমি কী করবো?'

BanglaBook.org

'সেটাই, যা করার জন্য আপনার জন্ম হয়েছে। যা করার জন্য জন্ম জন্মান্তরে আপনি বারবার ফিরে এসেছেন ধরণীর বুকে।'

'আমি চাই না সেই জীবন, আমি চাই না সেই নিয়তি! আমি কেবল মানবী হতে চাই... যা আমি ছিলাম! একজন সাদামাটা মানবী!'

'সেটা আপনার ভ্রান্ত ধারণা, হে মহান শক্তি। মানবী রূপে যে আপনার জন্ম হয়নি! আপনি সৃষ্টির সেই আদি ও অকৃত্রিম শক্তি, যার জন্ম প্রজ্ঞার জঠর হতে। আপনি সেই আদিমতম শক্তির মানবীয় রূপ, যার জন্ম হয়েছিল সকল শৃঙ্খলার বিপরীতে। আপনার জন্ম নিয়ম ভাঙার জন্য, হে আদি শক্তি। আপনার জন্ম সভ্যতার ইতিহাস বদলে দেবার জন্য।'

'না না না! আমি চাই না এই জীবন! আমি কেবল নিজের ছোট্ট জীবনে শান্তিতে মরে যেতে চাই।'

'নিজের স্বরূপ তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না, হে আদি শক্তি। আপনি এক, ও অনন্য। মানব সভ্যতার একটি অংশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আপনার আগমনের। তারা অপেক্ষা করছে যে আপনি আসবেন আর দূর করবেন সকল ভ্রান্তি...'

'না না না... আমি পারবো না। আমি পারতে চাই না!'

'পারতে যে আপনাকে হবেই! আপনি কী করে অস্বীকার করবেন নিজের কর্তব্য!'

'তাকে ব্যতীত আমি অসম্পূর্ণ, সে আমার জীবন!'

'সে এখন অন্য কারো বাহুডোরে!'

'তাঁকে ছাড়া আমি শক্তিহীন!'

'কেবলই ক্ষণিকের জন্য।'

'এখন আমি কেবলই নশ্বর মানবী একজন!'

'অচিরেই সেই পর্ব শেষ হবে।'

'এখন আমি মরণশীল!'

BanglaBook.org

'পরিবর্তনের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে।'

'আমি আমার সন্তানকে আলোকিত পৃথিবীতে জন্ম দিতে চাই!'

'ওরা আপনাদেরকে হত্যা করার জন্য আসছে।'

'আসুক! তবুও আমার সন্তান দেখবে না কোন অন্ধকারের ভয়াবহতা।'

'ওরা আপনাদেরকে বাধ্য করবে।'

'আমি ভয় পাই না!'

'আপনি স্বয়ং ভয়, আপনি স্বয়ং মূর্তিমান আতঙ্ক। দুর্বলতা আপনাকে মানায় না।'

'তাহলে কী করবো আমি?'

'ঠিক তাই, যা করার জন্য আপনার জন্ম।'

'সেটার পরিণাম ভয়াবহ হবে। এতটা ভয়াবহ যা মানবজাতি কখনো কল্পনাও করেনি।'

'তবে তাই হোক। মানবসভ্যতা হয়তো সেটারই দাবীদার।'

'সমস্ত সত্য ও সুন্দর ধ্বংস হয়ে যাবে যদি আমি জেগে উঠি!'

'মিথ্যা মায়াজালের ধ্বংসস্তুপ থেকে জেগে উঠবে নতুন দিনের গান।'

'কিংবা ছেয়ে যাবে অন্তহীন আঁধারে...'

'হয়তো সেটাই এই পৃথিবীর একমাত্র প্রাপ্য!'

'তবে তাই হোক!' ইস্পাতকঠিন শোনায় "তাঁর" কণ্ঠস্বর। 'তবে তাই হোক। মৃত্যু, বিনাশ ও প্রতিশোধের নামে।'

'জি, মহান শক্তি। মৃত্যু, বিনাশ ও প্রতিশোধের নামে।'

এবং গভীর অন্ধকার এক রাতে ধড়মড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসে এক প্রাচীন শক্তি।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, অবশেষে সে বুঝতে পেরেছে। অবশেষে সে বুঝতে পেরেছে তাকে কী করতে হবে।

অবশেষে সে ধরতে পেরেছে নিয়তির ক্রূর চাল। জানতে পেরেছে প্রকৃতির শঠতা। রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করতে পেরেছে মহাকালের কুৎসিত উদ্দেশ্য। সে এখন জানে, এখন জানে যে তাঁকে কী করতে হবে। সে এখন জানে যে কোথায় লুকিয়ে আছে এই সমস্ড় উপাখ্যানের চাবিকাঠি।

আয়ানের অনিন্দ্য সুন্দর মুখে পড়েছে ভরা জ্যোৎস্নার আলো, জেগে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষটা। শেষবারের মত সেই অপার্থিব সুন্দর দৃশ্যের দিকে শান্ত মনে তাকিয়ে থাকে আকাশলীনা। তাকিয়ে থাকে কারণ জানে...

জানে যে এটাই শেষবার। আর কখনো দেখা হবে না এই দৃশ্য। আর কখনো কোনদিনও পাশের শয্যায় ঘুমে নিমগ্ন থাকবে না ভালোবাসার পুরুষ। সেই পুরুষের মনে এখন অন্য কেউ... সেই পুরুষের শরীরে এখন অন্য কেউ!

ভীষণ কষ্টে কুঁকড়ে যায় হৃদয়। দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়। এবং পান্না সবুজ চোখ দুটি বেয়ে গড়ায় দু ফোঁটা অশ্রু... ভালোবাসার কষ্টে!

ভালোবাসার গল্পগুলো কেন এমন নির্মমভাবেই শেষ হতে হয়?

২৩) ..... একটা তীক্ষ্ণ সূচের মতন ব্যথা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে শরীরের আনাচে কানাচে।

একটা প্রবল আর প্রচন্ড যন্ত্রণা। মনে হয় বুঝি চামড়া ফুঁড়ে বের হচ্ছে কিছু একটা, বের হচ্ছে পিঠে। আস্তে আস্তে... খুব ধীরে। যেন দুটি ডানা। খুব ছোট, বোঝা যায় না এমন। কিন্তু হ্যাঁ, পিঠের বিশেষ দুটি স্থানে শুরু হয়েছে নতুন একটা কিছু সৃষ্টির উৎসব।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আয়নায় নিজের নগ্ন শরীরটাকে দেখে আকাশলীনা। নিজের শ্বাপদের মত হিংস্র নখরকে দেখে। স্ফীত হওয়া উদরকে দেখে, ধনুকের ছিলার মত টানটান শরীরকে দেখে। শরীরটি জেগে উঠছে, জেগে উঠছে আবারও দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে।

জেগে উঠছে, কিংবা নিজেকে সাজাচ্ছে নতুন করে।

BanglaBook.org

প্রাচীন পুস্তক বলেছিল... বলেছিল যে প্রতারণা শায়াতিনকে সম্পূর্ণ করবে। প্রতারণা তাঁকে দান করবে সেই স্বরূপ, যা ভালোবাসা কোনদিন করতে পারেনি।

আকাশলীনা জেনে গেছে-

এখন সময় জেগে ওঠার! এখন সময় স্বরূপে আত্মপ্রকাশের!

এখন সময় সেই ধ্বংসলীলার, যার কল্পনাও কেউ কখনো করেনি।

২৪) ..... অনেক অনেক দূরে পৃথিবীর কোন প্রান্তে নড়েচড়ে ওঠে এক ছোট্ট কিশোরী। রান্নাঘর থেকে ধারালো একটু ছুরি নিয়ে সে রওনা হয় পিতা-মাতার শোবার ঘরের দিকে। না, পিতা বাসায় নেই। সহজ সরল মানুষটি রোজকার মতই কাজের জায়গায় গিয়েছে। কিন্তু মা বাড়িতে একা নয়। শোবার ঘরে মায়ের সঙ্গে আছেন সোনালি চুলের এক পুরুষ। কিশোরীটিকে লিভিং রুমে টিভির সামনে দিয়ে মা অনেকক্ষণ যাবত ব্যস্ত পুরুষ বন্ধুটির সাথে।

কিশোরীটি জানে না সে কী করছে আর কেন করছে। সে কেবল জানে, মায়ের সেই সোনালি চুলের প্রেমিককে হত্যা করতে হবে।

কেউ একজন তাকে ভেতর থেকে বলছে লোকটিকে হত্যা করার জন্য!

আরও অনেক অনেক দূরে এক অত্যাধুনিক শহরে, নিজের ফ্ল্যাটের আরামদায়ক উষ্ণতায় বসে হুট করেই ঘামতে শুরু করেন এক মধ্যবয়স্ক লোক। তিনি পেশায় অস্ত্র ব্যবসায়ী, মৃত্যু আর ধ্বংস নিয়েই তার কারবার প্রতিদিন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, জীবনকে ভালোবাসেন প্রচন্ড।

কিন্তু সেই টাক মাথার লোকটিরই যেন কী একটা হয়। নিজের বহুতল ভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিচে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হন তিনি।

তাঁকে মরতে হবে! যে করেই হোক তাঁকে মরতে হবে!

নিজের ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে বারবার বলছে মরে যাওয়ার জন্য...

দলের মধ্যে থেকেও খুব সাবধানে একটি মেশিন গান তুলে নেয় ধর্মের নামে যুদ্ধে যাওয়া কমবয়সী তরুণটি। তুলে নেয় সকলের অলক্ষ্যে। সবাই ব্যস্ত পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা নিয়ে। এই হামলা যদি সফল হয়, তাহলে বদলে যাবে পৃথিবীর নকশা।

BanglaBook.org

মেশিনগানটি হাতে নিয়েই তরুণটি বুঝতে পারে তাকে কী করতে হবে।

কেবল শক্ত করে ট্রিগার টেনে ধরতে হবে, আর শেষ পর্যন্ত ফায়ারিং চালিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ না প্রতিটি প্রানী মারা পড়ছে এই কামরায়, ফায়ারিং বন্ধ করা যাবে না। সৃষ্টিকর্তার নামে হানাহানি করতে চাওয়া এই মানুষগুলিকে কিছুতেই বাঁচতে দেয়া যাবে না...

খুব কাছে কোথাও এক কৌটা কেরোসিন নিয়ে পা টিপে টিপে স্বামীর দিকে এগোয় রহিমা। গভীর রাতে আজ তার ঘুম ভেঙে গিয়েছে, আর ভাঙার পরই সে বুঝতে পেরেছে তাকে কী করতে হবে। কী করলে এই লোকটার অত্যাচার থেকে মুক্তি মিলবে।

বছরের পর বছর এই নির্যাতন রহিমার আর সহ্য হয় না। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সে ক্লান্ত।

তাই রহিমা আজ সেটাই করবে, যেটা তার অন্তর তাকে বলছে। আর মন বলছে যে লোকটাকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, জ্যান্ত অবস্থায় তাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তবেই মিলবে এই লোকটার অত্যাচার থেকে মুক্তি।

রহিমা সেটাই করবে, কারণ রহিমার ভেতরে কেউ যেন বলে দিয়েছে এটাই করতে!

এক এক করে সবাইকেই জবাই করে ফেলে লোকটি। হ্যাঁ, স্রেফ ধরে ধরে জবাই। তবে জবাই করার পূর্বে প্রত্যেকের পুরুষাঙ্গ কেটে নিয়েছে ব্লেড দিয়ে। আর সেই পুরুষাঙ্গ অস্ত্রের মুখে তাঁদেরকে চিবিয়ে খেতে বাধ্য করেছে।

যদিও এই লোকগুলো তার বহুদিনের সঙ্গী। সকলে কতবার একসাথে ৬/৭ বছরের ছোট ছোট মেয়েগুলিকে ধরে এনেছে আর একসাথে ধর্ষণ করেছে! পর্ণ ভিডিও তৈরি করেছে, ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়ে লাখ লাখ ডলার কামিয়েছে। তারপরও যদি মেয়েগুলি বেঁচে থেকেছে, তখন তাদেরকে বেচে দিয়েছে বেশ্যা পাড়ায়। পতিতাবৃত্তির দুনিয়ায় ৬/৭ বছরের মেয়েদের মূল্য হীরার চাইতেও বেশি। বুড়ো বুড়ো ভামগুলির এইসব মেয়ে খুব বেশি পছন্দের।

এই তো কয়দিন আগে যে মেয়েটিকে ধরে আনলো, তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর! অবশ্য মেয়েটা বাঁচেনি। তারা চৌদ্দ জন মিলে ধর্ষণ করেছিল, তখনও মরেনি। পনেরোতম জন চেষ্টা করতেই ফুট করে মরে গেলো...

BanglaBook.org

সবাইকে জবাই করার পর ছোরা হাতে নিজেই আয়নার সামনে দাঁড়ায় লোকটি। নিজের হাতকে বারবার ঠেকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু হাত দুটির যেন কোন মায়া নেই। এই হাত দুটি যেন তার নয়, অন্য কারো! হাত দুটিকে যেন পরিচালনা করছে অন্য কেউ...

খুব সাবলীল ভাবে তার হাত দুটি নিজের শরীরের চামড়া নিজেই ছাড়িয়ে নিতে শুরু করে। গগনবিদারী চিৎকারে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে দেয় লোকটি। কিন্তু কোন লাভ হয় না। হাত দুটি নিজের কাজ করতেই থাকে, খুব সুক্ষ্মভাবে জ্যান্ত অবস্থায় ছাড়িয়ে নিতে থাকে শরীরের চামড়া...

তার নিজের শরীরের চামড়া!

২৫) ..... ছোট্ট কুটিরটি ঝরঝর করে কাঁপে, মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে যাবে।

ভূমিকম্পের সময় যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে পড়তে হয় ঘরদোর ছেড়ে- জানে তন্দ্রাবতী, কিন্তু এই মুহূর্তে কী করবে বুঝতে পারছে না। নিজের গোটা জীবনে এমন ভয়াবহ কিছু দেখেনি সে। সম্ভবত কেউই দেখেনি। সবচাইতে বয়োবৃদ্ধ মানুষটিও না।

চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। প্রায় সকলেই হুড়মুড় করে বের হচ্ছে ঘরবাড়ি ছেড়ে আর পাহাড় ধসের ভয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে। তাদের পাড়াটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। এর চাইতে অনেক কম কম্পনেও বহু লোকের প্রাণহানি হয়েছে।

সবই জানে তন্দ্রাবতী। সবই বোঝে। কিন্তু করতে পারে না কিছুই।

মনে হয় সমগ্র অস্তিত্ব বুঝি প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে, পা দুটি হয়েছে হাজার হাজার টনের মত ভারী। শত চাইলেও আর দৌড়ে পালাতে পারবে না সে, শত চেষ্টাতেও আর শরীর নড়বে না এক বিন্দু, হাজার চাইলেও কণ্ঠ ফুঁড়ে বের হবে না একটি শব্দও।

কারণ সে দাঁড়িয়ে আছে সামনে!

হ্যাঁ, সে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সেই ভয়াল অস্তিত্ব, যার সামনে তুচ্ছ জগতের সকল ক্ষমতাই। সে এক, সে অসীম। সেই অন্তহীন অন্ধকার যার কল্পনাও কোন

BanglaBook.org

মানব মন করতে পারে না। রুপকথার পাতা থেকে উঠে আসা সেই ভয়াল রাক্ষস যেন সে, যাকে সন্তুষ্ট করতে পারে কেবলই মানুষের তাজা প্রাণ।

খুব সুন্দর করে হাসে সেই পিশাচী। এত সুন্দর করে যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সে কে আর সে কী। একটা সুতোও নেই তার নগ্ন দেহে। মাথার দীঘল চুলগুলো মেলে দেয়া, কোমর ছাপিয়ে অনেকদূর নেমেছে তার সেই কুচকুচে কালো কেশরাজি। স্ফীত উদর জানান দিচ্ছে গর্ভের সন্তানটির অস্তিত্বের কথা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রাবতী। অবিকল সেই চেহারা, বহুবছর আগে যেমন দেখেছিল। ফুলি্ভয়া যেমন দেখেছিল ইউমেলিয়াকে, ঠিক তেমন। ইন্দ্রাবতী যেমন দেখেছিল জেনিফারকে, ঠিক তেমন। কেবল বদলে গিয়েছে সেই চেহারার মালিক। এক নজরের বলে দেয়া যায় যে সে আর মানুষ নেই, বদলে গেছে এমন কোন একটা কিছুতে যার সাথে কেবলই তুলনা চলে হিংস্র শ্বাপদের।

সে এগোয় পা পা করে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তন্দ্রাবতী।

এই প্রাণীটি তাকে সম্মোহন করেছে, স্পষ্ট বোঝে দাঁড়িয়ে থেকেই। কিন্তু করার নেই কিছুই! কারণ তার নিজের শরীরটির নিয়ন্ত্রন এখন ওই প্রানীটির কাছে। ওই প্রাণীটি যা চাইছে, সেটাই করতে হবে তাকে। ঠিক সেটাই। না বাঁধা দিতে পারবে, না প্রতিবাদ। "তাকে" ঠেকানো অসম্ভব এখন!

চোখ দিয়ে দর দর করে পানি গড়ায় তন্দ্রাবতীর। কেবল এই চোখ জোড়াই বুঝি তার কথা শোনে। জানে, বুঝে নেয় যে শেষ সময় উপস্থিত। সফল হয়নি তাদের সকলের সম্মিলিত চাল, আকাশলীনা নামের প্রাচীনতম পিশাচী বুঝে নিয়েছে সমস্ত ষড়যন্ত্র। না, সে পা দেয়নি প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে। বরং সব পাশ কাটিয়ে জেগে উঠেছে। ঠিক তাই করে ফেলেছে যা তার করার কথা ছিল না মোটেই...

ঠক ঠক করে পা দুটো। ক্রমশ আরও এগিয়ে আসছে প্রাণীটা। এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে...

হাঁটুর সাথে হাঁটু জোড়া লেগে যাচ্ছে, একটা কুৎসিত সরীসৃপের মত মসৃণ গতিতে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা...

আসছে... আসছে... আসছে... কাছে, আরও কাছে!

BanglaBook.org

আচ্ছা, কী করবে প্রাণীটা তাকে? খেয়ে ফেলবে? ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে খাবে যেভাবে শেয়াল ছিঁড়ে খায় মুরগীর ছানা? কোন একটা অলৌকিক চালে কি প্রকৃতি পালটে দিতে পারে না তার ভয়াল নিয়তি?

না, পারে না! প্রকৃতির ক্ষমতা নেই এই প্রচন্ড শক্তির সাথে লড়াই করে জেতার। আর তাই তো সে আশ্রয় নেয় ছল চাতুরির। তাই তো সে বারবার সহায়তা নেয় শঠতা আর প্রতারণার। এতদিন বোঝেনি, কিন্তু এখন তন্দ্রাবতী বুঝতে পারে যে কেন। এখন বুঝতে পারে যে কেন প্রকৃতি আর লড়াই করে জিতবে এই অন্ধকার অস্তিত্বের সামনে...

উরু বেয়ে প্রস্রাবের উষ্ণ ধারা গড়িয়ে নামে... প্রচন্ড আর প্রচন্ড ভয়ে!

জেগে উঠেছে শায়াতিন। হ্যাঁ, জেগে উঠেছে।

তার প্রতারিত ভগ্ন হৃদয় জাগিয়ে তুলেছে হাজার হাজার বছর যাবত ঘুমন্ত সেই প্রাণীকে, যাকে ভয় পায় গোটা সৃষ্টিজগত।

হ্যাঁ, জেগে উঠেছে শায়াতিন!

ভালোবাসার তীব্র কষ্ট তাকে বাধ্য করেছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে।

তন্দ্রাবতীর ভুলও হতে পারে, কিন্তু চোখ বন্ধ করার আগে সে দেখতে পায় বিশাল দুটি ডানা। কালো, কুচকুচে, ভয়ংকর দর্শন দুটি ডানা... যা কেবল থাকবার কথা স্বয়ং শায়াতিনের পিঠেই!

২৬) ..... নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করাতে পারে না আয়ান। এসব কী দেখলো সে... কী দেখলো? এসব কী হচ্ছে চারপাশে? মনে হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীটাই যেন একযোগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে!

ঘুম ভেঙেছিল ভুমিকম্পে। প্রবল আর প্রচন্ড ভুমিকম্পে। লাফিয়ে নিজের বিছানাতে একা জেগে উঠেছিল আয়ান। না, লীনা পাশে নেই। বিছানায় নেই, ঘরে নেই, গোটা বাড়িতে নেই।

নেই নেই নেই... কোথাও নেই!

তবে সেটার চাইতেও বড় বড় সব দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল সাড়া শহরময়, দেশময়... এমনকি পৃথিবী জুড়েও! মানুষের আহাজারিতে আজ কানা পাতা দায়।

BanglaBook.org

এই ছোট্ট শহরেই আজ পাঁচ পাঁচটি জায়গায় আগুন লেগেছে। শহর জুড়ে ভয়ানক কোলাহল, তীব্র অরাজকতা। প্রতিটি পাড়া মহল্লাতেই একাধিক খুন, অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ আসছে। বলা নেই, কওয়া নেই... নিজের পরিবারের মানুষগুলোই যেন পাগল হয়ে গিয়েছে আর হত্যা করে ফেলেছে একান্ত আপনজন কাউকে! কেবল তাদের পাড়াতেই একাধিক আত্মহত্যার সংবাদও সকাল না হতেই জেনে গিয়েছিল আয়ান।

সংবাদ জানার জন্য টেলিভিশন খুলতেই সেখানে অপেক্ষা করেছিল আরও ভয়াবহতা। সারা পৃথিবী জুড়েই খুন, যখম, রাহাজানি। যাত্রীবাহী জাহাজ, বিমান, ট্রেন নিখোঁজ কিংবা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া... গার্মেন্টস বা বড় বড় ফ্যাক্টরিতে আগুন... বিগত ১৮ ঘণ্টায় হয়েছে একাধিক ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, সমগ্র পৃথিবীতেই থেকে থেকে হচ্ছে... যুদ্ধ বিরতিতে থাকা দেশগুলো হুট করেই প্রবল বিক্রমে আবারও আক্রমণ করতে শুরু করেছে...

আয়ান জানে এসব কেন হচ্ছে আর কে করেছে! আয়ান জানে।

আর জানে বলেই আয়ান দৌড়ে গিয়েছিল তন্দ্রাবতীর কুটিরে। আকাশলীনা কি কোনভাবে টের পেয়ে গিয়েছে তন্দ্রাবতীর পরিচয়? কোনভাবে কি বুঝে গিয়েছে তাদের গোপন পরিকল্পনা?

মনের মাঝে ধুকপুক করে, বুকের মাঝে কাঁপে একটা নিশ্চিত আশঙ্কায়। এবং হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিল দেখতে পায় সেটার চাইতে আরও অনেক বেশি কিছুই। এমন একটা কিছু, যা আর এই মানবজীবনে দ্বিতীয়বার দেখতে চায় না আয়ান!

তন্দ্রাবতীদের ছোট্ট পাড়ায় চলছে ভয়াবহ মাতম। যতটা না শোকের, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ভয় ও আতঙ্কের। দলে দলে মানুষ সহায় সম্বল নিয়ে এলাকা ছাড়া হচ্ছে, সকলের চোখেমুখে পরিষ্কার মৃত্যুভয়...

কারণ?

কারণটা স্পষ্টই সাজানো আছে তন্দ্রাবতীর ছোট্ট কুটিরে। সাজানো আছে ভয়াবহ পৈশাচিকতায়!

পুরো কুটিরটা জুড়ে ছোপ ছোপ রক্ত শুধু, তীব্র বোটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দূর থেকেও। কুটিরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে খন্ড খন্ড নারী দেহ। না, কেউ কেটে টুকরো টুকরো করেনি। বরং প্রচন্ড শক্তিমত্তার সাথে কোন

BanglaBook.org

জানোয়ার বুঝি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে দেহ থেকে অঙ্গগুলো মেয়েটির। কিডনি, ফুসফুস, হার্টের মত অঙ্গগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে টুকরো টুকরো করা হাত-পায়ের পাশেই। আর মাথাটা...

প্রচন্ড আক্রোশে কেউ গুঁড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটির মাথা! করোটির টুকরো টুকরো অংশ মগজ আর চুলের সাথে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে ঠিক দোরগোড়াতেই। এবং আছে পিঁপড়া! হাজার হাজার কোটি কোটি লাল পিঁপড়া ছেঁকে ধরেছে ছিন্ন বিছিন্ন দেহটিকে। ভীষণ তাড়াহুড়ায় খেয়ে নিঃশেষ করতে ব্যস্ত লোভনীয় কাঁচা মাংস। এই দৃশ্য চোখে দেখার নয়, এই দৃশ্য দেখার পর উন্মাদ হয়ে যেতে বাধ্য যে কোন সুস্থ মানুষ।

তবুও চেনা যায়, তবুও চিনে নেয় আয়ানের মন...

এই শরীর তন্দ্রাবতীর। হ্যাঁ, এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শরীরটি তন্দ্রাবতী ছাড়া আর কারো নয়। এবং তার ওপরে এই প্রচন্ড আক্রোশ কেবল আর কেবল একজনের পক্ষেই দেখানো সম্ভব- "আকাশলীনা।"

অনেকটা সময় চিৎকার করে কাঁদে আয়ান। একলা বসেই চিৎকার করে কাঁদে।

কাঁদে দুঃখে, কষ্টে, সীমাহীন অস্থিরতা আর আতঙ্কে। নিজেকে শান্ত করতে চেয়েও পারে না। বারবার মনে হয় এইসবই তার কারণে। কেবল আর কেবল তার কারণে। আজ তন্দ্রাবতীর এই ভয়াবহ পরিণামের জন্য সে ছাড়া আর কেউ দায়ী? কেউ নয়! বেঁচে থাকার লোভে অপেক্ষা না করে সে নিজে যদি আত্মহত্যার পথ বেছে নিত, তাহলে আজ বেঁচে থাকতো তন্দ্রাবতী। আকাশলীনার ভয়ংকর আক্রোশের নিচে এত নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হতো না তার।

হ্যাঁ, সব দোষ তার। সব সব সব দোষ।

নিয়তি তাকে নিয়ে কী নির্মম খেলা খেলছে জানে না আয়ান। মাথার মাঝে সব ঘোলা লাগে, অস্পষ্ট লাগে। মনের মাঝে সমস্ত সুন্দর অনুভব দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই জীবনই কি চেয়েছিল? এটাই তবে সেই পরম আকাঙ্খিত জীবন? এই পৈশাচিকতা ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞে সাজানো জীবনই কি সে তবে চেয়েছিলো?

সূর্য পাটে বসেছে, এবার উঠে দাঁড়ায় আয়ান

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ায়, কারণ সে জানে কোথায় মিলবে আকাশলীনা নামের সেই অশুভ শক্তির খোঁজ। নরকের পিশাচী হোক বা খোদ শায়াতিন, এই অন্ধকার শক্তির বিনাশ সে আজ করবেই। না আছে মনে কোন দ্বিধা, না দ্বন্দ। কোন বিভ্রান্তি নেই, কোন অনিশ্চয়তা নেই, কোন ভয় নেই। আয়ান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সেই অশুভ শক্তির বিনাশ আজ সে করবে...

করবেই!

এবং যা করার, তা করতে হবে সূর্য পশ্চিমাকাশে মিলিয়ে যাবার আগেই। কারণ অন্ধকার নামার সাথে সাথে সেই পিশাচী হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। ফিরে পাবে নিজের সমস্ত ক্ষমতা। হয়ে উঠবে প্রবল আর প্রচন্ড... অন্ধকারের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করে।

যা করার, সব করতে হবে সূর্যের শেষ রশ্মিটি মিলিয়ে আগেই। আলোকিত সবকিছুই তাকে দুর্বল করে, অন্ধকার করে অকল্পনীয় শক্তিশালী। অন্ধকারের সম্রাজ্ঞীর বিনাশ হতে হবে সূর্যের পবিত্র আলোর উপস্থিতিতেই। কারণ আজকের রাতের পর...

কারণ আজকের রাতের পর নশ্বর মানব জীবন ত্যাগ করে সে পুনরায় হয়ে উঠবে "আকাশলীনা"!

সেই অমর পিশাচী, যাকে ধ্বংস করা অসম্ভব। হাজার হাজার বছরেও যাকে ধ্বংস করতে পারেনি প্রকৃতি-নিয়তি-মহাকালের সম্মিলিত শক্তি। জন্মের পর জন্ম সে ফিরে ফিরে এসেছে নিজের সমস্ত অশুভতাকে সঙ্গে নিয়ে।

তবে হ্যাঁ... আজ হবে তার বিনাশ! করবে আয়ান স্বয়ং। যে নিঃশর্ত ভালোবাসা ছিল এই পিশাচীর শক্তি, সেই ভালোবাসাকেই আজ মিথ্যে করে দেবে আয়ান। মিথ্যে করে দেবে আজীবনের জন্য।

শায়াতিনকে আজ আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে ধরণীর বুকে!

২৭) ..... পাহাড়ের চুড়ায় সূর্যাস্তের দৃশ্য বুঝি জগতের সবচাইতে অপার্থিব সুন্দর দৃশ্যগুলির একটি। লালচে সোনালি আলোয় ভেঙে যাচ্ছে অনেক অনেক নিচের পাহাড়ি উপত্যকা, তরল সোনার মতন আলো বুঝি চুইয়ে চুইয়ে নামছে আকাশের বুক বেয়ে। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে মেঘের আনাচে কানাচে, রক্ত লাল

BanglaBook.org

সূর্যটার সাথে মাখামাখি হয়ে শতগুন বাড়িয়ে তুলছে নীল আকাশের রূপ। ঘন ঘাস আর ছোট ছোট পাহাড়ি ফুলে ছাওয়া পাহাড়টি দিনের শেষ আলোয় উদ্ভাসিত...

যেন রূপকথার রাজ্যের কোন জগত। যেন স্বপ্নলোকের পাতা থেকে উঠে আসা কোন পৃথিবী।

এই পাহাড়টি আকাশলীনার ভীষণ প্রিয়, জানে আয়ান। আর প্রিয় বলেই হয়তো জীবনের শেষ সূর্যাস্ত দেখার জন্য এই পাহাড়টিকেই বেছে নিয়েছে সে। দাঁড়িয়ে আছে একদম চাতালে, কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানের জন্যই ছিটকে পড়তে পারে শত শত ফিট নিচে। তবে নিচের পৃথিবী দেখছে না সে, দেখছে আকাশের দিকে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিদায় নেয়া সূর্যটির দিকে।

'এই সূর্য ডুবে গেলেই তুমি আবারও অমর!'

ফিরে তাকায় আকাশলীনা, হাসে খুব সুন্দর করে। তাঁর চেহারায় কোথাও নেই এক চিলতে ভয়াবহতা। বরাবরের মতন সেই মিষ্টি একটা মুখ, শ্যামলা রঙ আর সবুজ পান্নার মত দুটি চোখ। তবে হ্যাঁ, শরীরে নেই কোন পোশাক। একটি সুতাও না। তাঁর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঘন, দীঘল চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কেবল আলগোছে। শরীরে আবরণ বলতে সেটুকুই।

'তুমি এসেছো?' আলতো করে উচ্চারণ করে সে। 'তন্দ্রাবতীর খোঁজে? তোমার পরম প্রেম তন্দ্রাবতী?'

'তুমি থাকতে দিলে কই! হিংস্রতায় কেড়ে নিলে নির্দোষ মানুষটির প্রাণ!'

'নির্দোষ, প্রিয়তম? তাকে তোমার নির্দোষ আর নিষ্পাপ মনে হয়?'

'হয় বলেই তাকে আমি ভালবাসি! সম্মান করি, আস্থা রাখি। সে আমার জন্ম জন্মান্তরের স্ত্রী!'

'আহ! কি নিদারুন ভুল ধারণা তোমার!'

'আমার একমাত্র ভুল ধারণ তুমি, আকাশলীনা। আমার একমাত্র ভুল তুমি। আমার জন্ম জন্মান্তরের সবচাইতে বড় ভুল।'

'আমি ভুল তোমার? সহস্র সহস্র বছরের যাত্রা শেষ করে এখন আমাকে তোমার ভুল মনে হচ্ছে?'

BanglaBook.org

'আমি অন্ধ ছিলাম, দেখতে পাইনি তোমার ভয়াবহতা! আমি নির্বোধ ছিলাম, দেখতে পাইনি তোমার পৈশাচিকতা। কিন্তু এখন দেখেছি, তন্দ্রাবতী আমাকে আলোকিত করেছে। তন্দ্রাবতীকে আমি ভালবাসি।'

'আর দেখো, তোমার সেই ভালোবাসা আমাকে কী করেছে!'

খুব ধীরে বাতাসে নিজের কুচকুচে কালো ডানাদুটি ছড়িয়ে দেয় পিশাচী। বিশাল, দীর্ঘ, ভারী সেই ডানা। আলগোছে গুটানো ছিল পিঠের কাছে, ঠিক কোন পাখির মতই। খুব বিষন্ন করে হাসে সে, বিন্দু বিন্দু করে অশ্রু জমতে শুরু করে পান্না সবুজ চোখদুটিতে।

'তুমি দেখো, প্রিয়তম। তোমার ভালোবাসা আমাকে কী করে দিয়েছে। তুমি দেখো প্রিয়তম, তোমার প্রতারণা আমাকে কী করে দিয়েছে! আমি আবারও তাই, যা আমি কক্ষনো হতে চাইনি। আমি আবারও তাতেই রূপান্তরিত হতে চলেছি, যা আমার নিয়তি নয়।'

'এসব তোমার ছলনা!' চিৎকার করে ওঠে আয়ান। 'আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে। আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না!'

'তুমি যে প্রকৃতির ক্রূর ষড়যন্ত্রের শিকার।'

'ষড়যন্ত্র প্রকৃতি নয়, ষড়যন্ত্র করেছো তুমি! এই সমস্ত তোমারই রচিত খেলা, তোমারই রচিত নাটক। অন্ধ ছিলাম আমি, লীনা। তোমার এই কুৎসিত রূপ আমি কখনো বুঝতেও পারিনি। জন্ম জন্মান্তরে আমাকে ধোঁকা দিয়ে গিয়েছো তুমি... বারবার... বারবার!'

'আমি তোমাকে কোন ধোঁকা দেইনি, প্রিয়তম।'

'তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে গিয়েছো আমার ভালোবাসা পর্যন্ত। তুমি আরও একবার ছিনিয়ে নিয়েছো তন্দ্রাবতীকে আমার জীবন হতে, যেভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলে প্রত্যেক জীবনে।'

অশ্রুকণা এবার বিন্দু হয়ে গড়িয়ে নামে গাল বেয়ে। 'তবে তন্দ্রাবতীই তোমার ভালবাসা?'

BanglaBook.org

'এক ও একমাত্র! এবং আজ তন্দ্রাবতীর নামে তোমাকে হত্যা করবো আমি, আকাশলীনা। হত্যা করবো আজীবনের জন্য, যেন তোমার অন্ধকার অস্তিত্ব গ্রাস করে প্রকৃতির শৃঙ্খলা। কখনো যেন আর জগতের বুকে যেন নিঃশ্বাস না নেয় তোমার অস্তিত্ব।'

'শুধু তন্দ্রাবতীই তোমার ভালবাসা?'

'আজীবন ও চিরকালের জন্য। জন্ম জন্মান্তরের!'

গভীর আবেগে ভালোবাসার পুরুষটিকে আঁকড়ে ধরে আকাশলীনা নামের পিশাচী। পান্না সবুজ চোখদুটিতে জড়ো হয় সব হারানোর এক তীব্র ব্যথা। 'তুমি সত্যিই ভুলে গিয়েছো আমাকে? সত্যিই ভুলে গিয়েছো? আমি, তুমি... আমাদের সংসার, কিছুই কি মনে নেই তোমার? বিশ্বাস করো, প্রিয়তম... বিশ্বাস করো আমি তন্দ্রাবতীকে হত্যা করিনি। সে বেঁচে আছে... আমি তাঁকে হত্যা করিনি, প্রিয়তম!'

'তোমার লজ্জা হয় না এত মিথ্যা বলতে, এভাবে প্রতারণা করতে... হয় না লজ্জা?'

'তুমি বিশ্বাস করো আমাকে... তুমি বিশ্বাস করো!...'

আর কয়েকটি মুহূর্ত কেবল, আর কয়েকটি মুহূর্ত। এরপরই নিভে যাবে সূর্যের আলো, পশ্চিমাকাশে চট করে হারিয়ে যাবে টকটকে লাল সূর্যটা। ঝুপ করে পৃথিবীর বুকে নামবে অন্ধকার এবং শুরু হবে শায়াতিনের রাজত্ব।

হ্যাঁ, অন্ধকার হওয়া মাত্র সে ফিরে পারে তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা। আর ক্রমশ তা বাড়বে... বেড়েই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শায়াতিন আত্মপ্রকাশ করে স্বরূপে। এবং তখন তাঁর বিনাশ অসম্ভব, তখন তাঁকে ধ্বংস অসম্ভব। যা করার করতে হবে তাই খুব তাড়াতাড়ি। করতে হবে এখন... এই মুহূর্তে...

নিজের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দুহাতে এককালের প্রিয়তমাকে আঘাত করে আয়ান। পিঠে আমূল বসিয়ে দেয় সুতীক্ষ্ণ এক খঞ্জর। একবার, দুবার, বারবার। আর প্রচন্ড ধাক্কায় নিজের আলিঙ্গন থেকে ঠেলে দেয় দূরে। ঠেলে দেয় প্রবল আক্রোশে।

অবিশ্বাস নয়, আকাশলীনার চেহারায় ফুটে ওঠে এক স্মিত হাসি!

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

যেন এই মুহূর্তের জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। যেন এই একটি মুহূর্তের জন্যই সে আঁকড়ে ধরেছিল ভালোবাসার পুরুষটিকে...

এক পা, দুই পা... পিছিয়ে যেতে থাকে সে কিনারার দিকে। এবং তখনই... তখনই এই জীবনের মত শেষ আঘাতটি করে আয়ান। সর্বশক্তিতে আঘাত করে মূর্তিমান শায়াতিনকে, আঘাত করে এত শক্তিতে যেন পাহাড়ের কিনারা বেয়ে সোজা তাঁর গন্তব্য হয় শত শত ফিট নিচে।

শায়াতিন, কিংবা আকাশলীনা।

আকাশলীনা, কিংবা জেনিফার। জেনিফার কিংবা আইদা। আইদা কিংবা ইউমেলিয়া। ইউমেলিয়া কিংবা সেফ্রেন... কিংবা লীমা! থিওর লীমা। বৃক্ষের জঠরে জন্ম নেয়া সেই প্রাচীন তরুণী, যাকে পৃথিবী পুজা করতো শায়াতিনের প্রতিরূপ হিসেবে।

না, একটুও কাঁপে না আয়ানের চোখের পাতা। বরং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে শায়াতিনের পতনের দিকে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে "তাঁর" কুৎসিত ডানা দুটিতে। ধ্বংস হতে শুরু করেছে সে। হ্যাঁ, প্রকৃতির চিরশত্রু শায়াতিন শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে শুরু করেছে...

প্রচন্ড ভুমিকম্পে আবারও কেঁপে ওঠে ধরনী। আয়ান আর লক্ষ্য করে উঠতে পারে না যে নিভে গেছে সূর্যের আলো। রক্তিম সূর্যের শেষ রশ্মিটি হারিয়ে গিয়েছে আকাশলীনা মাটির বুকে আছড়ে পড়ার আগেই!

২৮) ..... এবং ৯ মাস পর।

আয়ানের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটের দরজায় কে বা কারা রেখে যায় একটি ছোট্ট শিশুকে। বাঁশের ঝুড়িতে পাতলা কাপড়ে পেঁচানো সদ্যোজাত একটি শিশু, নিজের মনেই খেলা করছে খলবল করে।

শিশুটিকে দোরগোড়ায় পেয়ে ভীষণ অবাক হয় আয়ান ও আয়ানের স্ত্রী। হ্যাঁ, তন্দ্রাবতী সত্যিই মারা যায়নি। তাকে হত্যা করেনি আকাশলীনা। ভালবাসার নারীকে ঘিরে তাই এখন আয়ানের লাল-নীল সংসার। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে আবারও তার ভরা জীবন। আয়ান আবারও আয়ান আহসান, শহরের স্বনামধন্য ফটোগ্রাফার। জীবনটা আবারও শান্ত, সহজ, গোছানো। ঠিক যেমন একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবন।

BanglaBook.org

এই জীবনে আকাশলীনার কোন ছায়া নেই। এই জীবনে আকাশলীনার কোন অস্তিত্ব নেই।

আকাশলীনা মৃত।

আকাশলীনা নিঃশেষিত।

আকাশলীনার বিনাশ হয়েছে তাঁর সকল পৈশাচিক ক্ষমতা সহ।

এবং এটাই এখন একমাত্র সত্য!

পরিশিষ্ট

প্রাণীটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে হাজার হাজার ওয়াট আলোর নিচে। বেঁধে রাখা হয়েছে মোটা শেকলে।

ছোট খুপরি ঘরটিতে জানালা,দরজা সব ইস্পাতের। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি মুড়ে দেয়া হয়েছে ইস্পাতে। সেই খুপরির মাঝে দিনে-রাতে সর্বক্ষণ জ্বলছে হাজার হাজার ওয়াটের আলো। এক সেকেন্ডের বিরাম নেই, এক সেকেন্ড সেই আলো বন্ধ হবার ব্যবস্থা নেই। প্রচন্ড আলোর উত্তাপে ঘরের ভেতরটা সর্বক্ষণ জ্বলন্ত চুল্লির মত গরম। এত ভয়ংকর সেই তাপমাত্রা যে দরজা খুলতে চাইলেও হাতে গ্লাভস পরে খুলতে হয়।

যদিও ঘরটি কেউ খোলে না। খাবার-দাবার বা পানি ইত্যাদি কিছু দেবার জন্যই ঘরটিতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন হয় না। এই প্রানীটিকে কোন দানাপানি দেয়া হয় না কখনোই।

ইস্পাতের দরজার কব্জায় খুব ছোট্ট একটি ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়ে প্রায়ই ভেতরে তাকিয়ে দেখে সাইফুদ্দিন। জানে না কেন, প্রাণীটিকে দেখলে সে কেমন মোহগ্রস্থ হয়ে যায়। বারবার কেবল দেখতে ইচ্ছা করে আর ইচ্ছাই করে...

ঘরটির ঠিক মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটি। হাতপা গুলো সেকলে বাঁধা ঘরের চারদিকে চারটি আঙটার সাথে, চাইলেও তাঁর জন্য বসার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাণীটি তাই দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ, প্রতিটি সেকেন্ড। প্রানিটির গায়ে কোন পোশাকও নেই, একটি সুতোও না। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ের রঙ, তাতে ধকধক করে

BanglaBook.org

জ্বলছে দুটি প্রচন্ড সবুজ চোখ। প্রানীটির মাথা টেকো, একটি চুলের ইশারাও নেই। আছে দুটি পুরুষ্টু স্তন, পিঠের পেছনে কুচকুচে কালো প্রকান্ড দুটি ডানা...

কেবল চেহারাটা বোঝা যায় না পরিষ্কার। শত চেষ্টা করেও প্রাণীটির চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারেনি সাইফুদ্দিন!

গুজব শুনতে পেয়েছে যে কিছুদিন আগে নাকি প্রানীটির একটা সন্তান হয়েছে। এই প্রাণীটির বাচ্চা কেমন হয় দেখার খুব ইচ্ছা ছিল সাইফুদ্দিনের। কিন্তু সে এই পাগলা গারদে খুবই নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী আর এই কেসটি অত্যন্ত বড়লোকেদের ব্যাপার স্যাপার। শত চেষ্টা করেও তাই গুজবের কোন সত্যতা খুঁজে বের করতে পারেনি তার মত ক্ষুদ্র লোক।

তবে হ্যাঁ, এটুকু নিশ্চিত হয়েছে যে প্রাণীটির বাচ্চা এই পাগলা গারদে নেই। কে বা কারা বাচ্চাটিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এখানকার হর্তাকর্তারা সেটাকে নিয়ে দিনের পর দিন নির্ঘুম রাত্রি যাপন করছেন। চুরি যাওয়া বাচ্চাটাকে ফেরত পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

জানে না কেন, প্রাণীটির জন্য ভীষণ কষ্ট সাইফুদ্দিনের। কষ্ট হয় প্রতিদিনই। এত অবর্ণনীয় নির্যাতন কি কোন জীবিত জিনিস সইতে পারে? দিনের পর দিন কোন খাদ্য বা পানি ছাড়া জ্বলন্ত চুল্লীর মত একটা কামরায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কি বেঁচে থাকা সম্ভব কারো পক্ষে?

কিন্তু এই প্রাণীটি বেঁচে আছে। হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে আজো।

প্রচন্ড উত্তাপে গলে গলে গিয়েছে তাঁর বিশালাকার ডানাদুটির অনেকখানি... কিন্তু সে বেঁচে আছে! উত্তপ্ত শেকলগুলো ঝলসে দেয় প্রতিদিন তার হাত-পা। সেখানে দগদগ করে ঘা, ছড়ায় পুঁজ... কিন্তু সে বেঁচে আছে! তীব্র আলোর কারণে ভয়ংকর সুরে গোঙায় সে সারাক্ষণ ... কিন্তু সে বেঁচেই আছে।

এখানকার হর্তাকর্তারা তাকে না খাইয়ে রেখে তিলতিল করে হত্যা করতে চাইছে, জানে সাইফুদ্দিন। কিন্তু যেন যেন তার মনে হয় প্রাণীটিকে হত্যা করে যাবে না। এত সহজ নয় একে হত্যা করা।

সাইফুদ্দিনকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু সে জানে। সাইফুদ্দিন জানে যে এই প্রাণীটি আসলে কী...

BanglaBook.org

সে শায়াতিন। সাক্ষাৎ শায়াতিন।

সৃষ্টিজগতের আদিমতম পিশাচী!

৩০ জানুয়ারি, ২০১৭

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org